যাজ্ঞসেনী

(নাটক)

শ্রীঅমৃতলাল বসু

(মিনার্ভা প্রথম অভিনয় রজনী শনিবার ২২শে
বৈশাখ ১৩৩৫)

বসুপরিবার-কর্ত্তৃক প্রকাশিত ।

প্রাপ্তিস্থান, ১২৬ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়,
কলিকাতা।

মূল্য এক টাকা।

বাগর্থ পত্র

নাগরক, প্রতিক্ষ, চৌরগ্রাহী,ঃ—শান্তিরক্ষক কর্ম্মচারী

শেলুফুল—চাল্‌তাফুল ; ধারাযন্ত্র—ফোয়ারা ; খধূপ—হাউই ; বাধা—পাদুকা ; বিট—কামদূত, সম্বাহক—গাত্রমর্দ্দনকারী ; দ্বিজব্রুব—ছদ্মবেশী দ্বিজ; উন্নয়ন—উনুন ; নীশার—পর্দ্দা ; মহানস—পাকশালা ; দুরোদর-দ্যুতদক্ষ।

ভ্রমশুদ্ধি

অঙ্ক	দৃশ্য	পৃষ্ঠা	পংক্তি	স্থলে	হইবে
১ম	৩য়	১০	৯	কালী	কালি
১ম	৫ম	২১	২	হেঁটমুখে	হেঁটমুখ
১ম	৫ম	২৫	৬	"দস্যুরে বলিয়া বৈশ্য নাহি করি সম্বোধন"	"বৈশ্য বলি দস্যুরে না করি সম্ভাষণ"
২য়	২য়	৪৮	৪	করিত	করিতে
৩য়	১ম	৮০	২	পূতগন্ধ	পূতিগন্ধ
৩য়	১ম	৮৬	১১	ভীম	ভীষ্ম
৩য়	১ম	৯৪	৭	প্রপ্রাতের	প্রপাতের
৪র্থ	১ম	৯৫	৭	অর্থার্জ্জুন	অর্থার্জ্জন
৪র্থ	১ম	৯৬	৫	দর্পনান্তে	দর্শনান্তে
৪র্থ	১ম	৯৬	১৪	উৎপাতে	উৎপাতে
৪র্থ	২য়	১১২	১৮	একছত্রছায়াতে	একছত্রছায়ে
৫ম	৩য়	১৫৫	৬	ব্যঞ্জন	ব্যজন।

বি, কে, বসুর দ্বারা মুদ্রিত, কলিকাতা অরফ্যান প্রেস, ৫৮ নং শ্যাম বাজার ষ্ট্রীট।

(১৯১৬)

পূজাঞ্জলি

যে অপরাজেয় শক্তিধর বিজ্ঞানমণ্ডিত পণ্ডিতপ্রবর

সারস্বত-যজ্ঞ-ঋত্বিক

বঙ্গভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আসনে বরেণ্য করিয়া স্বদেশপ্রেমের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদানান্তর দিব্যলোকে প্রস্থান করিয়াছেন—

সেই—

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের

অমর স্মৃতির পূজার্থ

এই 'যাজ্ঞসেনী' নাটক

প্রণতমস্তকে উৎসর্গীকৃত হইল।

১লা জ্যৈষ্ঠ,
১৩৩৫ সাল
কলিকাতা।

নাট্যকার।

যাজ্ঞসেনী

পাত্রপাত্রীগণ

শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস, ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, বিদুর, দুর্য্যোধন,
দুঃশাসন, বিকর্ণ, শকুনি, কর্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম,
অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বিরাট, কীচক,
যজ্ঞসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ; নাগরক,
চৌরগ্রাহী, প্রতিক্ষ,
রাজ-অনুচর
প্রভৃতি।

*　　*　　*

গান্ধারী, কুন্তী, কৃষ্ণা, সুভদ্রা, কেতকী,
বিপাশা, স্বর্ণরেখা, নন্দা, মিত্রা,
চেটী, প্রভৃতি।

কার্য্যসংযোগস্থল।—

প্রথম অঙ্ক—পাঞ্চাল-ছত্রাবতী
দ্বিতীয় অঙ্ক—পাঞ্চাল-ছত্রাবতী
তৃতীয় অঙ্ক—হস্তিনা
চতুর্থ অঙ্ক—ইন্দ্রপ্রস্থ
পঞ্চম অঙ্ক—হস্তিনা।

যাজ্ঞসেনী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পাঞ্চাল প্রদেশ।—ছত্রাবতী নগরী। প্রাসাদের একাংশ।]

যজ্ঞসেন। বৎস, স্বার্থতরে কিম্বা দম্ভভরে
আমারে করেনি বন্দী অর্জ্জুন সুজন।
দ্বন্দ্ব-অবসানে দিয়া বীরের সম্মান,
রথে তুলি বলী মোরে লয় হস্তিনায়।
পথে ক্ষত্রকুলগ্লানি দুর্য্যোধন
রথ হ'তে নামায়ে আমায়,
উপেক্ষিয়া অর্জ্জুনের অনুনয়,
কেশে ধরি ল'য়ে যায় দ্রোণের সমীপে।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। অবশ্য ঢালিব ভস্ম কৌরব-গৌরবে ;
নহে যজ্ঞফলে জন্ম মম বৃথা।

যজ্ঞসেন। পিতৃ-অপমানে যে-সন্তান থাকে উদাসীন,
হীন সেই সংসারে সমাজে।
সুশিক্ষায় হইয়াছ ধনুর্দ্ধর, কর্ম্মেতে তৎপর ;
মনোরথে সারথি তোমার ধর্ম্ম ;
পিতৃ-ঋণ-পরিশোধে প্রবোধি' আমায়,
জন্মভূমি পাঞ্চাল প্রদেশ উদ্ধার করিবে তুমি।

[কৃষ্ণার প্রবেশ]

কৃষ্ণা। কন্যা ব'লে কৃষ্ণা প্রতি দৃষ্টি তব নাহি কি জনক ?

যজ্ঞসেন। এই যে মা,—আয় আয় !

কৃষ্ণা। ঐ মুখে-ই আয় আয়—মনে মনে কিন্তু—উঁ উঁ উঁ ;
ছেলে ছেলে ক'রে বাপ-মা'র মন সুখ-সাগরে ভাসে ;
আর মেয়ে যেন আপদ বালাই,
বিদায় কর্ত্তে পাল্লেই চোদ্দ পুরুষ হন তুষ্ট্।
বাবা তুমি আমায় ভালবাসো না, তুমি—তুমি—তুমি বড় দুষ্ট্ !

ধৃষ্টদ্যুম্ন। (ঈষৎ হাস্যে) আর ভাই ?

কৃষ্ণা। ভাই ? ভাই—ভাই, যতদিন ভাজ না আসেন ঘরে।
বাবা, যতদিন বউ না আসেন ঘরে, ছেলে থাকে ছেলে ;
আর—মেয়ের মায়া ছাড়ে কায়া, জীবন চ'লে গেলে।

যজ্ঞসেন। মা, তোমায় আমি ভালবাসিনি ? তোমার জনমে ধরণী ধন্যা ! আমার এই পাঞ্চাল-রাজ্যের প্রকৃত রাজলক্ষ্মী তুমি। শোননি, তোমার জন্মকালে আকাশ-বাণী হ'য়েছিল যে তোমা' হ'তেই ক্ষত্রকুল ক্ষয়প্রাপ্ত ও কৌরবগণ বিনষ্ট হবে।

কৃষ্ণা। বড় সুলক্ষণা তো আমি ! আমি কি বিষকন্যা ?

যজ্ঞসেন। তুমি মা মহৌষধি—সংসার-ব্যাধি-নিরাময়-করণে ; তুমি মা অমৃত—ধর্ম্মকে অমরত্ব দিতে ; তুমি মা হোমের হবি—

কৃষ্ণা। আগুনে ভস্ম হ'তে।

যজ্ঞসেন। পবিত্র হবি কি কখনো ভস্ম হয় মা ?
হোমের হবি অগ্নিকে প্রোজ্জ্বল করে, পূতগন্ধে দিঙ্‌মণ্ডল আমোদিত করে, প্রধূমিত হয়ে স্বর্গে দেবতার চরণস্পর্শ করে। হবিতে শুদ্ধি আছে, শক্তি আছে, পুষ্টি আছে, তুষ্টি আছে। আর অগ্নি পবিত্র পাবক তেজের অধিষ্ঠাতা। হবিরূপী কন্যা

অগ্নি-স্বরূপ বরের সহিত মিলিত হ'লে তবে সংসারের মঙ্গল হয়। মা, তোমার মত সুরভি-ক্ষীর-মথিত হবি পাছে আমি ভুলে ভস্মে নিক্ষেপ করি, তাই অগ্নিরূপী বরের অনুসন্ধান কচ্ছি। যে তেজ আমার নির্ম্মিত ধনু নমিত ক'রে অন্তরীক্ষে অবস্থিত লক্ষ্যভেদ কত্তে পার্ব্বে, তাকেই আহূত বা আমন্ত্রিত ক'রে আমি তোমাকে সমর্পণ কর্‌বো, এই আমার ইচ্ছা।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। কিন্তু পিতা!
ক্ষত্রকুলে হেন কেবা ধনুর্দ্ধর আছে বর্ত্তমান,
বিশাল সে-শরাসন করিয়া সগুণ,
প্রতিবিম্ব মাত্র দৃষ্টি করিয়া সলিলে,
সক্ষম হইবে অই লক্ষ্য ভেদিবারে?

যজ্ঞসেন। হায় পুত্র, ভারতের ছত্রপতি মাঝে
আজো আছে বহু নিপুণ ধানুকী;
কিন্তু দ্রৌপদীর যোগ্য বর—ধার্ম্মিক প্রবর
একমাত্র ধনুর্দ্ধর তৃতীয় পাণ্ডব। [কৃষ্ণার অপসরণ]

ধৃষ্টদ্যুম্ন। মৃত যেই বহুদিন,
তার কথা কেন বারবার?

যজ্ঞসেন। প্রত্যয় না হয় মম পাণ্ডবের ক্ষয়।
সূর্য্য কভু অস্ত নাহি যান দিবসের প্রথম প্রহরে,
জলদের অন্তরালে বাড়ে তাঁর দীপ্তি চতুর্গুণ।
নিজহস্তে কীর্ত্তিস্তম্ভ না করি স্থাপন,
কীর্ত্তিমান নাহি লভে অন্তকাল।
পাণ্ডবে দহিতে অগ্নি নিজে পায় ভয়।
কই—কোথা গেল কৃষ্ণা?

ধৃষ্টদ্যুম্ন। কি জানি;—

অই সিন্ধুবার তরুতলে
কেতকী ধাত্রীর সাথে করিছে আলাপ।

[প্রতিহারের প্রবেশ]

প্রতি। দেব, উৎসবসচিব উতথ্যমহাশয় নিবেদন কল্লেন, মগধরাজ জরাসন্ধ সদলে নগরীতে উপস্থিত হয়েছেন।

যজ্ঞসেন। চল কুমার, আমরা তাঁর আহ্বানের জন্য প্রস্তুত হই। [প্রস্থান]
[কেতকীসহ অগ্রগা]

কৃষ্ণা। জতুগৃহ কা'কে বলে, কেতকী মা ?

কেতকী। রাজারা কৌশলে শত্রুকে নষ্ট কর্ব্বার জন্য এক রকম ঘর প্রস্তুত করান ; সেই ঘরের বেড়ার ভেতর চালের ভেতর ধূনো গালা শণ আরও অনেক জিনিষ, যা একটু আগুনেই জ্বলে ওঠে, রেখে দেয় ; আর সেই ঘর মাঝে মাঝে ঘি দিয়ে ভিজোয়। যাদের সর্ব্বনাশ কর্ব্বার ইচ্ছে, তাদের মিষ্টি কথায় যত্ন ক'রে সেই ঘরে বাসা দেয়, পরে রাত্তিরে তারা ঘুমিয়ে প'ড়লে আগুন ধরিয়ে দেয় ; ঘরগুলি এত শীঘ্র জ্ব'লে যায় যে ভেতরকার লোক পালিয়ে প্রাণরক্ষা কর্ত্তে পারে না।

কৃষ্ণা। সর্ব্বনাশ! এ-কি মানুষের কাজ ?

কেতকী। সাধারণ মানুষের কাজ নয়, তবে রাজার কাজ ; রাজা মানুষের উপর।

কৃষ্ণা। দানব!

কেতকী। রাজ্য রক্ষার জন্যে রাজাকে দেবতাও হতে হয়, দানবও হতে হয়।

কৃষ্ণা। কি বিশ্বাসঘাতকতা, কি নৃশংসতা!

কেতকী। মা, মায়া মমতা তোমার আমার, মেয়ে মানুষের। কাঁটা গাছ ওপড়াতে গিয়ে পুরুষকে অনেক সময়ে নৃশংস হ'তে হয়।

কৃষ্ণা। পাণ্ডবেরা সবাই পুড়ে গেল, ভস্ম হয়ে গেল!

কেতকী। হ্যাঁ, রাজরাণী কুন্তী পর্য্যন্ত ; যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন—

কৃষ্ণা। চুপ কর মিথ্যাবাদী !

কেতকী। ওমা, সে কি গো !

কৃষ্ণা। না, না—না—তা'নয়। তুমি কি বল্লে যে কাঁটা ওপ্‌ড়াবার জন্য পুরুষকে সময় সময় নৃশংস হ'তে হয়, আর নারীর কেবল মায়া মমতা ?

কেতকী। হ্যাঁ, তা বৈকি।

কৃষ্ণা। আর এই না বল্‌ছিলে যে জতুগৃহ ঘিয়ে না ভিজুলে আগুন ভালো ধরে না।

কেতকী। দেখনি, হোমের সময় যত বেশী ঘি ঢালে তত বেশী জ্বলে।

কৃষ্ণা। তাতো জ্বল্‌বেই ; কাঠ ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে অনেকক্ষণ পরে একটুখানি জ্বলে ; কিন্তু ঘি একবারে দপ্ করে জ্বলে' লক্‌লকিয়ে ওঠে। অথচ ঘৃত নারীর মত পবিত্র, নারীর মত স্নিগ্ধ, তরল, নারীর মতই তুষ্টি পুষ্টি শান্তির সুরভিময় উপাদান।

কেতকী। তুমি কি বল্‌ছ আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি !

কৃষ্ণা। আমিও কি বল্‌ছি তা বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি। কিন্তু ভাব্‌ছি বারণাবতে জতুগৃহদাহের প্রতিশোধ, এক বিশালতর জতুগৃহ-দাহ ; আর তাতে ঘৃতের প্রয়োজন।

কেতকী। চল, এসময়ে আর এখানে থেকে কাজ নাই।

কৃষ্ণা। ঘৃতের প্রয়োজন, ঘৃতের প্রয়োজন ! এই খানিক আগেই বাবা আমাকে হোমের হবি বল্‌ছিলেন।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[নগর-উপকণ্ঠস্থ পথ।　কয়েকজন দ্বিজের প্রবেশ]

প্রথম। পিরথিমী পবিত্তির কত্তে বাম্‌ভণের ঘরে জরম গেরণ করেছি, এই ধন্যি বলে মনে করা উচিত ; আর বলে কিনা শাস্তর ঘাঁটা চাই, বিচার তক্কো কর্‌তে হবে, তবে বেশী বিদেয়।

দ্বিতীয়। আরে তক্কো কত্তে চায় আসুক তাই দেখা যাক্ ; মুষ্টিতক্ক, যষ্টিতক্ক, সবেতেই প্রস্তুত আছি, শাস্তর ছাড়া কি তক্ক নেই?

প্রথম। আরে লাস্তিক লাস্তিক, যে বাম্‌ভণের গোস্পদ ভগবান ভিশ্নু নারায়ণ বক্ষিতে ধারায়ণ ক'রে আছেন, সেই বাম্‌ভণের আবার শাস্তর পড়্‌বার আবিশ্যক কি?

তৃতীয়। ওহে, পণ্ডিতগুলোর মত মুরুখ্যু আর অত্যাতীয় নাস্তি ; ষাঁড়গুণো ন বুঝন্তি আমরা যে বেশী বিদ্যে চচ্চা ন করোতি, সে তাদের সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ। এই আমরা আছি, তাই তাদের বিদ্যেন্ পণ্ডিত ব'লে মান্যি আছে, বেশী বিদেয় পায়।

চতুর্থ। আরে বিদেয় বিদেয় ত কর্চ্ছি ; বিয়ে হলে তবে তো বিদেয় ; এ দিকে যে লক্ষ্যিভেদ। সে দস্যির কাজ তো চতুর্ব্বেদ পড়েও হবে না, আর নৈবিদ্যি উচ্ছুগ্যো কল্লেও সমর্পণ হবে না ; লক্ষ্যিভেদ হ'য়ে বিয়ে হবে তবেতো বিদেয় ব্যাবস্তা!

তৃতীয়। সমাগাতা কাতারে কাতারে নৃপাসম্বে, লক্ষ্যভেদে কুতো ভয়ঃ? প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে ভানুমতীস্বয়ম্বরে বব্বাড়ম্বরে লক্ষ্যভেদ ভবন্তি। কত রাজা আসন্তি, কেহ নাহি পারন্তি, দুর্য্যোধন দগ্ধবদন ; কর্ণ ধরোতি ধনুর্ব্বাণ, লক্ষ্য কাটি খান খান। ভানুমতী-পতি নিজে না ভাবতি, কুর্ব্বন্তি দুর্য্যোধনে নিজ কন্যাদান।

পঞ্চম। এখানে আমরা দাঁড়িয়ে করি বকর বকর বক্,
আর ওদিকে পাঁচজনে লুটে যাক্ পাওনা গণ্ডা হক্।

[দ্বিজগণের প্রস্থান]

[নাগরক, প্রতিষ্ক, চৌরগ্রাহী ও কয়েকজন রক্ষীর প্রবেশ]

নাগরক। প্রতিষ্ক!

প্রতিষ্ক। প্রভু।

নাগরক। চৌরগ্রাহী উপস্থিত আছে ?

প্রতিষ্ক। এই যে প্রভু সম্মুখে।

নাগরক। নতুন রক্ষী কয়জন উপস্থিত ?

রক্ষিগণ। উপোস্‌চিং।

নাগরক। রক্ষিগণ, তোমাদের কি কর্ত্তব্য জানো ?

রক্ষিগণ। আজ্ঞে হ্যাঁ জানি,এই নগরের কর্ত্তা ব'লে আমাদের বুঝতে হবে।

নাগরক। আর শান্তি রক্ষা কত্তে হবে।

রক্ষিগণ। দিন, কোথায় শান্তি আছে এনে দিন, আমরা রক্ষে কর্‌বো।

নাগরক। চৌরগ্রাহী, এদের ভালো ক'রে বুঝিয়ে দাও।

চৌর। এই উচ্ছবের সময় কোলাহল রোধ কত্তে হবে।

রক্ষিগণ। হবে, মোচ্ছবের সময় হলাহল রোদে দিতে হয় দোবো।

প্রতিষ্ক। আমি বল্‌ছি, আমি বল্‌ছি ;—দস্যু তস্কর প্রবঞ্চক শঠদের প্রতি দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে।

রক্ষিগণ। হ্যাঁ, দাসী ভাস্কর প্রভঞ্জন সট্‌কালে দিষ্টি দোবো।

চৌর। চোর দেখ্‌লেই ধর্‌বে।

রক্ষিগণ। যদি হাত ছিনিয়ে পালিয়ে যায় ?

চৌর। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। ভদ্দর লোকেরা কখন-ই চোরের সঙ্গ নেয় না।

চৌর। কিন্তু সাবধান, কেউ যেন চুপ করে বসে থেক না।

রক্ষিগণ। রামঃ! আমরা সে রকম মানুষ নয় চোরগ্রমশাই, কুড়ের মতন বসে থাক্‌বার ছেলে আমরা নই ; কিছু কাজ না থাকে, নিদেন ঘুমুবো।

১ম রক্ষী। কোনো দুষ্ট লোক যদি আমাদের দিকে তেড়ে আসে?

চোর। দু' দুটো করে পা আছে কিসের জন্যে? গর্দ্দভ! ভগবান দু' দুটো পা দেছেন কেন? একেবারে সটান দৌড় দেবে ; দৌড়তে জান না?

রক্ষী। জানিনি ঠাকুর এই দেখুন— [রক্ষীদের প্রস্থান]

নাগরক। বাঃ! বাঃ! রক্ষী যেন পক্ষী!

[নাগরকাদির প্রস্থান]

[চারণগণের প্রবেশ ও গীত]

পাঞ্চালনগরী চঞ্চল জন-কোলাহলে।
রাজ-সমাজ আজি বীর-সাজে আসে দলে দলে॥
শিবির-কলসে ঝলসে স্বর্ণ,
উল্লোল কেতন বিবিধ বর্ণ,
বাজে দামামা দগড়া দম্ফ তুরী ভেরী ঝাঁঝর ;—
রমণী রক্ষিতে ভুজে যার শক্তি,
কামিনী-কামনা করে তারে ভক্তি,
হীনবলে চক্ষে নারী নাহি লক্ষ্যে, রাখে দক্ষে বক্ষস্থলে॥

[কুন্তীসহ ব্রহ্মচারীবেশে পাণ্ডবচতুষ্টয়ের প্রবেশ]

কুন্তী। কোথাও বসে একটু বিশ্রাম করে নাও বাবা ; পথের শ্রমে বড়-ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

যুধিষ্ঠির। আর চিন্তা নাই মা, অই পাঞ্চাল-রাজধানী ছত্রাবতী নগরী।

কুন্তী। অজ্জ ব্যাসদেবের পরামর্শতেই একচক্রা ছেড়ে এখানে আসা ; ভিখারীর অনেকদিন এক জায়গায় থাক্‌তে নেই।

ভীম। ব্যবসা নরম পড়ে। ব্যাসদেব বেদসংহিত ক'রে জগতের অশেষ উপকার করেছেন; এক্ষণে একখানি ভিক্ষাসংহিতা প্রণয়ণ ক'রে গেলে-ই আগতপ্রায় কলির সম্বর্দ্ধনার উপযুক্ত আয়োজন হয়।

কুন্তী। আহা, আমার অভিমানী ভীমের মনে ভিক্ষায় বড় ধিক্কার জন্মে গেছে।

ভীম। কিছু না মা কিছু না, সাধনাতেই সিদ্ধিলাভ। ভিক্ষা একটী পরাবিদ্যা, চৌষট্টি কলার উপর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পঁয়ষট্টি কলা হচ্ছে ভিক্ষা। প্রথম প্রথম হাত পাতবার সময় চেটোর কাছটা একটু কাঁপে বটে, কোনও রকমে বার দুচ্চার কাটিয়ে দিতে পাল্লেই এর মাহাত্ম্য ভাল ক'রে বোঝা যায়; তখন শাস্ত্র-ব্যবসায়, শস্ত্রব্যবসায়, বস্ত্রব্যবসায়, কৃষি, শিল্প, শ্রম, সব-ই পণ্ডশ্রম মনে হয়। যথার্থ স্বাধীনতা যে কি তা একমাত্র ভিখারীরা-ই বোঝে। মা, গদাধারী ভীম ছিল ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের একজন দেহরক্ষক ভৃত্য মাত্র, কিন্তু ঝুলিকাঁধে-ভীম সম্পূর্ণ স্বাধীন।

যুধিষ্ঠির। ভাই ;—

অর্জ্জুন। আশীর্ব্বাদ করো মা, যেন আমাদের যাত্রা সফল হয়!

কুন্তী। বাছা অর্জ্জুন, শ্রেষ্ঠ ভিক্ষালাভ কর।

নকুল। অই সহদেব আস্‌ছে। [সহদেবের প্রবেশ]

সহদেব। আর্য্য! অদূরে কুম্ভকার গৃহে অবস্থান নির্দ্দেশ করেছি—আসুন।

কুন্তী। চল বাছা।

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[প্রাসাদ-শুদ্ধান্ত-সংলগ্ন বৃক্ষবাটিকা]

কৃষ্ণার গীত

ত্যজি গিরিপুর ঐশ্বর্য্য প্রচুর
কেন শ্মশানবাসিনী হতে সাধ
হ'ল মা পরের ঘরে।
মায়ের মমতা পিতার আদর ভুলিলি অচেনা-অতিথিতরে ॥
ধুতুরার ফুলে কেন গাঁথি মালা,
পাগলে পরালি ওগো গিরিবালা,
ভিখারী-চরণে চিত হারায়ে বরিলি গৌরী যোগিবরে ॥
অন্নপূর্ণা-রূপে রেঁধে দিলি অন্ন,
কালী হ'ল বর্ণ পরসেবা জন্য,
ধন্য ধন্য ধন্য মেয়ে সৃষ্টিছাড়া, দাঁড়ালি খাঁড়া ধরে ;—
যার সনে সখ্য যেই তোর মোক্ষ সেই পতি-বক্ষোপরে ॥

কৃষ্ণা। জগজ্জননী আদ্যাশক্তি—তাঁরও বিয়ে! মেয়ে হ'লেই বিয়ে; বিয়ে না হ'লে মা হওয়া যায়না তাই মেয়েদের বিয়ে দেয়। মা আমার রাজার মেয়ে, এই বিশ্বের রাজরাজেশ্বরী, কিন্তু ভিখারীপতির ঘরে ভিখারিণী, আবার অসুরনাশিনী, সন্তানে অভয়দায়িনী ; এই মা-ইত' মা—মায়ের মতন মা!

[একটি অলঙ্কারের পেটিকাহস্তে কেতকীর ও পুষ্পাভরণাদি লইয়া বিম্বাধরা, বিপাশা, স্বর্ণরেখা প্রভৃতি সখিগণের প্রবেশ]

ওকি! আরো গয়না ?

কেতকী। সবগুলি পরানো হ'তে-না-হ'তেই যে মা তুমি লুকিয়ে পালিয়ে এসেছ ?

কৃষ্ণা। আমি বড় কুচ্ছিত—না কেতকী মা ?

বিম্বাধরা। কুচ্ছিত বইকি ! কই কে বলে, আসুক দেখি আমার সামনে ?

কৃষ্ণা। কুচ্ছিত না হ'লে তোমরা আমার সর্ব্বাঙ্গটা গয়নায় মুড়ে ফেল্‌তে চাচ্চো কেন ?

বিপাশা। আমাদের সাজিয়ে সুখ, তোমার সাজানো রূপ দেখে সুখ।

কৃষ্ণা। আর গয়নার বেঁধনে-বাঁধনে আমার অঙ্গ জরজর !

স্বর্ণরেখা। কেন, গয়না পর্‌লে তোমার কি কোনো সুখ হয় না ?

কৃষ্ণা। হয় না ! অলঙ্কার পল্লে'ই কেমন একটা অহঙ্কারের মজা পাওয়া যায়—তোমরা যদি সব সাম্‌নে থাকো !

বিম্বাধরা। আমাদের সাম্‌নে থাকবার আবশ্যক !

কৃষ্ণা। আমার আছে তোমার নেই, এইটুকু মনে করাইত' মানুষগিরির সুখ !

বিম্বাধরা। নাও, আজ এমন আমোদের দিন, আমরা কোথায় সাজাব-গোজাবো, নাচবো-গাইবো, না শাস্তর আরম্ভ হ'ল।

কৃষ্ণা। না বিম্ব, রাগ করোনা বোন্, ব্যঙ্গ করা আমার একটা রোগ। কি সাজে সাজালে বল সুখী হবে মন ?

সখিদের গীত

ভ্রমরের মালা চামরী চিকুরে
শেলুফুল-শোভা রচিব কবরী।
মালতীর হার জড়াব যতনে
　　　　সে-খোঁপা আবরি॥
মণিপদ্মরাগ জলদে বিজলী,
জ্বলিবে উজলি বেণী মাঝে মাঝে ;
কপোল-কমলে অলকা-ঝলক
লতায়ে লতায়ে দুলে দুলে সাজে ;

ল'য়ে গোরোচনা তিলকরচনা,
মিশায়ে কেশর-কুঙ্কুম-চন্দন-কস্তুরী।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে ঝলমল,
নাসার বেশর শ্রীমুখমণ্ডলে ;
তসর কঞ্চুলী মন্দ আন্দোলনে,
শতেশ্বরী হার জ্বলে মুক্তাফলে ;
কাঞ্চীমঞ্চে পঞ্চ কাঞ্চনের মালা
মেখলা করিয়া তোরে সাজাব পীবরী ॥
হীরকখচিত রজতউজল,
অলক্ত আরক্ত চরণে রাজিবে,
গুঁজরি পঞ্চম পাঁজর বাজিবে,—
সাজায়ে তোমারে রাজার কুমারী,
নেহারিব আঁখি ভরি ॥

কেতকী। এই ! এই সাজে সাজ্‌লে বর ভুল্‌বে ?

বিপাশা। ভুল্‌বে না ? বর ত' বর, বরের——

কেতকী। এইবার বিপাশা যা বল্‌তে যাচ্ছিল তা ঠিক। গয়নার জমকে বরের বাপের মন ভোলে বটে, কিন্তু বরের মত বরের মন কি গয়নায় ভোলে ?

বিম্বাধরা। বাঃ বাঃ ধাই মা ! এ গান কি আমাদের বাঁধা ? গান ত তুমিই বেঁধে দিয়েছ, এখন আবার খুঁত ধর্‌ছ ?

কেতকী। তোরা বল্‌লি একটা কনে-সাজাবার গান বাঁধ্‌তে, তাই বেঁধে দিলুম। রাজকুমারী কৃষ্ণার বিবাহে কি ওই সাধারণ গীত চলে !

স্বর্ণরেখা। তবে কি গান ভাল ?

কেতকী। বিবাহসংস্কার কি তাকি তোমাদের বোঝাইনি ? বিশেষ এদেশের বিবাহ ? বিবাহের প্রত্যেক কাজ, প্রত্যেক সাজ বুঝিয়ে

দেয়, যে বীর নয় তার বর হবার অধিকার নেই।

বিম্বাধরা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে মনে পড়েছে;—সেই ভাই, সেই শঙ্খের কঙ্কণ——

স্বর্ণরেখা। হ্যাঁ হ্যাঁ, বধূ-অঙ্গ-অলঙ্কার——

গীত

শঙ্খের কঙ্কন বধূ-অঙ্গ-অলঙ্কার।
অঙ্গনা-অধরে স্ফুরে শঙ্খের ফুৎকার॥
রাজসাজে অসি-ধর,
অশ্বোপরি বসে বর,
কুমারী বরশা-করে,
পরীক্ষা প্রতীক্ষা করে,
যোষাগণ ঘোষে রণ রক্ষা করে দ্বার;—
ভারতে আবহমান রণ অভিযান বিবাহ-ব্যাপার॥

কেতকী। মহারাজ যে-বিশাল ধনু নির্ম্মাণ করিয়েছেন, আর সেই লক্ষ্যের মৎস্য একেবারে চক্ষের দৃষ্টির বাইরে, এতে জয়ী হবার মত ধানুকী কে যে আছে তাই ভাব্‌ছি!

বিপাশা। কেন, ভীষ্ম, দ্রোণ——

কেতকী। ওমা তুই জানিস্‌নি! ভীষ্ম সেই ছেলেবেলা থেকে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে এ-জন্মে আমি বিবাহ কর্‌বো: না; তবে একান্ত-ই যদি করি, তা হলে বিপাশাসুন্দরী যদি দয়া ক'রে কোনোদিন জন্মগ্রহণ——

বিপাশা। উঁ—তা বই কি;—ভীষ্ম নিজে না বিয়ে করুন, লক্ষ্যভেদ ক'রে দুর্য্যোধনকে দ্রৌপদী দিলেও ত' দিতে পারেন,—

স্বর্ণরেখা। আর তোমার মুণ্ডপাত কর্ত্তে পারেন।

বিপাশা। কেন এমন ত' হয়—ভগদত্তরাজার বাড়ী কর্ণই ত' লক্ষ্যভেদ

ক'রে ভানুমতীকে পান, শেষে দুর্য্যোধনকে দিলেন।

স্বর্ণরেখা। অমন নিবেদিত সুধাধর, কুরুরাজ করে আদর। নিজের ক্ষমতায় কুলোলো না, বিয়ে করবেন বর, পরীক্ষা দেবেন প্রতিনিধি! এখন ভিক্ষে-করা-স্ত্রী হয়েছেন রাজরাণী!

কৃষ্ণা। স্বর্ণরেখা; এই মালা ছড়াটা একবার পরতো।

স্বর্ণ। কেন?

কৃষ্ণা। কেন! রাজকন্যার কথায় 'কেন' বল্‌তে তোমায় কে শিখিয়েছে?

স্বর্ণ। (সলাজে স্বর্ণহার কণ্ঠে ধারণ)

কৃষ্ণা। বেশ মানিয়েছে—এখন তোর কাছেই থাক্।

কেতকী। আজ যদি পাণ্ডবেরা বেঁচে থাক্‌তেন! হায়, আজ যদি ধনঞ্জয়—

কৃষ্ণা। (সচকিতে) তিনি কে?

কেতকী। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন; তাঁর আর একটি নাম ধনঞ্জয়।

কৃষ্ণা। তিনি এ-উপাধি কেমন করে পেয়েছিলেন?

কেতকী। সে বড় সুন্দর ইতিহাস, আর একদিন ভালো করে' শোনাব।

কৃষ্ণা। আর একদিন! আর একদিন কবে তোমায় পাবো ধাইমা? কোথায় পাবো মা তোমায় আমি?

কেতকী। কোথায় পাবে মা? আমি যে তোমার পিতার অন্নে পালিতা, এই রাজবাটীর সকল কন্যাকেই আমি শিক্ষা দিয়ে আস্‌ছি: তুমি আমায় কোথায় পাবে, সে কি কথা মা?

কৃষ্ণা। তোমরা যে আমায় বিদায় কোরে দিচ্ছ! বাবার-ও যে আমি দায় হয়ে উঠেছি—তাই তিনিও আমায় বিদায় কর্‌ছেন।

কেতকী। বালাই! বালাই! তুমি যাকে বিদায় বল্‌ছো, চিরকালই তো তা' হয়ে আস্‌ছে। তোমার মা-ও তো অন্যঘর থেকে

এখানে এসে এ-রাজ্যের রাজ্যেশ্বরী হয়েছেন। পিতৃগৃহে কন্যা স্নেহের পাত্রী মাত্র—ভর্ত্তৃগৃহে সে কর্ত্রী।

কৃষ্ণা। কার বাড়ী যাব মা—কোথায় যাব? এই যে সব বল্‌ছে কেউ নেই! সামান্য মল্লে-ও তো লক্ষ্যভেদ ধনুর্ভঙ্গ কত্তে পারে; কিন্তু ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, ধীর শান্ত—

কেতকী। তাইত সেই অর্জ্জুনের জন্য দুঃখ কচ্ছিলুম; কেমন কুলে শীলে শিক্ষায়—

কৃষ্ণা। বিম্বাধরা আয়, তোরা সবাই আয়, একটুও কাছছাড়া হোস্‌নি; যতক্ষণ পারি তোদের দেখি, তোদের ছুঁয়ে থাকি। ছেলেবেলা থেকে তোদের সঙ্গে খেলা করেছি গল্প করেছি হেসেছি কেঁদেছি ঝগড়া করেছি; তোরাও যে আমায় বোনের মত ভালো বেসেছিস্, আর তোদের দেখ্‌তে পাব না! লোকে বলে বিবাহে আহ্লাদ; ফুল ফুটে উঠ্‌ছে, আর তাকে গাছ থেকে ছিঁড়ে নিলে তাতেও ফুলের আহ্লাদ!

বিপাশা। আহ্লাদ বই কি কুমারী, যদি সে ফুল দেবতার পায়ে পূজায় যায়।

কৃষ্ণা। বেশী ফুল বিলাস-ব্যসনেই বাসি হয়ে যায়।

বিপাশা। এমন কোনো-কোনো ফুল আছে যাতে হাত বাড়াতে বিলাসী ভয় পায়; পদ্ম জবা অতসী অপরাজিতা। নীলকমলিনী তুমি, দেবতা-ও তোমায় অনেক খুঁজে তবে পায়! তোমায় কি কোরে পেতে হয় তা সামান্য মানুষ জানে না।

সখিগণের গীত

বাঁশী বাজালে মজেনা মোহিনী মন।
শুনি দুন্দুভির ধ্বনি নন্দিনী আনন্দে মগন॥

অঙ্গ না শিহরে পিকের ঝঙ্কারে,
উল্লাসে উছলে ধনুক-টঙ্কারে,
বীর হুহুঙ্কার—শঙ্কাহীনা পঙ্কজিনী-প্রাণবিনোদন ॥

চতুর্থ দৃশ্য

ছত্রাবতী নগরী—পল্লীমধ্যস্থ পথ

(পুলোম, হিরণ্য, মার্ত্তণ্ড, অবনী প্রভৃতি নাগরিকগণের প্রবেশ)

হিরণ্য। এই আজ নিয়ে একপক্ষ, আর প্রতিদিন গড়ে দশ দণ্ড কোরে ঘুরেছি, এখনও অৰ্দ্ধেক দেখা হয় নি ; এ শুধু বাইরে বাইরে. একটা মণ্ডপ কি পট্টবাসের ভেতরও প্রবেশ কত্তে পারিনি।

পুলোম। ভেতরে প্রবেশ কি ইচ্ছে কল্লেই কত্তে পাত্তে মনে করেছ নাকি? ঐ যে দাসীপুত্র কুম্ভোদর নাগরক আছেন, ওঁর শিষ্টাচারের জ্বালায় কোন-ও শান্তলোক সাধারণ উৎসবাদি দেখ্‌তে যেতে ইচ্ছে-ই করে না ; আমি একদিন গিয়ে একটা চরের আচরণ দেখে আর ওমুখো হইনি।

মার্ত্তণ্ড। ওহে, একটা জনশ্রুতি শুন্‌ছি, ওরা পাঁচভাই নাকি বেঁচে আছে।

পুলোম। কারা ?

মার্ত্তণ্ড। চেঁচাও কেন? কারা বুঝতে পাচ্ছ না? দুর্য্যোধন দুঃশাসন কর্ণ সব এখানে এসে জুটেছে ; নাম করি—আর শেষ একটা রক্তারক্তি হয়ে যাক্।

(নাগরকের প্রবেশ)

নাগরক। রক্তারক্তি! কে রক্তারক্তি করে ?

হিরণ্য। নাগরক বাবা, এ সে রক্তারক্তি নয়, আসল নয়—এ বক্তৃতায় রক্তারক্তি।

নাগরক। বক্তৃতা! তোমরা কি বাক্‌জীব—ভাঁড়?

হিরণ্য। হ্যাঁ নাগরকবাবা, ভাঁড় বটে—তবে ফুটো, এক দিক দিয়ে জল ঢাল্‌লে আর একদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়।

নাগরক। জল থাইয়ে দিতে পারি এখনি—

মার্ত্তণ্ড। নিশ্চয় নিশ্চয়, আপনি না পারেন কি? স্বয়ং রাজা আপনার পূজোর যোগাড় না কোরে দিয়ে নিজে জলগ্রহণ করেন না।

নাগরক। যাও যাও, এখান থেকে চলে যাও। কোথায় থাকো? ঘরদ্বার বাস্তটাস্ত আছে?

মার্ত্তণ্ড। আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার কৃপায় আজ-ও আছে। এখন আসি—আপনার চতুষ্পদে—শ্রীবিষ্ণু—আপনার উচ্চপদে প্রণাম।

[নাগরিকগণের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

স্বয়ম্বরপুরী। পশ্চাতে দৃষ্ট—পুষ্পপত্রপতাকাকলসকেতনাদির দ্বারা সুসজ্জিত বিশাল চন্দ্রাতপ। ইতস্ততঃ স্থাপিত সমাগত নৃপগণের বস্ত্রাবাস। সম্মুখে মনোহর দারুলতা, ধারাযন্ত্র, পীঠবেদীআদি-বিশিষ্ট হরিৎভূমি।

(দ্বিজবেশে ভীমার্জ্জুনের প্রবেশ)

ভীম। শতগুণে শ্রেয়ঃ ছিল জতুগৃহে দেহের দহন;
জীবন বহন ভার, হেন হীনতায়!
সদর্পে সভায় ব'সে দুর্য্যোধনসর্প,
আমন্ত্রিত অভ্যাগত পূজিত সম্মানে,
মণিমুকুতার সজ্জা—

অর্জ্জুন। লজ্জাহীন, ধনু দেখি তনুশিহরণে,
ধনুখণ্ড আকর্ষিতে মুণ্ড ঘুরি—

ভীম। পার্থ! কেন ব্যর্থ মনেরে প্রবোধ?

ধর্ম্মরাজ ভিখারীর সাজে,
যাচক করঙ্ক করে দানপ্রত্যাশায় ;
এ-হতে লজ্জার দৃশ্য কিবা আছে বিশ্বে ?
একদা ভীষণ গদা ধরিত যে-হস্তে,
সে-হস্ত প্রসারে ভীম অন্নমুষ্টিতরে ;
এ-হতে লজ্জার ধ্বজা উড়েছে কোথায় ?
তর্জ্জন তর্জ্জনী-অগ্রে ছিল অর্জ্জুনের,
কুবের বিজয় করি ধনঞ্জয় নাম ;
নাম গোত্রহীন,
ভিক্ষাপাত্রকরে সে-ও আজ দ্বারের ভিখারী ;
অসহ্য এ-লজ্জা হায় লুকাব কোথায় ?
হায় লজ্জা নাই, লজ্জা নাই ঘৃণিত ভীমের চক্ষে ;
দিতেছি ভিক্ষার শিক্ষা অনুজ-যুগলে।
দেখেন কি মাদ্রীমাতা বসিয়া ত্রিদিবে,
তূণীরের স্থলে ঝুলি নকুলের কক্ষে,
সহদেব বক্ষে বহে ইন্ধনের কাষ্ঠ !

অর্জ্জুন। দেবচক্ষে দেখে দেবী পুত্রের সংযমশিক্ষা।
দীনতার হীনতা যার ঘটেনি জীবনে,
সে কিসে বুঝিবে ভাই দীনের বেদনা।
ইঙ্গিতে প্রাচুর্য্যে যার ভোজ্য-আয়োজন,
ক্ষুধা যার সুধাস্বাদ দেয়নি কদন্নে,
হা অন্ন হা অন্ন রবে কেন সে কাতর হবে !
অতন্দ্র শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে উপবাসে,
নরত্ব করিয়া শিক্ষা, দীক্ষিত রাজত্ব
উজলিতে যশে। সহ্যশক্তিশেল

লক্ষ্মণের বক্ষে সংযমপ্রভাবে।
শ্রমে ভ্রমি সারাদিন,
যে-আরামে নিদ্রা যাই আমা পঞ্চজন,
সে-সুখে বঞ্চেনা রাত্তি কভু দুর্য্যোধন ;
স্মৃতির তাড়না বাড়ে নিভৃত নিশায়।

ভীম। মনোরাজ্যে কে করে কি-কার্য্য,
তত্ত্ব তার রাখিনি কখনো।
আমার বিশ্বাস, পঞ্চ ভায়ে মোরা এক
পুরুষপ্রকাশ ; ধর্ম্মের আধার জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির,
সর্ব্ব কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করিতে সক্ষম।
আমি দেহমাত্র পাণ্ডবউদ্ভবে,
অস্থিপেশী সদা অভিলাষী শক্তির সঞ্চয়
করিবারে ব্যয়। বুদ্ধে বিচক্ষণ অনুজ দু'জন,
বিচার বিদ্যায় মূর্ত্ত অবতার
নকুল কি সহদেব।

অর্জ্জুন। আর কোনো গুণ নাই আছে এক ভাই,
অর্জ্জুন হয়েছে নাম অর্জ্জনে অক্ষম ব'লে।

ভীম। তুমি সর্ব্বগুণাধার সোদর আমার।
নরহংস তুমি বিষ্ণু-অংশে, জিষ্ণু
সংযমে সমরে, ধনঞ্জয় কাঞ্চন-অর্জ্জনে
পরপ্রয়োজনে ; শিষ্টাচারে তুষ্ট
করিবারে পারো সুরপতিসভা ;
কাব্যকলারসে পুলকিত চিত্ত,
নৃত্যগীতবাদ্য করেছ সুসাধ্য
অস্ত্রশিক্ষা-অবসরে। সর্ব্বাঙ্গে সৌন্দর্য্য,

স্থৈর্য্য-বীর্য্য-ধৈর্য্য, তুলনা-রহিত তব
মানবের মাঝে। তুমি পুরুষ পৌরুষে,
স্নেহগুণে নারী, মহত্ত্ব ক্লীবত্বে তব রমণীসমাজে।

অর্জ্জুন। স্নেহপক্ষপাতে চক্ষে দৃষ্টিভ্রম হয়,
এ-কথা প্রত্যয় করে লোকে চিরদিন।
কিন্তু কহ দেব সেবকে বুঝায়ে,
কি জন্য নগণ্য এত অকর্ম্মণ্য,
রাশি রাশি গুণ যার করিছ কল্পনা ?

ভীম। এ-অপূর্ব্ব যন্ত্র রয়েছে নিশ্চল
শক্তিমন্ত্রবিনা। ভার্য্যা বিনা কার্য্য কেবা
করাবে পুরুষে ? কার চোখে দেখিতে উল্লাস
বীরত্ব প্রকাশে সেনা সমর-প্রাঙ্গনে ?
অঙ্গনাভ্রূভঙ্গে রণরঙ্গে প্রাণবিসর্জ্জন
দিতে পারে পঙ্গুজন।
কাব্যের কল্পনা কবি-মনে জাগে
নয়নের আগে ফুটিলে জায়ার ছবি।
শোভে সিংহাসন, রূপসীআসন
যদি রয় নৃপসন্নিধানে।

অর্জ্জুন। এসেছি প্রবাসে ভিক্ষালাভআশে,
এ-দাসে কিসের জন্য এ-শিক্ষা এখন।
আর্য্য, অগ্রজের মনে ভার্য্যার গ্রহণে
যদি হয় অভিপ্রায়, এ-দাস সন্তুষ্ট তাহে।
আপনি মধ্যম উদ্যম করিলে
আশু সুসক্ষম সংসার পাতিতে।

ভীম। ভীমের ভুজের সৃষ্টি নহে আলিঙ্গন তরে ;

মাতঙ্গে পাড়িতে ভূমে যার অভিলাষ,
অনঙ্গের বশ কভু না হয় সে-জন।
নহে বিম্বাধর-লোভে,
হিড়িম্বের দম্ভ দর্পে করিবারে চূর্ণ,
হিড়িম্বার পাণি আমি করেছি গ্রহণ ;
রাক্ষসীহৃদয়ে নাই মানবীমহত্ত্ব।　　[শঙ্খধ্বনি]
ওই পুনঃ বাজে শঙ্খ ;
অঙ্কলক্ষ্মী দিতে উপহার ধৃষ্টদ্যুম্ন বার বার
ব্রাহ্মণে আহ্বান করে। চল সভাতলে,
নিজ ভুজবলে নোয়াইয়া ধনু করো লক্ষ্যভেদ,
লক্ষ্মীলাভ হউক তোমার ;
জ্বালাও মঙ্গলদীপ পাণ্ডবকুটীরে,
শান্তি পান কুন্তীমাতা মধুমুখী বধূদরশনে।
শুনি বরণের শঙ্খ ধ্বনি,
পটক্ষেপ করুন বিধাতা করঙ্ক-অঙ্কের শেষে,
আমা পঞ্চজনা জীবনের অভিনয়ে।

অর্জ্জুন। হায় ভ্রাতঃ—
বসি দ্বিজমাঝে হেঁটমুখে লাজে,
কি জ্বালায় জ্বলেছে হৃদয় কয়দিন আজ,
কি-ভাষে প্রকাশ করি বিনা অগ্নিময় দীর্ঘশ্বাস।
দপ্ ক'রে জ্বলে উঠে খধূপের প্রায়
বারে বারে যত বীর ধেয়ে গিয়ে কার্ম্মুকসম্মুখে
স্তিমিত তিমির সম লুঠেছে ভূতলে,
স্পন্দিত হ'য়েছে মম দক্ষবাহু ততবার—

ভীম। দারালাভ লক্ষণ প্রকাশি।

অর্জ্জুন। 　না—না ভীম। 　দেখনি কি মন্দুরায় বন্দী অশ্ব
অধীরপ্রশ্বাসে নেচে উঠে শুনি দুন্দুভির ধ্বনি ?
অর্জ্জুন-অন্তর প্রতিক্ষেপে উঠিয়াছে কেঁপে
দেখাইতে লক্ষলোকে শক্যতা করের ;
প্রভাব-প্রকাশ-ইচ্ছা নিন্দনীয় নয় ভাই সময়বিশেষে।

ভীম। 　বন্দনীয় বীরের বাসনা !

অর্জ্জুন। 　আর, লক্ষভেদে হব শক্য, ঐক্য হেথা
বাসনার সনে শকতি আমার। 　কিন্তু—
নীরদবরণা তন্বী লোচন উজ্জ্বল,
কবরী কুণ্ডলে বদ্ধ কৃষ্ণ কেশদল,
পদ্মের মাধুরীমাখা মুখের লাবণ্য,
গ্রীবার হেলনে জ্বলে রাজ্ঞীর গরিমা ;
যে-হস্ত অভ্যস্ত সদা আদেশপ্রদানে,
অনিবার্য্য তেজ তার কার্য্যপটুতায়।
হৃদয়-সাগর স্ফীত স্নেহমায়াপ্রেমে,
উচ্ছ্বাসতরঙ্গ তার সাক্ষ্য দেয় বক্ষে।
স্বাস্থ্যের অস্তিত্ব দীপ্ত প্রতি অঙ্গক্ষেপে,
বিসর্পিত দর্পশোভা বালার গমনে।
বিধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি উৎকৃষ্টা ভামিনী,
ধরায় দ্বিতীয়া দৃষ্টা নহে কোথা আর ;
পতি ব'লে প্রণমিবে এ-সতী কামিনী,
হেন নরোত্তম কই নারায়ণ বিনা !

ভীম। 　নর-নারায়ণ ব'লে আছে একজন
করেছি শ্রবণ ঋষিমুখে ; নহে
যোজন-অন্তরে সে-জন এখন।

না করিও ভয়, ধর্ম্মরাজ দিবেন সম্মতি ;
সে কারণ উচাটন নহি আমি ;
বিক্রমপ্রকাশে বাধা কি-হেতু দিবেন আর্য্য !
ছদ্মবেশ না হ'লে প্রকাশ,
বিবাদ করিবে কেবা ব্রাহ্মণের সনে।

অর্জ্জুন। হবে চমৎকার ভূলোক দ্যুলোক
অলক্ষ্য এ-লক্ষভেদ হেরি ;
বুঝিবে চাতুরী এই দ্বিজসাজ ;
চিনে লবে কৌরবসমাজ।

ভীম। গৌরব গৌরব ! ডাকে উচ্চরবে গৌরব তোমারে।
বাধিলে বিবাদ সাধপূর্ণ হবে হে আমার ;
গদা ব্যবহার করি নাই বকবধপরে।

অর্জ্জুন। হে কৃষ্ণ করুণাময়, দীনের আশ্রয়—
জয় পরাজয় তোমার ইচ্ছায় হয়।
কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মী আমি, কর্ম্মে মাত্র অধিকার,
ফলাফল বিচারের ভার নহে ত আমার।
কর্ম্ম করে আবাহন ক্ষত্রধর্ম্ম করিতে পালন ;
তাই নারায়ণ, তোমার চরণ করিয়ে স্মরণ,
স্বয়ম্বরস্থলে চলেছে অর্জ্জুন
রক্ষিতে শিক্ষার মান ; অন্তর্য্যামী তুমি,
জানো পার্থের অন্তর হতে স্বার্থ স্বতন্তর।
ওহে চক্রধর কৃষ্ণচন্দ্র, চক্ররন্ধ্রে দিও দরশন।

[ভীমার্জ্জুনের প্রস্থান]　　[মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি]

[বিরাট ও কীচক]　　[মধ্যে মধ্যে দূরে শঙ্খধ্বনি]

বিরাট। আবাহন ! আবাহন ! আবাহন—বিসর্জ্জন !

এই দীর্ঘদিন শুধু আবাহন বিসর্জ্জন !
না স্ফুরিল জয়োল্লাস শঙ্খমুখে বিংশতি দিবসে ;
সক্ষম না হ'ল কেহ লক্ষ্য বিঁধিবারে ।

কীচক । বিপরীত ধনুতনু যজ্ঞসেন ক'রেছে নির্ম্মাণ ;
বিশাল বিরাট ঠাট,
রণনাটে মাঠ-সুশোভন সজ্জা ;
প্রয়োগকালেতে কিন্তু কার্য্যে নাহি আসে ।
দ্রুপদের অভিপ্রায় ভালো বলে' মনে নাহি লয় ।

[শকুনির প্রবেশ]

কীচক । (শ্লেষোক্তি) জীবন্ত এখনও মোরা করহ' প্রত্যক্ষ,
তবে হেথা তব শুভাগম কিহেতু শকুনি ?

ছিল অচেতন দুর্য্যোধন ধনু-দরশনে,
বুঝি-বা নিঃশ্বাস তাঁর এসেছে নাসায় !

শকুনি । ভালের তিলক তুমি শ্যালকপ্রধান,
সম্বন্ধীর পরিহাসে আনন্দবর্দ্ধন ।

কীচক। বিশেষতঃ অন্ধ হ'লে ভগ্নীপতি গান্ধারের প্রেমে ।
বর্ণশ্রেষ্ঠ কর্ণগলে পাঞ্চালী কি দেছে মালা ?

শকুনি । স্বর্ণ শুধু শ্রেষ্ঠ নয় বর্ণের গৌরবে ।
সৌরভআধার পদ্ম ত্যজ্য নয়
পঙ্কজ বলিয়া । অঙ্গরাজ-অঙ্কলক্ষ্মী
হইবে পাঞ্চালী কিবা ভাগ্যফলে ?

সুতপুত্র ব'লে শিখণ্ডীর স্বসা
রসিকতা করেছে প্রকাশ ।

বিরাট । নারীরে সম্মান দিতে শিখিও শকুনি ;

নৃপের কুমার তুমি, বর্দ্ধিত সভায়।
কর্ণ মহাশয় পরীক্ষায় পরাজিত নয়,
শুনিয়া সন্তুষ্ট আমি।
যোত্র-যুক্ত ক্ষত্র কোথা আর
দ্রুপদে উদ্ধার করিতে এ-কন্যাদায়ে ?

শকুনি। অভীষ্ট করিতে সিদ্ধ ধৃষ্টদ্যুম্ন
করেছে প্রচার—"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য
শূদ্র নানাজাতি—যে বিঁধিবে লক্ষ্য,
তারে বরিবে দ্রৌপদী"। দুর্য্যোধনে
কন্যা দিতে করি অঙ্গীকার, দ্রোণগুরু
হোলো আগুসার, ব্রাহ্মণের মান
ভগবান কুক্ষণে করেনি রক্ষা।

কীচক। নাহি জাতির বিচার !
ক্ষত্রিয়কুমারী যারে তারে করিবে বরণ ?

বিরাট। ক্ষত্রকন্যা হবে ধন্যা পুরুষে বরিয়া।
সামর্থ্যে 'পুরুষ' বলি যার নাহি পরিচয়,
সমাজসৃজিত জাতি-গর্ব্ব সাজে না তাহার।
বিদ্যাহীনে না বলি ব্রাহ্মণ,
ক্ষত্রিয়চরিত্র বুঝি বীরের আচারে ;
দস্যুরে ~~বলিয়া বৈশ্য~~ নাহি করি সম্বোধন।
হ'লে ভদ্রাচার, শূদ্র অধিকার
মন্দিরে সভায় বেদপাঠাগারে। [পুনশ্চ শঙ্খধ্বনি]

কীচক। এ কি—
ফিরেছে শঙ্খের সুর !

বিরাট। বিজয়ঘোষণা করে !

শকুনি। চাতুরী—চাতুরী, চাতুরী নিশ্চয়।
ভীষ্ম দ্রোণ দুর্য্যোধন বিফল প্রয়াস ;
কে ফেলে নিঃশ্বাস ধনুর্দ্ধর-মাঝে
দিতে লাজ বীরেন্দ্রসমাজে !

কীচক। বাড়ে কোলাহল।

বিরাট। "স্বস্তি স্বস্তি" উচ্চারিত দ্বিজরসনায়,
বুঝি কোনো ব্রাহ্মণ করেছে জয়—

শকুনি। কভু—কভু—কভু সম্ভব তা নয় ;
এখনি ঘুচাব সংশয়। [প্রস্থান]

কীচক। শুনি সিংহনাদ—

বিরাট। বাঁধে বা বিবাদ—
বর্ণদ্বেষে শেষে ঘটে গণ্ডগোল।

কীচক। কন্যা লয়ে কাড়াকাড়ি !
আশুবাড়ি উচিত গমন।

বিরাট। প্রজাপতি-স্থানে বুঝি আসে বা শমন। [উভয়ের প্রস্থান]
[যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ]

যুধি। কে বলে ব্রাহ্মণতেজ লুপ্ত ধরাতলে,
সুষুপ্ত কে বলে ব্রহ্ম দ্বিজের জীবনে !
উদ্দীপ্ত দ্বিজের দল অন্যায় আচারে ;
আজি উল্কাসম তেজে ছুটি
সশস্ত্র বিপক্ষমাঝে, কি-তেজ দেখালে লোকে
আত্মায় নিহিত শক্তি করি বাহুতে চালনা !
শ্রীকান্ত বচনে শান্ত এবে ক্ষত্রগণ।
ভাবি ছদ্মবেশ চক্ষুভেদ করে যদি কারো ;—

ক্লান্ত দেহ চাহিছে বিশ্রাম !
বসি ঐ বেদী' পরে। [বেদীর উপরে উপবেশন]
[দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি, বিরাট-আদির প্রবেশ]

শকুনি। লক্ষ তর্ক বিনা কভু বিবাহ না হয় ;
বিবাহে বিবাদ, এ-প্রবাদ আছে চিরদিন।
'দ'-য়েরে বিদায় দিয়ে আহ্বানিতে 'হ'
কলহকল্লোল করে মঙ্গলসূচনা।

দুর্য্যোধন। বিরক্ত করিছ কেন প্রলাপ-উক্তিতে ?

শকুনি। অবশ্য সম্ভব এই লক্ষ্যভেদে
থাকা কিছু গোপন রহস্য।
কিন্তু প্রকাশ্য এ-আক্রমণ,
বিক্রমে বিজয়--

দুর্য্যোধন। বিজয় ?

শকুনি। পরাক্রম দেখায়েছে ব্রাহ্মণ নিশ্চয়।

দুর্য্যোধন। (শ্লেষে) ভয়েতে কাতর যাহে
অতুলবিক্রম বীর মাতুল আমার !

শকুনি। শান্ত যদি না করিতেন শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ-উত্তম—

দুর্য্যোধন। হা ধিক্ ধিক্—পুরুষোত্তম !
পালিত গোয়ালা-অন্নে জাতিভ্রষ্ট কৃষ্ণ,
নবনীত-চৌর্য্যকার্য্যে বীর্য্যের ব্যাখান যার,
পুরুষ-উত্তম নাম তার মাতুলের মুখে !

শকুনি। বহুজনে দেয় কৃষ্ণে উৎকৃষ্ট উপাধি।

দুর্য্যোধন। উপাধি !
উপাধি বিক্রেয় পণ্য ইদানী দোকানে।
করে চাটুকারে গণিকারে "রাণী" সম্বোধন।

কৌরব-কৃপার যেই উপজীবী
জিহ্বা তার এত অসংযত !
মন্ত্রণা ভবন হয় যন্ত্রণা-আগার
অন্তরঙ্গজন তথা হ'লে বলবান।
মাতুল !
বাতুলের বৈদ্য আছে নিযুক্ত আমার।

কর্ণ। (একান্তে) ক্ষান্ত হও গান্ধারকুমার;
রাজেন্দ্র রাগান্ধ এবে বিবিধ কারণে।

দুর্য্যো। কর্ণ, কুক্ষণে করেছি যাত্রা এ-পাঞ্চালরাজ্যে,
জ্বলে যায় মন আজিকার কাণ্ড দেখে ;
একে ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তা ব'লে অহঙ্কারে মত্ত দ্বিজ,
যজ্ঞে অর্ঘ্য দেয়,তাই তেজে গ্রাহ্য নাহি রাজরাজেশ্বরে।
হয়ে অস্ত্রবলে বলীয়ান্ পুনঃ যদি
ক্ষত্রব্যবহার করে অধিকার,
স্বয়ম্বর-আদি-স্থলে হয় প্রতিদ্বন্দ্বী,
ক্ষত্রিয়ের অস্তিত্বের কিবা রবে প্রয়োজন ?

কর্ণ। বিনা দ্রোণাচার্য্য আশ্চর্য্য এ-অস্ত্রশিক্ষা
জানে কোন্ জন ? ভ্রাম্যমান ভিখারী ব্রাহ্মণ
এ-কৌশল কোথায় শিখিল ?
ব্রহ্মচর্য্যে সহ্যশক্তি বাড়ে কি দেহের !
গোপনেতে কোনো আপনার জনে
গুরু-বা করেছে শিষ্য ?

দুর্য্যো। আর কৃষ্ণ—অদৃষ্টের ফলে চলেছে কেশব নাম,
যাদব হয়েছে সদ্য রাধার মাধব ;
বহিত নন্দের বাধা,

হায় সেই কৃষ্ণ বৃষ্ণি-বংশ-কেতু !
কি-হেতু তাহার বাক্যে সবে হ'ল ঐক্য,
শান্ত হ'লো ক্ষান্ত দিয়া রণে ;
বুঝি মোক্ষ পাবে মূর্খ সবে পূজি গোপীনাথে !

বিরাট। সাধু সাধু দুর্য্যোধন !

দুর্য্যোধন। কী !

বিরাট। কৃষ্ণেরে চিনেছ তুমি একা এ-ভারতভূমে ;
মোক্ষ বই দক্ষ নয় কিছু দিতে আর।
ব্রজের গোপাল কপাল কি করেছে এমন !

দুর্য্যো। লক্ষ্যভেদে পক্ষপাত নিশ্চয় লুকানো আছে—

কর্ণ। নহে ব্যর্থ হয় দ্রোণশর ?
আমারে না দিলে অবসর
শরাসন করিতে ধারণ। করেনি বারণ
আসিবারে শিখণ্ডীরে ভীষ্মের সম্মুখে।
নিঃসন্দ চাতুরীগন্ধ আছে এ-ব্যাপারে।
সখা, স্মৃতিরেখা মাত্র এর মুছে ফেল মনে।
ভানুমতী-পদে দাসী হইবে দ্রৌপদী
এতো ভাগ্য করিয়াছে কবে ?
শত শত জয়পত্র গাঁথা ছত্রতলে যার,
একমাত্র পরাজয় গ্রাহ্য নয় তার।
(যুধিষ্ঠির অগ্রসর হইয়া)

যুধিষ্ঠির। ভাগ্যদোষে তোমা সম যোগ্যবীরসনে
হয়নি আমার সখ্য, কর্ণ।
কিন্তু মহাশয়, তব মহত্ত্বের পরিচয়
অবিদিত নহে মম। জীবন কৃতার্থ তব

স্বার্থবিসর্জ্জনে ; ভাণ্ডার কাণ্ডারশূন্য
দরিদ্র বরণে ; দান নহে ভাণ
যশোমান বৃদ্ধিহেতু ; অজ্ঞ আমি
উচ্চারিতে তোমা সম কৃতেজ্ঞর নাম।
কিন্তু হে আদর্শ পুরুষপ্রবর !
কেন অন্ধ আজি বিদ্বেষ ঈর্ষ্যায় !
অনুকরণের যোগ্য আচরণ যাঁর,
ছল তার শোভা নাহি পায় দলের কুশল তরে।
তোমার আদর্শ শুধু ধৈর্য্য বীর্য্য সাহসে নিঃশেষ নয় ;
ঈর্ষ্যাশূন্য উদারতা সত্যে অনুরক্তি, ভক্তি দেবদ্বিজে,
ভুজতেজে করে গরিষ্ঠতা অধিষ্ঠান।
অগ্রজ বলিয়া যাঁরে করিতে প্রণাম
স্বতঃ মম শির চায় হ'তে অবনত,
হীনমতি তাঁর ! বড় ব্যথা দেয়
এই ভিখারীর প্রাণে ! [প্রস্থান]
(কর্ণের নতমস্তকে অপসরণ)

দুর্য্যোধন। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ, যেথা যাই ব্রাহ্মণ কেবল। [প্রস্থান]

বিরাট। (আত্মগত)
ক্ষত্রকন্যা মালা দেয় ব্রাহ্মণের গলে,
ক্ষত্রিয়ে নমিতে চায় তেজস্বী ব্রাহ্মণ ;
বিবর্ণ কর্ণের মুখ—দীপ্ত সদা দর্পে,
নতশিরে লাজে ত্যজে রাজসন্নিধান !
ভ্রূকুটি কুটিল চক্ষে শকুনি চিন্তিত,
উন্মাদ পবন বহে দ্রুপদভবনে ! [বিরাটের প্রস্থান।

শকুনি ।　সত্য কথা, ন্যায্য কথা, অগ্রাহ্য তোমার ?
আমি উপজীবী কৌরব কৃপার !
দুর্দ্দান্ত বর্ব্বর বসে সীমান্ত-প্রদেশে,
ক্ষান্ত তারা ভারত-প্রবেশে,
কুণ্ঠিত লুণ্ঠনে, পিতার আদেশে মোর ।
নহি প্রতিনিধি ?　ক্ষুধার তাড়নে
প'ড়ে আছি দুয়ারেতে তোর, দুর্য্যোধন ?
ভালো, আজি হ'তে অন্যপথে চালাবো রথের গতি ;
বিট-সম্বাহকে করিব শিক্ষক শিখিবারে চাটুবাক্য ;
দেখিবে বাতুল-দৃষ্টি মাতুল-নয়নে !
গজমুণ্ড গণেশের মাতুলের দৃষ্টির প্রভাবে ।
কৃষ্ণরূপে বিষ্ণুর উদয় বসুধায় করিও সংশয় ;
কিন্তু শনি চরে ঘরে ঘরে মাতুল বা সমতুল
অন্য পরিচয়ে, অপ্রত্যয় করোনা কখনো ।　[শকুনির প্রস্থান]
[অর্জ্জুনের প্রবেশ]

অর্জ্জুন ।　কি প্রশান্ত কলেবর !
বিশ্বের মঙ্গলদীপ নয়ন উজ্জ্বল,
শ্রীকান্ত অধরে বাণী গভীর মধুর !
কেশববিহনে এ-সব রাজনে
প্রবোধবচনে আর কে করিত শান্ত ;
এ-বিপ্লবে শাসনে নাশনকার্য্য বাড়িত অধিক ।
কোথায় মধ্যম ? অধমের তরে মূর্ত্তিমান যমের সমান
অরিমাঝে ফিরিতে হেরেছি তাঁরে ।
অচিরাৎ অন্বেষণ প্রয়োজন ।　[গমনোদ্যত]
[পশ্চাৎ হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।]

[

শ্রীকৃষ্ণ। তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, ক্ষণং তিষ্ঠ, দ্বিজব্রুব!

অর্জ্জুন। (চমকিত) দ্বিজব্রুব! কোঽয়ং ব্রবীতি?

(দেখিয়া) পুরুষোত্তম!

[উভয়ে উভয়ের প্রতি স্থিরবিহ্বলদৃষ্টি]

শ্রীকৃষ্ণ। চিনেছি চিনেছি তোমারে হে ঋষি!

অন্তর যন্তর দিয়েছে ঝঙ্কার;

সুপ্তসুর উঠেছে বাজিয়া বহুযুগপরে।

একসত্ত্বা হয়ে দুইজন,

নরনারায়ণ তাপসের বেশে

অচল-প্রদেশে করেছি সাধনা কত কাল।

কালে পুনঃ আসা-যাওয়া বার-বার।

অতন্দ্র আমার ধর্ম্ম আবার ডেকেছে কর্ম্ম,

জন্ম তাই নিয়েছি ভূতলে।

যোগবলে শুনেছ আহ্বান,

তাই পৃথার উদরে পেয়ে পুণ্যস্থান,

কর্ম্মতরে নরজন্ম করেছ গ্রহণ।

তুমি আমি ভিন্ন নয়, করিবারে পাপক্ষয়,

যথা-ধর্ম্ম তথা-জয় করাতে প্রত্যয়,

উভয়ে উদয় ভূমে।

[অর্জ্জুন নিশ্চল স্থির নয়নে স্তিমিত দৃষ্টি—
অঙ্গে পুলককম্পন অর্জ্জুনের বক্ষ শ্রীকৃষ্ণের করদ্বারা স্পর্শ]

অর্জ্জুন। (ভাবাবেশে) শুনিয়াছি বৃন্দাবনে

নন্দের নন্দন নামে আনন্দ দিয়াছ বাল্যে;

চাপল্যেতে যশোমতী হয়ে অতি ব্যস্তমতি

সুতভাবে ভবদেবে করেছে বন্ধন।

শুনেছি রাখাল-সাজে,
ব্রজের বিপিনমাঝে, গোধনচারণ।
গোপনে গোপীর ঘরে, হরি তুমি চুরি ক'রে,
কপিরে খাওয়াতে ননী গণি চতুরালী।
শুনেছি অনেক রঙ্গ,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম অঙ্গ, ব্রজাঙ্গনাসঙ্গে
নৃত্যের তরঙ্গ তুলি নিশি-জাগরণ ;
অধরে বাঁশরী ধ'রে মধু আলাপন ।
জগৎ-মাতানো স্থর, পার হ'য়ে মর্ত্ত্যপুর,
ব্যোমরাজ্য করি আনন্দে স্পন্দিত,
সঙ্গীতে ইঙ্গিত দেছে আসিতে মিলনে—

শ্রীকৃষ্ণ। (কর্ণপ্রান্তে) অর্জ্জুন, অর্জ্জুন, অর্জ্জুন !

অর্জ্জুন। আঃ—না—হাঁ—
তুষার তুষার, কিছু নাহি আর—
শৈলমালা—জলদ মেখলা—শ্যামা বসুমতী,
তরু গিরি সলিল প্রান্তর—

শ্রীকৃষ্ণ। পাঞ্চাল নগর—স্বয়ম্বর।

অর্জ্জুন। একি বিশ্বম্ভর, একি দশা করিলে আমার !

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি বিজয়ী ভুবনে আজ।
দেখে লক্ষ্যভেদ ক্ষত্রিয়সমাজ মেনেছে বিস্ময়;
হয় পাণ্ডবের জয়গান দ্বিজ-রসনায়।

অর্জ্জুন। পাণ্ডবের জয় !

শ্রীকৃষ্ণ। কতক্ষণ রহে অগ্নি ভস্মের ভিতর ?
যশের বাতাস দিয়াছে উড়ায়ে হীন আবরণ।
পাঞ্চালীর পাণি অর্জ্জুনের অধিকার জেনেছে সংসার।

অর্জ্জুন। অরুণ-উদয় হয় ইঙ্গিতে যাঁহার,
পাণ্ডবপ্রকাশ বুঝি তাঁহারি আভাসে।

শ্রীকৃষ্ণ। অন্য চারিজনে করি অন্বেষণ,
যেতে হবে মাতার সকাশে।

অর্জ্জুন। আজি হতে এ-অর্জ্জুন আজ্ঞাবর্ত্তী তব জনার্দ্দন।

শ্রীকৃষ্ণ। (গূঢ়ার্থে) কৃষ্ণ যে আমার নাম।

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্বয়ম্বর-গ্রামের অদূরবর্ত্তী পল্লীপথ

[বিপরীত দিক হইতে চেটী ও বৃদ্ধার প্রবেশ]

বৃদ্ধা। কোথা লো? কোথা লো? লাল ওড়্না দুলিয়ে ঠমক কোরে কোথায় যাচ্ছিস্? এ-সব কাপড় চোপড়, ঝুম্‌কো কাঁকণ রাজার বাড়ী পেলি না কি? ভিখিরী জামাই পেয়ে রাজা তো খরচ কচ্ছে দেখ্‌ছি খুব!

চেটী। ভিখিরী বৈ কি!

বৃদ্ধা। আর না হয় বামুন-ই হল,—হাত পাতলে তবে তো অন্ন!

চেটী। চুপ—চুপ, উমোমাসি চুপ; আমাদের নাগরককে তো চেনো না?

বৃদ্ধা। চিনিনি মুখপোড়াকে? মিন্‌সের পাহারাদের জ্বালায় লোকের চালে লাউ কুমড়ো থাকবার যো নেই। তার ভয়ে রাজকন্যের

বিয়ের কথা-ও কইবো না ? হ্যাঁলা কিনি, রাজবাড়ীর চাকরী ক'রে তুই আর কথায় কথায় আমায় নগর-নরক দেখাস্‌নি।

চেটী। ও মাসি, তুমি মান্যিগন্যি, তোমায় কি আমি অবগণ্যি কত্তে পারি ? বল্‌ছিলুম ভিখিরী টিখিরী বোলো না, যে নক্ষ্যিভেদ করেছেলো, সে বামুন নয় নিজে অজ্জুন।

বৃদ্ধা। ওমা অর্‌জুন আবার কি জাত্ গো ? তারা আপনারা ?

চেটী। এই দেখ মাসির কথা, অজ্জুন কি একটা জাত গা ; সে যে পাণ্ডবদের একজন।

বৃদ্ধা। নে মা পষ্ট করে বলিস্ তো বল্, আমি পাণ্ডবমাণ্ডব জানিনি।

চেটী। ওগো রাজার ছেলে গো রাজার ছেলে ; শোনোনি যাদের দুয্যোধন পুড়িয়ে মেরেছিল।

বৃদ্ধা। ওমা, সেই, সেই ! তা হোক্ বাপু অজ্জুন ; খাবার পরবার তো কিছু নেই, সেই দুজ্জোন্‌টা তো রাজ্যি-মাজ্যি সব কেড়ে নেছে।

চেটী। নিগ্‌গে মুখপোড়া। ওদের ভাগ্যি ফিরে গেছে ; ওই কেষ্ট গো কেষ্ট, ঐ যাদবদের গো ; ওরা তার পিসির ছেলে না ? সেই কেষ্ট ওদের এখ্‌নি কত সোনা রূপো হীরে মাণিক হাতী ঘোড়া গাই বলদ দিয়েছে।

বৃদ্ধা। ওমা, কেষ্ট এতো বড়মানুষ ! তবে লোকে ওকে ভগমান্ বলে কেন ?

চেটী। ওমা বল্‌বে না, ভগবানের কত ইশ্বজ্জি।

বৃদ্ধা। কোন্ কথাটা সত্যি বলে মান্‌বো মা ? কেউ বলে যে দীন দুঃখী গরীবে কেঁদে কেঁদে ডাক্‌লে ভগমান্ তাকে দেখে, আবার তুই বল্‌ছিস্ ভগমান বড়মানুষ ; (বড়লোক কোন্ কালে গরীবদের খোঁজ নেয় লা ?)

চেটী। তা মাসি, আমি কেমন করে জান্‌বো ? তবে কেষ্টর দেখ্‌ছি ও-গুণটী আছে।

বৃদ্ধা। হ্যাঁ, মানুষ ভালো বল্‌তে হবে বৈ কি ? তা হবেনা কেন ? মানুষ ত আমাদের গয়লার ঘরের-ই খেয়ে—ভব্যি শিখ্‌বে না ? তবে ভগমান্ যে বলে, ও-কথাটায় আমি পেত্যয় করিনি ; যাত্তারার দিন আমি কত রাজারাজড়াকে দেখেছি, তাকে-ও দেখেছি ; ওমা একটা ছোঁড়া ! আমার নাতি অতু বেঁচে থাক্‌লে ওর চেয়ে বড় হতো। (আর ভগমান যদি পাঁচ পোয়াতির আশীর্ব্বাদে আজ-ও বেঁচে থাকেন, তা হলে তাঁর ক'গণ্ডা বয়েস হয়েছে হিসেব করে বল্ দেখি ? এই ধর— আমার দিদিশাউড়ি বলতো তার বাপের বাপের বাপ-ও ভগমানের কথা জান্‌তো ; তা ছাড়া ভগমান দেখলে মানুষে উদ্ধার হয়ে যায় ; আমি-ও তো দেখেছি, কই এখন-ও তো উদ্ধার হইনি।)

চেটী। ও মাসি হয়েছিস্, নিজ্জস হয়েছিস্, শাস্তোরের কথা কি মিথ্যে হয় ?

বৃদ্ধা। তা বাছা তুমি ভালবেসে ভক্তি করে যাই বলো, কথাটা মেনে নিতে পাল্লুনা। উদ্ধার হলে তো লোকে চতুর্ভুজ হয় ; (আমার কপাল দিয়ে একটা শিংও বেরোয় নি, চতুর্ভুজ-তো চুলোয় যাক্।) ওমা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকে মচ্ছি ওদিকে স্যিয্যি যে মাথায় উঠ্‌লো।

চেটী। যাবে কোথা ?

বৃদ্ধা। শুনন্নু ঐ রাজবাড়ীতে সিদে বাঁট্‌ছে ; যাই একটা নিয়ে আসি, তবু দশদিনের সুসোর হবে ; তুইও আয় না, একটু বোলে টোলে দিবি, যাতে বেশী করে দেয়।

চেটী। ওমা, আমার কি মর্‌বার অবকাশ আছে! যাচ্ছি সেই কুমোর বাড়ী, যেখানে রাজকন্যে আছেন; আরো সব লোকজন আস্‌ছে তাঁকে নিতে।

বৃদ্ধা। তবে আয়।

[উভয়ের বিপরীত দিক দিয়া প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

ছত্রাবতী-নগরোপকণ্ঠ—কুলালগৃহ।

(কুটীর-মুখে উপবিষ্টা কুন্তীর অঙ্কে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক ভীম শায়িত)

ভীম। মা, কৃষ্ণ বড় না আমি বড়?

কুন্তী। (ঈষৎ হাস্যে) আমার কাছে তুমি-ই বড় বাছা।

ভীম। এই কোথাকার পাগ্‌লি দেখ, আমি কি তা বলছি! বয়েসের কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছি; আমি আগে জন্মেছি, না—

কুন্তী। তুমি কিছু বড় হবে; বসুদেবের ছেলেতে সেজোতে কাছাকাছি।

ভীম। মা মনে মনে গর্ব্ব করি, মস্ত বংশ জগজ্জোড়া পরিচয়, বড় বড় ঘরে সব কুটুম্ব; কিন্তু এত বয়েস হেলো কাকে-ও তো একবার 'আহা' বল্‌তে শুন্‌লুম না।

কুন্তী। কেন,—বাবা, ছোট ঠাকুর।

ভীম। ভীষ্ম ঠাকুরদাদা? হ্যাঁ আছেন বটে, ঐ মুখেই 'আহা', ধান দূর্ব্বার আশীর্ব্বাদ। আর বিদুর কাকা? নিজে-ও যেমন ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণ সেজেছেন আমাদের-ও তেমনি সাজিয়ে দিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে আছেন।

কুন্তী। আহা, বিষ্ণুপরায়ণ বিদুরদেবর আমাদের কৌরবকুলের গৌরব।

ভীম। কৌরব কৌরব করোনা মা, আমার গায়ের ভেতরটা জ্বলে ওঠে।

কুন্তী। আমি যে কৌরবকুলের বধূ বাবা!

ভীম। ঐ বধূ-টধু সম্পর্ক শত্রুরা ইচ্ছে করে ঘুচিয়ে দেছে ; এখন তুমি পাণ্ডবের মা ; পাণ্ডব—পাণ্ডব—পাণ্ডব! কৌরব নাম লুপ্ত হবে, পাণ্ডব নাম চিরদিন উজ্জ্বল থাকবে, এই আমি চাই।

কুন্তী। বলতে নেই বাছা, বলতে নাই ; আমার শ্বশুরের বংশ। পূর্ব্ব-পুরুষেরা তোমাদের-ও যেমন পিণ্ড প্রত্যাশা করেন, তাদের-ও তেমনি করেন।

ভীম। আর আমাদের খাবারে বিষ মিশিয়ে দিলে, সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলে, পূর্ব্বপুরুষরা ইন্দ্রের সভায় নৃত্য কত্তে থাকেন, না?

কুন্তী। পূর্ব্বপুরুষদের যদি শুভ ইচ্ছা না থাকতো, তা হলে কি আজ পাঞ্চালের কন্যা আমাদের ঘরে আস্‌তো? এই যে কৃষ্ণের স্নেহ, এ-ও তোমরা পূর্ব্বপুরুষদের পুণ্যে পেয়েছ।

ভীম। হ্যাঁ, এই কৃষ্ণের যে-কথা বলছো মা, তা খুব সত্য। অনেকে যে কেশবকে পুরুষোত্তম বলে, তা ঠিক। এইতো কত সব আত্মীয়লোক রয়েছেন ; আপনার মামা শল্য, তিনি-ও এক দিন ভুলে নকুল সহদেবের সংবাদ নেন না ; আর কৃষ্ণ তো মামাতো ভাই বই নয় ; তার ওপর সে-মামার বাড়ীর সঙ্গে তোমার জন্মাবধি এক রকম ছাড়াছাড়ি। এতে-ও কৃষ্ণ চিনতে পেরে, নিজে যেচে ভিখিরীদের ভাই বোলে প্রণাম করেছেন, কোলাকুলি করেছেন। এমন কৃষ্ণকে পুরুষোত্তম বল্‌বো না তো কাকে বল্‌বো!

[নন্দার প্রবেশ]

নন্দা। (নিম্নস্বরে) বউ! বউ! কোথায় গেল বাপু? কুয়োতলায় দেখলুম, রান্নাঘরে দেখলুম্। রাজকন্যা কিনা, কোথায় গাছে-মাছে গিয়ে বসে আছে। এখুনি দিদি দেখতে পেলে হাত-মুচ্ড়ে কেড়ে নেবে, তখন? আমার বাপু কিন্তু দোষ নেই, দু দুটো এনেছিলুম। দেখি একবার দখিনের ঘরে। বউ! বউ! [প্রস্থান]

কুন্তী। বউ কেমন, ভাল হয়েছে?

ভীম। দাঁত আছে মা, দাঁত আছে!

কুন্তী। দাঁত কিরে পাগল?

ভীম। দাঁত আর হাত, এ-দুটো যার নাই সে আবার মেয়েমানুষ কি? আপনার জনের জন্যে চাই লক্ষ্মীর মত রান্নার হাত, আর শত্রুর জন্যে চাই দংশাবার তরে নাগিনীর মত দাঁত। বারণাবত থেকে বনের মধ্যে দিয়ে আসবার সময় পেটের জ্বালায় যখন মৌচাকে খোঁচা দিয়ে মধু খেয়েছি, তখন দু'দশটা মৌমাছি এসে গায়ে হুল্ ফোটালে মধু যেন আমার আর-ও মিষ্টি লাগ্তো।

কুন্তী। রান্না খেলে কেমন?

ভীম। চমৎকার, বড় মিষ্টি। খাই আর মনে হয় যেন ছেলেবেলা থেকে-ই তোমার কাছে রান্না শিখেছে। উঃ, মা, মা—

পরশ্ব যদ্যপি কেহ সম্মুখে বলিত আসি,
মাতা হ'তে কোনো নারী রন্ধনে নিপুণা;
দু'করে গর্দ্দভ-কর্ণ মর্দ্দন করিয়া তার,
খেদায়ে দিতাম ঐ কাদার গাদার পারে।

কুন্তী। এইবার তো ভালো রান্নার লোক পেয়েছ, তবে আর আমায় আবশ্যক নাই?

ভীম। হুঁ হুঁ—বুঝেছি, বুঝেছি—মার মনে-মনে—একটু, কেমন—না মা—ওই একটু—

কুন্তী। কি একটু ?

ভীম। সে সহদেব কি অর্জ্জুন হলে বল্‌তে পারতো ; আমি কি অতো কথা জানি ? ওই একটু—হিংসা-ও না—রাগ-ও না—অভিমান-ও না—কেমন যেন ছেলে পর হয়ে যাবে-পর হয়ে যাবে—না মা ?

কুন্তী। দূর পাগল, তা বুঝি আমি ভাবি।

ভীম। ভাব ভাব—ও সব মায়ে-ই ভাবে। ঐ জন্য-ই তো আমি বিয়ে করবো না ঠিক করেছি। মা, আমি তোমায় পর কত্তে-ও পারবো না, তোমার পর হতে-ও পারবো না।

কুন্তী। তোমাদের পাঁচভায়ের মা হয়ে আমি বনে জঙ্গলে-ও রাজরাণী, গান্ধারীর চেয়ে-ও সুখী। মায়ের সন্তানের পিপাসা একটী মেয়ে কোলে না পেলে পুরোপুরি মেটে না। আমার বউ, বউ নয়—মেয়ে হবে।

ভীম। তা হলে মা তুমি মেয়ের মতন মেয়ে পেয়েছ।

[জলের কলসী কক্ষে পাঞ্চালী ও সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ ধুচুনি হাতে নন্দার প্রাঙ্গণ উত্তরণ]

নন্দা। তা বল্‌চি কিন্তু, জল রেখে তোমায় খেলতে হবে ; ধুচুনি বয়ে নিয়ে যাচ্ছি—হুঁঃ—অমনি-অমনি নয়। কত খুঁজে—খুঁজে—খুঁজে—

কৃষ্ণা। চুপ কর্‌না ; মা বোসে, দেখছিস্‌ না ? [প্রস্থান]

ভীম। ঐ যে-বধূটী কাল রাত্রে ঘোম্‌টা টেনে লক্ষ্মীটীর মত রান্না করেছেন, ওঁতে মা সেবা আছে, শক্তি আছে, ধৈর্য্য আছে, বুদ্ধি আছে ; পাঁচ ছেলের সব দোষগুলি ওঁতে আছে। আর

রূপটুপ আমি ততো বুঝিনি; একদিকে যেমন কৃষ্ণ আর এক দিকে তেমনি কৃষ্ণা। ওঃ দেখ্তে যদি মা স্বয়ম্বরসভায়,— কি তেজ! কর্ণ যখন ধনুকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন যে-ভাবে হাতখানা তুলে তোমার বউ বোলে উঠেছিল, যে আমি সূতপুত্রের গলায় কখন-ই মালা দোব না, তা তোমার ভীম-ও বোধ হয় তেমন করে বল্তে পার্তো না। আর সেই সময়ে কর্ণের মুখ যা হয়ে গিয়েছিল, তুমি যদি দেখ্তে মা;—

কুন্তী। (হস্তদ্বারা বক্ষস্থল চাপিয়া) উঃ!

ভীম। মা, মা—কি হল মা,—ওমা আমি কি বলেছি—কি বলেছি?
(কম্পিতকরে ইঙ্গিতে কুন্তীর 'না' জানানো)
বুকে কি হল মা?
[যুধিষ্ঠির সহ কৃষ্ণের প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির। মা—মা! ভীম—ভীম? কি হয়েছে কি হয়েছে?

ভীম। কথা কইতে কইতে মা কেন এমন হয়ে গেল?

শ্রীকৃষ্ণ। স্থির হও স্থির হও।
লয়ে যাও ধীরে ধীরে শয্যাঘরে মা-য়;
পরিচর্য্যা করিবেন পাঞ্চাল-কুমারী,
এখনি হবেন সুস্থা।
[যুধিষ্ঠির ও ভীমের স্কন্ধে ভর দিয়া কুন্তীর প্রস্থান।]
সুপ্ত কোনো গুপ্ত ব্যথা নিশ্চয় লুকানো আছে
পিতৃস্বসা প্রাণে; আকস্মিক জাগরণে তার,
হৃদয়-স্পন্দন হইয়া নিরুদ্ধ,
হেন দশাপ্রাপ্তি সহজে সম্ভব।
শুনিয়াছি বহুদিন পূর্ব্বে,
হস্তিনায় অস্ত্র পরীক্ষার কালে,

রঙ্গস্থলে কর্ণের প্রবেশে,
পট-অন্তরালে বিবর্ণা বিহ্বলা মোহে,
কুন্তীমাতা জ্ঞানহারা।
কারণ ইহার নির্দ্ধারণ প্রয়োজন,
চিন্তার বিষয়। [প্রস্থান]

[যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির। মর্ম্মব্যথা বাজিত পার্থের প্রাণে, উদাস রহিলে বসি,
বীরকর্ম্মে আবাহন ঘন ঘন করিয়া শ্রবণ
রঙ্গস্থলমাঝে ; আদেশ দিলাম তাই
লক্ষ্য বিন্ধিবারে। নন্দিত হইল হৃদি,
সোদর বন্দিত শুনি জয় জয় রবে।
দেখি মুগ্ধনেত্রে স্বয়ম্বরক্ষেত্রে,
চন্দন-কুসুম-পাত্র লয়ে নিজকরে,
দ্রুপদ-নন্দিনী মন্দ মন্দ হোলো অগ্রসর।
নিবদ্ধ কবরীপদ্মে নিবিড় কুন্তলদল,
অলকা-ঝলকে পুলকিত গণ্ডস্থল,
তমালদলাভ নীলতম কলেবর-কান্তি,
সমুজ্জ্বল নীলোৎপল নয়নেতে শান্তি।
ক্রীড়তে দৃঢ়তা স্ফুরিত অধরে,
সঞ্চরে মৃদু-মধু হাস্য আস্যপরে,
সন্তান-সুশান্তকরী স্তনযুগ উচ্চ'
বিপুল নিতম্বে লম্বিত লম্বনগুচ্ছ।
বিকশিত কোকনদ প্রতিপদগমনে,
ধীরা স্থিরা রিপুচয়দমনে।

কুসুমিতা সুধালতা বধূ মধুহাসিনী,
আসে কুটীরে ফুটিতে প্রাসাদ-বাসিনী ।
এবে বিলম্ব নাহিক আর হ'তে দিন ধার্য্য
শুভকার্য্যতরে। শুভকার্য্য—শুভকার্য্য,
সুনিশ্চয় শুভকার্য্য বিবাহ বিধান।
কিন্তু,—কেন এ-"কিন্তুর" চিন্তা অন্তরে প্রবেশে মোর,
নিতান্ত এ-সুখের ব্যাপারে ?
হায়, সহোদর হয় পর দারা এলে ঘরে ;
বধূর মুখের মধু সুস্বাদু অধিক,
মাতার মমতা হ'তে ;
স্বামী নাম আমিত্বে করে গুরুত্ব আরোপ ;
হায়, বঞ্চিত হব কি আমি অর্জ্জুনের প্রেমে !
ভালবাসে ভাইগুলি অটল বিশ্বাসে
জ্যেষ্ঠ বলি' যুধিষ্ঠিরে ;
কষ্টের জীবন-দৈন্যে সুমিষ্ট সম্পত্তি।

[অর্জ্জুনের প্রবেশ]

অর্জ্জুন। আহা একাকী !
একাকী থাকা কি সাজে ধর্ম্মরাজে,
রাজ-অনুচরে যিনি রবেন বেষ্টিত !
ভিক্ষা-অন্বেষণে অন্যমন থাকি সবে,
নীরবে নিভৃতে আর্য্য তব কালক্ষয়,
নির্জ্জনতা দুশ্চিন্তার মন্ত্রণা-ভবন।

যুধিষ্ঠির। যাও নাই নগর-ভ্রমণে ?

অর্জ্জুন। মধ্যম-চরণে ভিক্ষা নিছি অবসর।

যুধিষ্ঠির। ক্লিষ্ট আছ কালিকার শ্রমে।
ম্লান মুখ! গ্লানিবোধ করিছ কি দেহে?

অর্জ্জুন। আজি ভিক্ষা কিছু আছে মোর চরণে তোমার।
অর্জ্জুন-অর্জ্জিত ধন করিয়া গ্রহণ,
ভাসান অনুজে আজি সুখের সাগরে।

যুধিষ্ঠির। ভিক্ষাশ্রমভার আনন্দে নিয়েছ স্কন্ধে
চারিজনে ভাই, আমি করি
আলস্যে বসিয়া মাত্র উদর পূরণ।

অর্জ্জুন। পাঞ্চাল প্রবেশকালে যবে
নমিনু জননী-পা-য়, হয় কি স্মরণ—
"শ্রেষ্ঠভিক্ষা লভ"—এই আশিস্ বচন
করিলেন মাতা উচ্চারণ?
শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বিধাতার ধরায় রমণী,
ভিক্ষায় করেছে লাভ
স্নেহের অনুজ তব মাতৃ-আশীর্ব্বাদে।
হে পূজ্য, ভার্য্যাভাবে পাঞ্চালীরে করিয়া গ্রহণ,
রক্ষণের ভার তার করুন বহন।

যুধিষ্ঠির। অর্জ্জুন! অর্জ্জুন!

অর্জ্জুন। যুধিষ্ঠির-রোষে ভস্ম হবে দাস, দয়াময়!

যুধিষ্ঠির। রোষ! সর্ব্বত্যাগী আশুতোষ
আপনি সমর্থ নয় যে-বৃত্তিদমনে,
সেই আত্মবিসর্জ্জন
হাসি-হাসি মুখে আসি করিছ প্রস্তাব!

অর্জ্জুন। আশ্চর্য্য কি-হেতু আর্য্য প্রস্তাবে আমার?
কোন্ মূঢ় অনূঢ় অগ্রজে রাখি

আপনি বিবাহ করে ?

যুধিষ্ঠির। হিড়িম্বারে ভীম—

অর্জ্জুন। বেদের বিধানে ব্রাহ্মবিবাহ সে নয়,
অগ্নিসাক্ষী করি।
করিয়াছি লক্ষ্যভেদ তোমার আদেশে,
নহে দয়িতাগ্রহণ আশে।

যুধিষ্ঠির। শুন ভাই,
এ-বিবাহসূত্র করে পাণ্ডবের মঙ্গলসূচনা।
সমাজে বিবাহ-সম্বন্ধ
নহে দম্পতির সুখতরে মাত্র ;
কন্যার লাবণ্যভূষিত মুখ আর যৌতুক কৌতুক,
লক্ষ্য মাত্র নহে বৈবাহিক সম্বন্ধ-বন্ধনে।
কন্যাপুত্র আদান-প্রদানে
শৃঙ্খলিত দুইকুল ললিত বাঁধনে ;
কুটুম্বিতা-টানে নিকটেতে আনে
কুটুম্বের আত্মীয়-স্বজন।
তাই গৃহলক্ষ্মী-আগমনে
হয় সুরক্ষিত গৃহস্থ-আশ্রম,
সেনানী-বেষ্টিত সুদৃঢ় দুর্গের মত।

অর্জ্জুন। স্মৃতি যেন বলে, উপদেশ ছলে,
বিবাহ-তাৎপর্য্য শুনেছি আর্য্যের মুখে।

যুধিষ্ঠির বড় নিরাশ্রয় পঞ্চ ভাই মোরা ;
শুধু নিরাশ্রয় নয়,
বিষম বিদ্বেষী অরি, বলী ধনজনবলে,
দলনে ধ্বংসিতে চায় পাণ্ডবের বংশ।

দ্রুপদ-দুহিতা-পাণি গ্রহণ করিলে তুমি,
হবেন পাঞ্চাল-পতি সহায় তোমার—

অর্জ্জুন বসাতে দৌহিত্র-গোত্রে হস্তিনার ছত্রতলে।
মমতা জামাতা পরে কন্যার কারণ ;
দুহিতার দেবরে ভাসুরে, সোদর-শ্বশুর
কবে দেখে আদরের চক্ষে ?

[ব্যাসদ্বৈপায়নের প্রবেশ। উভয়ের অবনত মস্তকে প্রণাম]

ব্যাস। উন্নত ভূপতিশির আনত না হয়
কোনজন পায় ; মহর্ষি সন্ন্যাসী সাধু
বিনয় বুঝিয়া লয় প্রাণ-পরিচয়ে।

যুধিষ্ঠির। ভিক্ষার করঙ্ক-করে ;
মুকুট-মণ্ডিত নহে যুধিষ্ঠির-শির।

ব্যাস। কি আছে প্রভেদ স্বর্ণকার-গঠিত মুকুটে,
ললনার অলঙ্কারে আর ? ভক্তির কাঞ্চনে
প্রজাশক্তি রচে যে-কিরীট, মূল্য নাই তার।
পার্থ, কহ গিয়া কুন্তীমা-য়,
ত্বরায় আতিথ্য তাঁর করিব গ্রহণ।
এসেছেন ধৃষ্টদ্যুম্ন মম সাথে, স্বসার সাক্ষাৎহেতু।
অতিথি তোমার পার্থ, নূতন কুটুম্ব ;
ভগ্নীসহ আলাপন প্রয়োজন একান্ত নির্জ্জনে।

[অর্জ্জুনের প্রস্থান]

বড় চিন্তাকুল তুমি পাঞ্চালীরে লয়ে ?

যুধিষ্ঠির। অন্তর্য্যামী দেবতা আপনি।

ব্যাস। অন্তর্য্যামী জীব মাত্র,
যদি আত্মা হতে স্বতন্তর না করে অন্তর।

শুন ধর্ম্ম,
বিবাহবন্ধন সমাজগঠনহেতু ;
সাম্রাজ্যের সৃষ্টি সমাজরক্ষার তরে।
ধর্ম্মরাজ্য নহে যে-সাম্রাজ্য,
লয় তার বাঞ্ছনীয় সদা,
বিশেষতঃ ধর্ম্মক্ষেত্র এ-ভারতভূমে।
এ-পৃথিবী ঈশ্বরের প্রাসাদস্বরূপ,
সপ্তদ্বীপরূপ প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ভক্ত,
প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে কর্ম্ম হয় ভিন্ন ভিন্ন।
জম্বুদ্বীপ দেবালয় তাঁর ;
সুন্দর এ-দ্বীপ উপাসনা-মন্দির ধরার।
এ-দেশের অধিবাসী পায় পূজা-অধিকার
পূর্ব্বকর্ম্মফলে ; ব্যর্থশ্রমে নাহি দেয় মন
উদরপূরণহেতু। হেথা শ্যামলা মেদিনী
উৎপাদিনী শক্তি ধরে চমৎকার ;
খরধারা স্রোতস্বতী বহে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে
উর্ব্বরতা করিয়া প্রদান ; আছে বহু উপাদান
দেবসেবাপ্রয়োজন করিতে সাধন।
[অয়স শীসক তাম্র রজত কাঞ্চন,
আভরণ তরে মণি বিবিধ রতন,
রক্ষিত যতনে গুপ্ত-খনির ভিতর।
ফলফুল শস্য ওষধি ভেষজ,
সহজে সকলি প্রাপ্য সাধকের প্রয়োজন মত।
কীট ক্ষম ক্ষৌমবস্ত্র-সূত্ররচনায়।
কার্পাস শিমূল, লোম পশুকুল

দেয় নরে হাতে তুলি শীতের বারণ তরে।
দারু শৈল লৌহ চূর্ণাদি যোজক বস্তু,
প্রকৃতি আপন করে রেখেছে প্রস্তুত ক'রে,
মন্দির-অন্দরে সুন্দর সুন্দর কক্ষ করিত নির্ম্মাণ ।]
হেথা অশন বসন শয্যা সজ্জা ধন,
দেবোদ্দেশে অগ্রে ক'রে নিবেদন,
তবে লোক প্রসাদ ভুঞ্জিবে।
রঞ্জিতে নিজের মন কোনো ধন না করিবে ব্যবহার ;
সব দেবতার, তুমি-ও তাঁহার ;
দাস্যে তাঁর জীবন যাপন করি,
অন্তিমে ব্রহ্মের অংশ ব্রহ্মে হবে লীন।

যুধিষ্ঠির। সঙ্কলিত বেদ যাঁর প্রতিভা-প্রভায়,
দিতে জ্ঞানদান সাধারণ জনগণমাঝে,
পুরাণ সৃজন করেছেন যিনি,
সেই দেবদ্বৈপায়ন ব্যাস বিনা,
এ-তত্ত্ববিন্যাস কে করিতে পারে!
অমূল্য অক্ষয় ন্যাস,
দায়াদে-দায়াদে অবাধে করিবে ভোগ,
যতদিন রবে এ-পৃথিবী।

ব্যাস। হইয়াছে সেবা-অপরাধ ; বিষ্ণু-পাদপদ্ম ভুলে
অশিষ্ট আচারী অন্ধ ভারত-সন্তান।
[তাই দুষ্কৃতে দমন করি সাধুজনে দিতে পরিত্রাণ,
ভগবান ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপন,
করিছেন অবস্থান পঞ্জরপিঞ্জরে কৃষ্ণপরিচয়ে ;
আকৃষ্ট সতত কৃষ্ণ দীনের ক্রন্দনে।

যুধিষ্ঠির। আহা, দীননাথ!

ব্যাস। দিতে রাজধর্ম্মশিক্ষা,
দীনতার দীক্ষা দেন ধর্ম্মপুত্রে ;
ভারতের ছত্রপতি হবে তুমি দুর্গতি করিতে দূর।

যুধিষ্ঠির। তুষ্ট দাস,
মাতারে কুটীরে যদি প্রতিষ্ঠা করিতে পারি।

ব্যাস। জন্মভূমি জননী তোমার,
প্রতিষ্ঠা তাঁহার দেবতা-অর্পিত ভার।

যুধিষ্ঠির। দেব, দাস আমি,
কৃষ্ণের ইচ্ছায় চালিত অদৃষ্ট মম ;
কৃষ্ণ বিনা পাণ্ডবের কে আছে কোথায় ?

ব্যাস। অখণ্ড পাণ্ডব চাই শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যে।

যুধিষ্ঠির। নহি কি অখণ্ড মোরা ?

ব্যাস। পতিত প্রান্তর প্রায় ঊষর নিষ্ফল ;
না বহিলে প্রবাহিনী রমণীরূপিণী,
কে করিবে শক্তি-সিক্ত ক্ষেত্র-মৃত্তিকায় ?

যুধিষ্ঠির। শক্তির আধার বটে নদী আর নারী ;
পিপাসাবারিণী জীবনদায়িনী ;
কিন্তু করে কূল-ভঙ্গ
তটিনীর গতি আর রূপের তরঙ্গ।

ব্যাস। নহে বালুকার রেণুচয় পাণ্ডবতনয়,
করে পতনের ভয়।
গ্রহণ গৃহিণীরূপে কর পঞ্চভাই
দ্রুপদের দুহিতায়।
অভিন্ন যে-পঞ্চজন বঞ্চনার কথা নয়,
প্রয়োগে প্রমাণ তার দেহ জগতের চক্ষে।

যুধিষ্ঠির। প্রভু! প্রভু!

[শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমের কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ]

ভীম। কিন্তু, ধর্ম্মরাজ-যোগ্যা নারী জন্মেছে কোথায়?
দ্বিতীয়া দ্রৌপদী নাহি ভুবন ভিতরে।

শ্রীকৃষ্ণ। শুধাও সম্মুখে তব ব্যাসদ্বৈপায়ন;
পুরাণপ্রসঙ্গ আর ভারতের
পূর্ব্ব ইতিহাস প্রকাশের ছলে,
সমাজ-আচার নীতি-ব্যবহার,
সঙ্কলিত যাঁর প্রতিভায়,—
সেই ব্যাসদেব করেছেন স্থির,
পঞ্চবীরে বীরাঙ্গনা করিবে বরণ।

ভীম। অশ্রুত অপূর্ব্ব কথা—অদ্ভুত বিধান!

যুধিষ্ঠির। অদ্ভুত প্রস্তাব! লোকাচার—

ব্যাস। ধিক্ লোকাচার!
লোকহিত শতগুণে শ্রেয়ঃ লোকাচার হ'তে।
লোকহিততরে লোকাতীত কার্য্য করে সাধুজন।
নহে সাধারণ নারী দ্রুপদকুমারী;
নহ সাধারণ তোমা পঞ্চজন;
লৌকিক বিধিতে বদ্ধ পাণ্ডব না রবে।
লোকহিত-নীতি ধর্ম্ম সনাতন;
লোকাচার প্রথা মাত্র প্রয়োজন বোধে।

ভীম। কিন্তু, কি বলিবে লোকে?

শ্রীকৃষ্ণ। অবাক করিতে লোকে পাণ্ডব-উদয়।

ভীম। হে কৃষ্ণ তোমারে করিতে তুষ্ট,
পারে বৃকোদর দুর্য্যোধনে করিতে আদর।

কিন্তু দারা গ্রহণের দায় নিতে নাহি চায়,
এ-বন্য বর্ব্বর। হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ,
এ-নির্ম্মম চক্ষে এসেছে মমতা,
পাঞ্চালীর মুখে দেখি চঞ্চলা-লক্ষণ।
পাথরে বহেছে জল, মরুতে ফুটেছে ফুল,
কিন্তু পূজাতরে, পূজাতরে,
দূর হ'তে অঞ্জলি অঞ্জলি ভ'রে দিতে নিবেদন।
ভোগ-আস্বাদন, বক্ষে আলিঙ্গন,—

শ্রীকৃষ্ণ। বিলাসীর অলস স্বপন!
ভার্য্যার পর্য্যঙ্ক নহে কলঙ্কের শয্যা।
বিবাহের শঙ্খরবে সংসার-আহবে
পুরুষে আহ্বান করে। এই গঙ্গাক্ষেত্রে
অনঙ্গ কামের নাম, দেহধামে নাহি তার স্থান।
লোকের সুখ্যাতি নিন্দা,—মূল্য কিবা তার?
ভ্রাতৃদ্বেষী দুর্য্যোধন, পূজ্য সে-ও ভোজ্য-বিতরণে।

ভীম। নিন্দা! নিন্দা!
ভীমের হৃদয়-সাধ শুনহে গোবিন্দ;
দ্রৌপদীর নিন্দা যদি শুনে এ-শ্রবণ,
শোণিত-প্লাবনে তবে ভাসাব ধরণী;
বক্রদৃষ্টে চাহে যদি কেহ পাঞ্চালীর পানে,
হৃদয়ের রক্তপানে শক্ত তার ভীম।

যুধিষ্ঠির। কিন্তু রাজার দুলালী দ্রুপদের বালা,
কেন চাবে মালা দিতে একাধিক বরে?
দীপ্তা তেজোময়ী মূর্ত্তি তাঁর,
হেরেছি বিস্ময়ে স্বয়ম্বরস্থলে।

ব্যাস। অস্থিমাংসধারী সাধারণ নারী
নহে দ্রুপদদুহিতা, বলিয়াছি আমি।
বিশ্বপ্রেমে পূর্ণ তাঁর হৃদয়মন্দির,
পুরুষউত্তম নিত্য তথা করেন বিহার
মানব-মোদন উদ্বোধন তরে।
গর্ব্বেতে পার্ব্বতী যেন ; জীবের শিবের তরে
সর্ব্বমঙ্গলারূপিণী।
পঞ্চগলে পঞ্চমালা দোলাইয়া সাধে,
পঞ্চাননে বরণ করেন গৌরী ;
উপবাসী কাশীনাথ পঞ্চমুখে
করে দুঃখ-নিবেদন অন্নদা-মন্দিরে ;
পঞ্চমুখে সুখে অন্ন তুলে দেন হৈমবতী।
পঞ্চমুখে উপদেশ মহেশ্বর উমারে করেন দান ;
বিশ্বপ্রেম-সুধাধারা পঞ্চমুখ হ'তে
শ্রবণ বিবরে মধুস্বরে প্রবেশে মাতার।
পঞ্চের প্রপঞ্চ জগতের রঙ্গমঞ্চ এই,
পঞ্চভূতে মিশি গড়ে দেব-ঋষি ;
পঞ্চের প্রভাবে দানব মানব,
জীব অন্য অন্য দেহ ধরে ভিন্ন ভিন্ন।
কেহ নহে একা, সব পঞ্চমাখা,
প্রচ্ছন্ন এ-পঞ্চভূতে এক ভূতপতি।

যুধিষ্ঠির। কিন্তু জনক জননী তাঁর—

ব্যাস। বার বার মুখ ভার, বার বার লোকাচার,
শেষেতে স্বীকার আমার-ই মতে।
শুধু কি স্বীকার? অন্তর বিকার-শূন্য।

আনন্দেতে গদগদ বলিল দ্রুপদ—
"ধন্য ধন্য আমি পাণ্ডবে জামাতা ক'রে,
সাতপুত্র আজি মম শিখণ্ডীর সনে ;
দেখি—ধর্ম্মরণে বর্ম্ম পরি
কেবা হয় আগুয়ান পাঞ্চালপ্রদেশে আর ?
দেখি—পিতৃহীন পঞ্চভা'য়ে করিতে বঞ্চিত,
সঞ্চিত রেখেছে কতই কুচক্র,
এই নক্ররূপী দুর্য্যোধন কৌরবের কুলে !

শ্রীকৃষ্ণ। শব্দং ব্রহ্ম —ঋষির সিদ্ধান্ত ;
প্রত্যক্ষ করিনু লক্ষ্য বাক্যশক্তি আজি।
অদ্ভুত এ বাক্‌শক্তি তব, অবাক্ হইয়া আমি
করিতে করিতে কর্ণে আগ্রহে গ্রহণ,
ইন্দ্রজাল মুগ্ধপ্রায় হয়েছি স্তম্ভিত।
নূতন আলোক যেন ফুটিয়াছে চক্ষে ;
ধর্ম্মরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা বিনা কিছু নাহি আর ;
অসার সংসারে ধর্ম্ম বিনা কর্ম্ম নাহি কিছু।
ঋষি দ্বৈপায়ন,—কার্য্য আছে মম,
কৌরবে সংবাদ দিতে পাণ্ডব-উদয় কথা।
এসো ভীম। [শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমের প্রস্থান।]

ব্যাস। কার্য্য, কার্য্য, কার্য্য ;—
অকার্য্য যা' দেবকার্য্য নয়।
কার্য্য মাত্র করিবে মানব ;
ফল-সমর্পণ জগন্নাথদ্বারে।
বীজের বপনকার্য্য করে বৃক্ষজীবী,
সলিল-সেচন-আদি পরিচর্য্যাভার,
ন্যস্ত তার হাতে।

কিন্তু ফলে নাহি অধিকার ;
উদ্যানস্বামীর প্রাপ্য সেই উপভোগ্য ।

যুধিষ্ঠির। সত্য ! ভৃত্যের ধৃষ্টতা কেন অদৃষ্টের রহস্য ভেদিতে !
ওহে বসুদেব-পুত্র, তুমি সূত্রধর বিশ্বরঙ্গমঞ্চে ;
তব বাঁশরীর সুরে পলকে পালটে পট,
প্রবেশ প্রস্থান করে নটীনট,
তোমার যা' ইচ্ছা হয় করে অভিনয় ।
মোদন বেদন, হাসি কি রোদন,
ছদ্ম-আচ্ছাদনে তব রচনা বাঁধনে মেশে,
অঙ্গের বিন্যাস সনে রসনার ভাসে ।
নেপথ্য ইঙ্গিতে বিবিধ ভঙ্গীতে,
যন্ত্রের সমান খেলে লীলাপ্রয়োজনে ।
ভূতলে পুতলিপ্রায় খেলাবার তরে
রাখিয়াছ নরে ; সূত্র তব করে ;
রহি অন্তরালে চালাও ফিরাও তোমার ইচ্ছায় ।
আপনি অর্জ্জুন উদার অর্জ্জুন যে-প্রস্তাব—

ব্যাস। নাহম্, নাহম্, নাহম্,
বীজমন্ত্র অর্জ্জুনের ইষ্টের সাধনে !
ত্বংহি ত্বংহি ত্বংহি ধ্বনি স্পন্দিত যে পার্থের আত্মায় ।
পাঞ্চালের পুরোহিত কুমার সহিত—
[ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবেশ]
এই যে সম্মুখে দৃষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্ন,
চিরঞ্জীব পাঞ্চালকুমার ।

যুধিষ্ঠির। রাজার নন্দন !
কি সংবর্দ্ধনা করিব তোমার ভিখারীর ঘরে ?

ধৃষ্ট। ভ্রাতা সম্বোধনে করিলে সম্ভাষ,
উল্লাস বাড়িবে এই সম্বন্ধীর হৃদে।

ব্যাস। কুমার! কুমার! সফল তোমার কার্য্য?

ধৃষ্ট। "দুহিতার হিতাহিত পিতার সমান
কে জানে জগতে আর; ল'য়ে দেবকার্য্যভার,
জনম আমার, শুনেছি জনকমুখে।"
উত্তরেতে এই মাত্র কহিল পার্ষতী।

ব্যাস। হ'লে স্থির, যুধিষ্ঠির?
প্রস্তুত হইবে এস জানায়ে মাতায়। [সকলের প্রস্থান]

[কৃষ্ণা ও নন্দা প্রবেশান্তে]

নন্দা। হ্যাঁ বক্‌বে বৈকি? তুমি এইখেনে বোসো। দিদি যেন গড়েছে! আমি মাটী ছেনেছি, রঙ গুলেছি; এ-পুতুল দিদির-ও যেমনি তেমনি আমারো; হ্যাঁ বক্‌লেই হোল! তুমি নাও পুঁতুল দুটি। মা-টা খেয়ে-দেয়ে ঘুমুলে আমি এসে তোমার সঙ্গে খেলা কর্বো।

কৃষ্ণা। কখন খেলা কর্বো ভাই, আমি যে খানিক বাদেই চলে যাব।

নন্দা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার যে আজ ঘটা। ঐ যে এসেছে অনেক গয়নাগাঁটি পরে, ঝকমকে কাপড়, ঐ কি তোমার দাদা? তোমরা রাজারা ভাইকে কি দাদা বলো?

কৃষ্ণা। রাজারা কি মানুষ নয়?

নন্দা। বড়মানুষ যে; বড়মানুষরা কি মান্‌ষের মতন?

কৃষ্ণা। এই দিনতিনচারের ভেতর অনেকটা তোমার মতন মানুষ হতে শিখেছি।

নন্দা। থাকলে, তোমায় আরো কত খেলা শেখাতুম; তা তুমি ত' চলে যাবে! তাইত, আমার যে মন-কেমন করবে।

তুমি কেন এসেছিলে ?

কৃষ্ণা। আসায় কি দোষ হয়েছে ভাই ?

নন্দা। না না তা বল্‌ছিনি, তুমি না এলে কি আমি তোমায় দেখ্‌তে পেতুম। তোমরা অত বড় রাজা, আর আমরা গরীব কুমোরের মেয়ে। বল্‌ছিলুম, না আস্‌তে ত দেখতুম্ না ; এসেছিলে, তাই এখন চলে গেলে মন-কেমন কর্‌বে ; তাই ভাব্‌ছি।

কৃষ্ণা। দেখা হবে আবার ; আমি লোক পাঠিয়ে তোমায় নিয়ে যাব।

নন্দা। তোমার ঘটার বে দেখতে—সেই সময় ?

কৃষ্ণা। তোমার কি বিয়ে দেখ্‌তে ইচ্ছে করে ?

নন্দা। ওমা করে না ? আমি দিদির বে, পিসিমার বে, মা'র বে—কারুর বে দেখিনি। বে দেখে রাখ্‌লে তবু আমার বে কর্‌বার সময় ভয় করবে না। আচ্ছা, পাঁচজন ঠাকুর-ই তোমার বর হবে ?

কৃষ্ণা। কেন, তাতে কি ?

নন্দা। না, কি আবার ? তোমরা রাজা, বড়মানুষ ; আমাদের মতন কি, যে একএকটা বর ?

কৃষ্ণা। তোমার একটি খুব ভালো বর হবে।

নন্দা। আচ্ছা, পাঁচটি বর হলে বেশ, না ? পাঁচজনে-ই আদর ক'র্‌বে, পাঁচজনে পাঁচখানা গয়না দেবে, পাঁচজনে-ই পাঁচখানা কাপড় দেবে ; একজন জবা ফুলের রঙের, একজন অতসী, একজন কেশর ; সকালে একখানা, দুপুরে একখানা, কত রকম-ই পরবো ; বেশ, বেশ !

কৃষ্ণা। আর পাঁচজনকে যে সেবা কত্তে হবে !

নন্দা। তা কি ! একজনের জন্যে-ও রাঁধ্‌তে যতক্ষণ, পাঁচজনের জন্যে-ও

রাঁধতে ততক্ষণ। এই দিদি রাঁধেনা আমাদের সকলের জন্যে? সেই যে তোমার-ই তো ছড়া——

আমার আঁকসী-টানা পাকশালা ;
শুধু পাকশালা নয় টাঁকশালা ;
আবার ঐ খানেতে-ই বাক্‌শালা।
তাকে তাকে তাকে, ঝক্‌ঝকাচ্ছে বাসন,
পাটে পাটে পাটে, লটকানো সব আসন।
তৈজসে তৈজসে ঠাসা গন্ধ খন্দ কেশর,
রান্নার জন্যে পরেন কন্যে কামিখ্যের তসর।
দেখলে আমার অগ্নিকুণ্ড উন্নয়ন,
ওগো জুড়িয়ে যায় সবার নয়ন।
পরিষ্কার শুক্‌নো মেজে, চৌকি তাতে পাতা,
বসে বসে পরিতোষে নাড়ি হাঁড়ী হাতা। ওমা, বড়ঠাকুর আস্‌ছে, পালাই।

কৃষ্ণা। ভয় করে ?

নন্দা। ভয় কর্‌বে না ? ঠাকুর যে, সত্যিকার ঠাকুর, মাটির না !

[পলায়ন]

কৃষ্ণা। সৌম্য মূর্ত্তি ! প্রথম সাক্ষাৎ,—

[যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ]

করি প্রণিপাত।

যুধিষ্ঠির। ধর্ম্মের রক্ষণে সহায় আমার
করুন তোমারে নারায়ণ।
নবীনা অতিথি ! শক্তিহীন গৃহপতি
সমাদরে করে তোমা' সম্ভাষণ ;
নাহিক আসন এ-হৃদয় বই বসাতে তোমায়
কুলালের ঘরে, রাজার দুলালী !

মুহূর্ত্ত মহত্ত্ব তব করেছে প্রকাশ,
হাসির বিকাশে, মেঘাচ্ছন্ন পাণ্ডবের ভাগ্যাকাশে
আশার আলোক-রেখা আভাসে দেখায়ে।
প্রকৃতির মাতৃরূপ ধরে নারীকায়া ;
সেই মাতৃত্বের পুণ্যতীর্থে বহনের ভার,
পুরুষ স্বীকার করে পতিত্ব গ্রহণে।
ধৃষ্টতা যে যুধিষ্ঠির পক্ষে,
সুমিষ্ট প্রবোধে বলা কোনো অবলারে,
তোমার রক্ষণভার আমার উপর সতি !
ক্রিয়াহীন কর্ত্তা আজি আমি এ-জগতে ;
কর্ম্ম ভাই চারিজন ;
কর্ত্তা-কর্ম্মে করি যোগ, ক্রিয়া হ'য়ে তুমি,
সংসার-ধর্ম্মের মন্ত্র করিও রচনা।

[সীমন্তে সিন্দুর-বিন্দু প্রয়োগ]

কৃষ্ণা। আগুন নির্গুণ নয় কভু প্রভু,
ভস্ম তার বিরামের আবরণ ;
উত্তাপ-হরণ তেজ নিবারণ করেনাতো ছাই।
পবিত্র করিতে ঘর, অগ্নি মিত্র গৃহস্থের ;
শুনিয়াছি গুণবতী গৃহিণী যে, অগ্নি রক্ষা করে।

যুধিষ্ঠির। পাণ্ডবের মনাগুন নিভাইবে তুমি ;
পাণ্ডবের গুণাগুণ গ্রহণ সহন
স্বগুণে করিবে তুমি ;
পাণ্ডবের তেজের আগুন ফুৎকারে জ্বালিবে তুমি।
অপেক্ষায় আছে ভীমার্জ্জুন,—অনুজ দু'জন,
সমাদরে সম্ভাষণ করিতে তোমায়,
পাণ্ডবকুলের লক্ষ্মী !

[প্রস্থান]

কৃষ্ণা। [নেপথ্যে ভীমকে দেখিয়া]
আগ্নেয়পর্ব্বত নড়ে অন্তর-উত্তাপে।
[ভীমের প্রবেশ। কৃষ্ণার নমস্কার।]

ভীম। রাজ্যেশ্বরি ! কৃপার ভিখারী আমি ;
নমস্কার কর নারায়ণে।
প্রতি রাত্রে স্বপনের ঘোরে দেখি আমি,
আছি ছত্র ধ'রে যুধিষ্ঠির শিরে ;
সিংহাসন-বামে অনুপমা বামা,
সমুজ্জ্বলা সৌন্দর্য্যের প্রদীপ্ত কিরণে।
স্বপনে-ও সত্য কয় ভীমের অন্তর ;
সেই রাজ্যেশ্বরী আজি সম্মুখে আমার।

কৃষ্ণা। হিড়িম্ববিনাশী বীরে তোষে কি মানবীমুখ ?

ভীম। সোদরের সঙ্গ-দোষে রাক্ষস-আচার
শিখেছিল ভগ্নী তার ;
আত্মার উদ্ধার হইয়াছে নারীত্ব লভিয়ে।

কৃষ্ণা। (মৃদুহাস্যে) দেখিয়াছি ভুজবল অন্তরালে থাকি,
রঙ্গ-ক্ষেত্রে ক্ষত্র-অত্যাচার-কালে।

ভীম। বুদ্ধিশুদ্ধিহীন আমি পঞ্চ ভাই-মাঝে ;
উঠে পড়ে মন মুখের আগায়,
রাগায় যদ্যপি কেহ ; চিরদিন উৎপাত সহেন মাতা।
কথায় যদি-ও কিছু বোঝাতে না পারি,
জেনো দেবী, আছে বাহুদ্বয়, আর বক্ষ লৌহময় ;
আজ্ঞায় তোমার তারা উপাড়িবে গিরি, বাজ পেতে নেবে।
[বাম প্রকোষ্ঠে লৌহবলয়ারোপণ]

কৃষ্ণা। (সস্মিত হাস্যে) সেবিকা কি আজ্ঞা করে ?

ভীম। না, ইঙ্গিতে বুঝিতে হয় রাজ্ঞীর বাসনা। [প্রস্থান]

[নকুল ও সহদেবের প্রবেশ]

নকুল। শৈশবে জননীহারা ;
বিমাতার মমতায় বর্দ্ধিত শরীর ;—

সহদেব। স্নেহের কাঙাল দোঁহে ; দেখি নাই ভগ্নী কভু,
জানি না পত্নীর যত্ন ;
শিখাবে কি সতি ভালবাসিতে তোমায় ?

[উভয়ে উভয়করে শঙ্খবলয় স্থাপন]

কৃষ্ণা। অশ্রুমুখী শ্বশ্রুমাতা চিরস্নেহময়ী ;
স্তন-ক্ষীর-সনে তাঁর প্রবেশে প্রেমের ধারা
প্রাণেতে যাঁদের, অন্য শিক্ষা কিবা প্রয়োজন আর ?
শৈশবের মাতৃস্নেহ, সোদরা-আদর বাল্যে,
পত্নী-যত্নে পরিণত হইয়া যৌবনে,
পূর্ণ প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি পড়ে গিয়া ঈশ্বরচরণে।

সহদেব। স্মৃতির মন্দিরে পূজার আদরে,
রাখিব এ মধুউপদেশ। [নকুল-সহদেবের প্রস্থান]

কৃষ্ণা। সুন্দর সোদর দুটী।
আর,—আর কেহ করিবে না আদরে আহ্বান !

[অর্জ্জুনের প্রবেশ]

অর্জ্জুন। প্রতীক্ষায় দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
আসি আসি আসিতে না পারি ;— [কৃষ্ণা নমস্কারোন্থতা]
অভ্যাস আমার করি প্রতিনমস্কার,
নারী নোয়াইলে শির।

কৃষ্ণা। (সসম্ভ্রমে) না ! না !—

অর্জ্জুন। আসি আসি ভয় বাসি আসিতে না পারি ;
ভাসি আনন্দ-সাগরে, অশ্রুর আগার

ভিজে ওঠে বারবার! ধৃষ্টতা আমার,
করিলাম লক্ষভেদ বক্ষের আবেগে; অনুরাগে,
অযোগ্যতা যাজ্ঞসেনী-লাভে হয়নি স্মরণ।

কৃষ্ণা। (সস্মিতাধরে) ব্রাহ্মণের বেশে যে-দেবকুমার
করেছিল লক্ষ্যভেদ,
অলক্ষ্যে প্রত্যক্ষ হ'তে অন্তর্ধান এবে।
ক্ষত্রিয়-সমাজে কেহ নোয়াতে পারেনি ধনু।

অর্জ্জুন। ধাতুতে গঠিত হীন-মৎস্যচক্ষু মাত্র
লক্ষ্য যে-জনার,
যাজ্ঞসেনী-পাণি করিতে গ্রহণ
অযোগ্য সে-ক্ষীণপ্রাণ।
মানস-নয়নে লক্ষ্য নিক্ষেপিয়া ঊর্দ্ধে,—
ঊর্দ্ধে—ঊর্দ্ধে—ঊর্দ্ধে ততোধিক;
ভূলোকদ্যুলোকপারে গোলোকআলোকে,
কমলারে হেরি যাঁর অমলা তুলনা,
চিরাভীষ্টা সেই কৃষ্ণা দৃষ্টির দীপ্তিতে,
উত্তপ্ত করিয়া মম জীবনের শক্তি—

কৃষ্ণা। সভয়ে বিস্ময়ে আমি চাহিনি কাহারো পানে,
'জিতং জিতং' মাত্র শুনেছি আনন্দধ্বনি।

অর্জ্জুন। কি সৌভাগ্য ক'রেছে এই চিরভাগ্যহারা,
ফিরাবে নয়নতারা তার পানে তুমি,
লজ্জাবতী!

কৃষ্ণা। হয় ভয়, শুধাইতে পরিচয়।
শুনেছিনু হস্তিনায় ছিল এক মহাশয়,
কুবেরবিজয়কারী নাম ধনঞ্জয়;

কিন্তু নিজ প্রয়োজন তরে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ;
পাগল সে লোকালয়ে ;
দেবের সমাজে পা'ন দেবতার মান ;
শ্রীকৃষ্ণ ভাবেন তাঁরে নিজের সমান ;
তৃতীয় পাণ্ডব সেই অদ্বিতীয় নর ;
অন্ততঃ দর্পণে তাঁরে কি দেখেছেন চোখে ?

অর্জ্জুন। দর্পণ করেছি চূর্ণ বারণাবতের বাসে ;
মার্জ্জিত রজতে আর দেখিব না মুখ।
কৃপায় যদ্যপি কোনো বিম্বাধরা বালা,
এ মুখের প্রতিবিম্ব তাঁর হৃদয়-দর্পণে—

কৃষ্ণা। [ঈষৎ হাস্য] চিন্তা নাই, চিন্তা নাই ;
চিন্তামনি সহায় তোমার।
শঠ নটবর সেই গোপিকা-মোহন ;
ষোলশত শতদলে গাঁথা প্রেমমালা
গলায় দোলান যিনি ; রূপসীনিকরে
সখারে ঘেরিয়া তিনি দিবেন অচিরে ;
শতেক ষোড়শী মিলি আরসী ধরিবে খুলে।

অর্জ্জুন। উপেক্ষা তোমার প্রিয়,
পরকীয়া বিম্বাধরা সাদর চুম্বন হ'তে।
পাণ্ডবের রাজদণ্ড পাষণ্ডের গ্রাসে ;
বিনা আত্মত্যাগ স্বরাজ্যের হবে না উদ্ধার ;
ত্যাগমন্ত্রসাধনায় তুমি মম উত্তরসাধিকা !
[লজ্জাবস্ত্র পরাইতে পরাইতে]
কলহের কোলাহলে বিহ্বলা আছিলে বালা—

কৃষ্ণা। (মালা লইয়া) তাইতে তখনি গলে পরাতে পারিনি মালা।
[মাল্যদান]

অর্জ্জুন। রেখো অর্জ্জুনে স্মরণ।

কৃষ্ণা। পঞ্চের গৃহিণী আমি— [অর্জ্জুনের প্রস্থান]

কিন্তু প্রেয়সী তোমার প্রিয় !

[মাঙ্গল্যদ্রব্যাদি সহ পাঞ্চালপুরাঙ্গনাদের প্রবেশ]

গীত

পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে রাতি রাতি রাতি,
হবে তব আরতির আয়োজন।
পঞ্চপুষ্পে রচিত মালিকা ওলো সুলোচনা,
করিবে গলে ধারণ ॥
করিবে তোমার দ্বারে,
পূজা পঞ্চ-উপচারে,
পঞ্চ-উপাসকে করি প্রেম নিবেদন ॥
সংসার সুখেতে বঞ্চে,
যদি লো হৃদয়মঞ্চে,
যতনে বসায়ে পঞ্চে, প্রপঞ্চ ঘুচায়ে—
করে একে আকিঞ্চন ;
সঞ্চয়ে বঞ্চিত হবে না কিঞ্চিত,
যদি পঞ্চে ভাবে সতী পতিনিরঞ্জন ॥

পটক্ষেপ।

তৃতীয় অঙ্ক

কৌরবের মন্ত্রণাকক্ষ

ধৃতরাষ্ট্র। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ,—
কি বলো সঞ্জয় ?
কর্ণ, দ্রোণ, ভীষ্ম ;—হ্যাঁ, সঞ্জয়,
যদি দুর্য্যোধন নিজে নাহি হয় শক্য,
লক্ষ্যভেদে, মৎস্যচক্ষু পরশিতে শরে,
তাহ'লে হ্যাঁ সঞ্জয়, বলোনা,
কর্ণ না-হয় দ্রোণ,
ভীষ্ম-ত' অবশ্য হবেন বিজয়ী স্বয়ম্বরস্থলে।

সঞ্জয়। সম্ভব সম্ভব ;
ভারতের রাজগণমধ্যে সাধ্য কার,
হেন তিন ধনুর্দ্ধর বিদ্যমানে,
শরাসন করিতে গ্রহণ হবে সমুদ্যত !

ধৃত। আর এই তিনজন মাঝে যে হবে বিজয়ী,
দ্রুপদ-দুহিতা নিজে না করি গ্রহণ,
করিবেন সমর্পণ মম দুর্য্যোধন-করে।
কি বল সঞ্জয়, শ্যামাঙ্গী সে-কন্যা, কৃষ্ণা নাম তাই ;
আর বধূ-ভানুমতী রূপবতী,
কান্তি তাঁর রক্তিমপদ্মের প্রায় ;
তোমার কি বোধ হয় সঞ্জয় ?
পুত্র মম হবে প্রীত অতিশয়,
পদ্মরাগসনে নীলকান্তমণি
করি কণ্ঠেতে ধারণ।

সঞ্জয়। অপত্য-বাৎসল্য হেন তোমার সমান দেব,
কুত্রাপি না হয় দৃষ্ট।

ধৃত। অ—সঞ্জয়! অ—সঞ্জয়!
শুধু রূপ নয়; সৌন্দর্য্য অঙ্গের দু'দিনের রঙ্গ,
চর্ম্মচক্ষে করে যারা নর্ম্মের আদর।
পাঞ্চালকুলের কন্যা এলে কৌরবের ঘরে,
তুমি বুঝেছ সঞ্জয়, অবশ্য বুঝেছ;
সর্ব্বশাস্ত্রতত্ত্ব আছে বিদিত তোমার।

সঞ্জয়। প্রজ্ঞাচক্ষু সঙ্গে তুলনায়,
কিছুমাত্র নহে মম জ্ঞানের গৌরব।

ধৃত। বড়ই বিনয় তব,
বুঝেছি সঞ্জয়, বড়ই বিনয়।
সর্ব্বত্র বিজয়, সর্ব্বত্র বিজয়!
তুমি বুঝেছ নিশ্চয়।
কৌরব-পাঞ্চালে হ'লে
বৈবাহিকসূত্রে বদ্ধ মিত্রতা-বন্ধনে,
হাঃ হাঃ হাঃ—হাঃ।
সঞ্জয়, বুঝিয়াছি তব অন্তরের অভিপ্রায়,
সর্ব্বত্র বিজয়, সর্ব্বত্র বিজয়;
পদানত ভারতের রাজা সমুদয়।
[সোল্লাসে বিদুরের প্রবেশ]

বিদুর। কৌরবের জয়, হে রাজন কৌরবের জয়!
কুরুবংশধর মহাধনুর্দ্ধর ক'রেছেন লক্ষ্যভেদ।
পাঞ্চালকুলের কন্যা আজি কৌরবের বধূ।

ধৃত। বিদুর বিদুর,—ভাই—ভাই—
একবার অন্ধকার দূর হোক্ চক্ষু হতে মোর,
দেখি তোর হাসিমুখ বুকখানা ভরে।
সঞ্জয়, অ—সঞ্জয়,
যা, যা, জয় জয় ঘোষণার
আজ্ঞা দেরে এখনি নগরে ;
ভাণ্ডার ভাঙিয়া ধন বিলাও ব্রাহ্মণে।
রক্তিমপতাকা চূতলতিকার পাতা,
শোভনকুসুমে-গাঁথা মালার মেখলা,
পরুক নগরী আজ। হোক্ ঘরে ঘরে
শঙ্খধ্বনি পুরাঙ্গনা-মুখে ; মঙ্গল-কলসী-শিরে
বারাঙ্গনাগণ, পরি উৎসববসন,
হুলু-হুলু রবে হোক্ অগ্রসর,
সমাদরে বধূবরে বরণ করিতে পথে।

বিদুর। বিদুরের হৃদি আজ আনন্দে অধীর,
দেখি তব আশ্চর্য্য এ-আচরণ, হে রাজন
শুভ সমাচার শ্রবণ করিয়া আজি।

ধৃত। আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য ? হাঁ সঞ্জয় ;
শোনো বিদুরের কথা ;
হোলো মম দুর্য্যোধন পাঞ্চালজামাতা,
আমার আনন্দ তায়,
আশ্চর্য্যের কথা ব'লে ভাবিছে বিদুর !

বিদুর। করে নাই মৎস্যচক্ষুভেদ বৎস দুর্য্যোধন।

ধৃত। হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি আমি তাই ;
জিজ্ঞাস সঞ্জয়ে ; বল না সঞ্জয়,

ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ—কেমন ? কর্ণ দ্রোণ ভীষ্ম।
ভানুমতীস্বয়ম্বরে কর্ণ করে লক্ষ্যভেদ,
ভীষ্ম উপস্থিতক্ষেত্রে।
কেমন এঁ্যা এই মাত্র ভেদ, বলোনা সঞ্জয় ?
বুঝেছ বিদুর, সর্ব্বজ্ঞাতা জানোতো সঞ্জয় ;
সর্ব্বাগ্রে ক'রেছে নির্ণয় কৌরবের জয় ;
তাই ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ তিন মহাশয়—
যে-হয় সে-হয়—বলনা সঞ্জয়।

বিদুর। কৌরব-গৌরববৃদ্ধি করেছেন যিনি
স্বয়ম্বরস্থলে—

ধৃত। ফুলমালাগলে—কেমন বিদুর, কেমন না ?
করিতে আনন্দবৃদ্ধি মুগ্ধ পিতামনে,
হেঁয়ালী বচনে তুমি করিছ বিলম্ব।
না, না ? ফুলমালাগলে, বধূর আঁচল ধরি,
অচিরাৎ উপস্থিত হইবে সভায় ;
না ? কেমন—কি-বলো সঞ্জয় ?

বিদুর। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ ! উৎকট আশার তৃষ্ণা !
নৈরাশ্যের আস্যে দৃষ্টি করি শুষ্ক মরীচিকা,
কি জানি কি ঘটায় প্রমাদ !

ধৃত। অই আসে, অই আসে ;
শঙ্খ শঙ্খ ! সঞ্জয় সঞ্জয়, কর হুলুধ্বনি !
না-না, অন্তঃপুরে বারতা পাঠাও।
আগ্রহে অস্থির আমি ; ধর ধর অ—সঞ্জয়,
ধর হে আমায় ; দাঁড়ায়ে বাড়ায়ে বাহু
আলিঙ্গন করি মম বক্ষের পঞ্জর কৌরবকুঞ্জরে।

বিদুর। [আত্মগত] দয়াময়, দয়াময় !
আর্য্যের জীবনরক্ষা কর বাসুদেব !

ধৃত। কই বাপ !
[ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি প্রভৃতির প্রবেশ]
কই বাপ,—

দুর্য্যো। পাপ, পাপ ! হতমান ভীষ্ম—

ধৃত। কর্ণ ?

দুর্য্যো। দর্পচূর্ণ দ্রোণ কর্ণ—

ধৃত। যাক্, যাক্, বধূ কই ?
কেননা নিঃশ্বাসে পশে
অঙ্গনাঅঙ্গের গন্ধে, বকুল-মল্লিকা-চম্পা,
শেফালি-যূথিকা কিম্বা পদ্মের সৌরভ !
পাঞ্চালের ঐশ্বর্য্য-যৌতুক কোথা ?

দুর্য্যো। রবাহূত ভিখারী বিপ্রের পায়।

ধৃত। রাধার তনয় ! উপযুক্ত নয় তোমার এ-কার্য্য ;
এ-দান নয় দান নয়, নীচতা-আশ্রয়।
দাতা ব'লে খ্যাতি নিতে চাও,
দাও গিয়ে দ্বিজে ধরে যা আছে নিজের ঘরে।
সঞ্জয়, সঞ্জয় !

সঞ্জয়। মহীপতি, হোন্ স্থিরমতি।

ধৃত। পুত্র মম অতীব-সরল ;
তরলহৃদয়ে তার ঢালিয়ে গরল,
কর্ণ কর্ণে তা'র দিয়েছে মন্ত্রণা,
ব্রাহ্মণে করিতে দান সালঙ্কারা অঙ্কলক্ষ্মী।

দুর্য্যোধন। পিতা, পিতা কেবা লক্ষ্মী ! দান বা কিসের ?

হতমান যত ক্ষত্রছত্রপতি,
সগুণ করিতে ধনু হইয়া অক্ষম।
রবাহূত ভিখারী যে-জন বিপ্র ব'লে পরিচয়,
করিয়াছে লক্ষ্যভেদ;
সেই অন্নহীনে কন্যাদান করিল দ্রুপদ।

ধৃত। সঞ্জয় সঞ্জয়!
বিদুর বিদ্রূপ মোরে করিবে কখনো—

বিদুর। ক্ষম নরনাথ, চিরপূজ্য আর্য্য,
ক্ষমা কর দাসে; যদ্যপি ভাষার দোষে,—

ধৃত। দোষ? দোষ? পরিষ্কার বলেছ আমায়
কৌরবের জয় হইয়াছে স্বয়ম্বরে।

বিদুর। পাণ্ডব কি ধার্ত্তরাষ্ট্র,
কৌরব বলিয়া রাষ্ট্র উভয়ের পরিচয়।

দুর্য্যো। পাণ্ডব, পাণ্ডব!
পুরাতন ইতিহাস রাখ খুল্লতাত।

বিদুর। লক্ষ্যভেদ পরীক্ষায় জয়ী ধনঞ্জয়।

দুর্য্যো। ধনঞ্জয়!
হবে—ভিখারীর নাম ধনঞ্জয়।

ধৃত। সঞ্জয়, সঞ্জয়!

বিদুর। গুরুবীর, কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম মহোদয়,
প্রজ্ঞাচক্ষু আর্য্য ধৃতরাষ্ট্র,
তুমি দুর্য্যোধন কুরুসিংহাসনশোভা,
করহ শ্রবণ;—
জীবিত যে যুধিষ্ঠির সহ ভাই চারিজন,
জীবিত সবাই কুন্তীমাতা সনে।

দ্রুপদের পণে করেছে পাঞ্চালীলাভ
যেই সদাশয়, ব্রাহ্মণ সে নয় ;
পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র ; পার্থ, ধনঞ্জয়,
অর্জ্জুন আপনি সেই ।

ভীষ্মাদি । জীবিত ! জীবিত ! পাণ্ডব জীবিত !

দুর্য্যো । মিথ্যা এ-রটনা, কুটিল কুচক্রী চক্র
বক্রপথে আক্রমণ করিতে আমায় ।
জতুগৃহে দগ্ধদেহ অগ্নিদাহে,
প্রত্যক্ষ দিয়াছে সাক্ষ্য পাণ্ডব-পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ।

ভীষ্ম । তোমার অন্তর বৎস তৃপ্ত সুনিশ্চিত,
শুনি অপ্রত্যাশিত এ-শুভসমাচার ?

ধৃত । পাণ্ডব জীবিত—
পাঞ্চালজামাতা আজি অর্জ্জুন আমার ।
কিন্তু তাত, অকস্মাৎ বড় অকস্মাৎ !
হে বিদুর কেন তুলেছিলে এতদূর ?
কেন বলো নাই স্পষ্ট ক'রে নহে দুর্য্যোধন,
অর্জ্জুন জিনেছে পণ ।

দুর্য্যো । কেন এ-বিশ্বাস, কেন এ-বিশ্বাস !
নিঃশ্বাসের ভার নাহি সহে এ-সংবাদ ।
সত্য হ'লে অবশ্য চিনিত কেহ
সভায় বা বিবাদের স্থলে ।
ভিখারীর আশা কভু নাহি মেটে ;
পাশায় পড়িলে দান,
অক্ষে জিনে অদক্ষ ক্রীড়ক ।
লক্ষ্য বিন্ধি অভিসন্ধি জাগিয়াছে চিতে,

নিতে পরধন বঞ্চনার জাল করি
কৌশলে বিস্তার। ছদ্মবেশে বিশেষজ্ঞ
যজ্ঞসূত্রধারী এই দ্বিজদল ;
চর-কর্ম্মে জন্মগত অধিকার।
অসম্ভব নয়, অর্থলোভী কোনো পাপাশয়,
লিপ্ত আছে এ-গুপ্ত চক্রান্তে।

বিদুর। চক্রপাণি চিনেছেন আপনি পাণ্ডবে।

দুর্য্যো। কে ?

বিদুর। চক্রসুদর্শন আকর্ষণ কেবা করে আর
বাসুদেব বিনা ?

দুর্য্যো। সত্য,
বাল্যের অভ্যাস নবনীনিষ্কাশ চক্র হ'তে।

বিদুর। গালিতে পড়ে কি কালি কৃষ্ণনামে বৎস ?

ভীষ্ম। তাত ধৃতরাষ্ট্র সাবধান,
রাষ্ট্র নাহি হয় জনরবে,
হৃষ্ট নহি আমা-সবে শুনি পাণ্ডব জীবিত।
রচনা-কৌশল আছে পুরোচন-গল্পে,
কিন্তু গল্প সত্য ব'লে মানে অল্পলোকে।

দুর্য্যো। পিতামহ আর খুল্লতাত,
বারেবারে আঘাত আমারে দেন,
পাণ্ডবের কথা করি উত্থাপন।

ভীষ্ম। তা'রা যে তোমারি মত
দুর্য্যোধন, আমার বক্ষের ধন ;
বিশেষতঃ তা'রা পিতৃহীন ;
পুত্রশোক ভোলে পিতা, পৌত্রেরে জড়ায়ে বুকে।

ধৃত।　　তাত—তাত !

অনিষ্ট অভীষ্ট নাই দুর্য্যোধন-প্রাণে।

জননী অনুজ সহ পরিত্রাণ পেয়ে যদি থাকে

যুধিষ্ঠির জ্বলন্ত অনল হ'তে,

কৌরব-ভবন হ'বে উৎসবেতে পূর্ণ—

দুর্য্যো।　　উৎসব !

ধৃত।　　ভ্রাতুষ্পুত্র মোর, পুত্র সোদরের।

সুত ! এক মাতৃগর্ভে জন্ম পাণ্ডুর আমার,

দু'জনে দেছেন স্তন দেবী অম্বালিকা।

কখনো কি দুর্য্যোধন পর ভাবো দুঃশাসনে ?

লক্ষ্মণে কি স্নেহচক্ষে নাহি হেরে দুঃশাসন ?

হ্যাঁ সঞ্জয়—

তবে অর্জ্জুন জিনেছে পণ,

শুনে কেন আমি নাহি হব পুলকিত ?

দুর্য্যো।　　(শ্লেষসহ) আলোকিত হবে দশদিক,

অগ্নিবাণ-বরিষণে যবে দ্রুপদের সনে,

পঞ্চজনে প্রবেশিবে হস্তিনার পুরী-আক্রমণে।

ধৃত।　　আশ্বস্ত, আশ্বস্ত পুত্র।

এ-হেন ধৃষ্টতা জ্যেষ্ঠতাত সনে,

যুধিষ্ঠির কভু না করিবে।

শকুনি।　　হে রাজেন্দ্র ! কাঞ্চন কুটুম্বশ্রেষ্ঠ বিষয়ীর চক্ষে !

জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত, আপনি জনক কিবা,

কাঞ্চনের কাছে কেহ না আপন।

শ্বশুরে পশুর সম নেহারে জামাতা,

কন্যাদান সনে রজতের বন্যা যদি

নাহি আসে ঘরে। কেহ কেহ
মাতুলে অর্পণ করে বাতুল-বৈদ্যের করে।

বিদুর। বৃথা বাক্যব্যয় এ-সময় বিজ্ঞজনে নাহি করে।
হে পূজ্য অগ্রজ,
মম পরামর্শ যদি করেন গ্রহণ;
সম্ভ্রান্ত সুমন্ত্র ত্বরা করি নির্ব্বাচন,
দাসদাসী অনুচরসহ, বসনভূষণ রত্ন,
গজঅশ্বশিবিকাবাহন, করুন প্রেরণ
পাঞ্চাল প্রদেশে, বিবাহের উপহার।

দুর্য্যোধনাদি। বা-আ-আ-আঃ (শ্লেষ)

ভীষ্মাদি। সাধু—সাধু—সাধু বিদুর!

বিদুর। বধূবরে পুরীতে আদরে আনি—

দুর্য্যো। বসাইয়ে যুধিষ্ঠিরে হস্তিনার সিংহাসনে,
শতপুত্রে সঙ্গে করি অরণ্যে আপনি
করুন প্রস্থান। কেমন খুল্লতাত মহাশয়
আশাপূর্ণ হয় তাহলে তোমার?

বিদুর। কৌরবের কুলোজ্জ্বল রাজা দুর্য্যোধন!
শূদ্রানীর গর্ভজাত দ্বারের ভিখারী আমি;
হেন অন্নদাসে খুল্লতাত ভাষে
করিলে সম্ভাষ প্রকাশ্য সভায়,
মান যায় তব।
মহারাজ, বিদায় বিদুর। [গমনোদ্যত]

দুর্য্যো। দূর হই আপদ আমরা;
এস কর্ণ, এস দুঃশাসন।
[দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনির প্রস্থান]

ধৃত। অ—সঞ্জয়, অ—সঞ্জয়—
বিদুর—বিদুর—

ভীষ্ম। বিদুর,
মহারাজ করেন স্মরণ।

[বিদুরের পুনঃপ্রবেশ]

বিদুর। আজ্ঞাবাহী আমি দেব প্রজ্ঞাচক্ষু,
মান-অপমান নাহি তোমার সমক্ষে।

ধৃত। বালক—বালক! কত করিয়াছ কোলে।
হ্যাঁ—সঞ্জয়!
ওর বোলে অভিমান সাজে কি তোমার,
হ্যাঁ—ভাই বিদুর?
চিরশিষ্টাচারী বৈষ্ণবআচারী তুমি,
পরামর্শ তব চিরাদর্শ মোর।
অ—সঞ্জয়, সুধাও বিদুরে,
কিবা সুমন্ত্রণা করিয়াছে স্থির।
কথা না হইতে শেষ শকুনি বকুনি সুরু—
কি—বল সঞ্জয়!

বিদুর। উপস্থিত সত্যব্রত ভীষ্মমহাশয়,
গুরু দ্রোণাচার্য্য, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত
আছেন মণ্ডপে, সম্মুখে সঞ্জয়
সর্ব্বজ্ঞাতা পরিচয়, আপনি মহাত্মা
রাজনীতিবেত্তা; অজ্ঞাত কাহারো নয়
দায়াদ-নির্ণয়তন্ত্র এই মন্ত্রণা-আগার মাঝে।
বিচিত্রবীর্য্যের রাজ্যে শ্রেষ্ঠ বলি
জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রে দিয়া পূজার সম্মান,

পাণ্ডু চক্ষুষ্মান সিংহাসন করেন গ্রহণ ;
জ্যেষ্ঠপুত্র বলি যুধিষ্ঠির পিতৃরাজ্যে ন্যায্য-অধিকারী।
ন্যায্য-অধিকারী তিনি পুনর্ব্বার,
দুইকুলে কুমারগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বলি।

ধৃত। তাই—তাই—না সঞ্জয় ?
কুন্তীমাতাগর্ভজাত যুধিষ্ঠির, অগ্রে অগ্রে ;
মহাদেবী গান্ধারী আমার যেন—তখন-ও, না সঞ্জয়—
দুর্য্যোধন ছিল গর্ভবাসে।
সামান্য—সামান্য ভেদ—বর্ষগণনায়,
নহে বর্ষ, পক্ষ—কয়পক্ষমাত্র।

ভীষ্ম। যমজ জন্মিলে কিন্তু রাজার ঔরসে,
পল ধরি' জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ হয় নিরূপণ।

বিদুর। এ-ক্ষেত্রে সে-তর্কে নাহি প্রয়োজন।
নরনাথ, কহিলাম সংহিতাবিধান।
কিন্তু পাণ্ডবপ্রধান সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা ল'য়ে,
স্বার্থতরে কভু নাহি করে বদন-ব্যাদান।
পিতার অধিক পূজ্য ধৃতরাষ্ট্রে জানে যুধিষ্ঠির।
দান বলি' করিবে গ্রহণ পেলে অর্দ্ধরাজ্য
ভাজ্য ভাবে, ভ্রাতৃগণ সহ বসতির হেতু।

ধৃত। তা—তা—তা—হ্যাঁ—হ্যাঁ—সঞ্জয়,
দুর্য্যোধন—কোথা গেল দুর্য্যোধন।

বিদুর। প্রণাম চরণে, বিদায় এখন। [প্রস্থান।]

ধৃত। তাত ভীষ্মদেব ছিলেন এখানে—

ভীষ্ম। বিদুরের উক্তি শুধু যুক্তিপূর্ণ নহে বৎস,
যুধিষ্ঠির পক্ষে কৌরব-ভক্তির অতি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

গ্রাহ্য শাস্ত্রব্যাখ্যা মতে, মহত্ত্বে গ্রহণ দান আখ্যা দিয়া।

ধৃত। দুর্য্যোধনে রক্ষা—দুর্য্যোধনে রক্ষা—
একমাত্র লক্ষ্য এ-অন্ধের।

[দুর্য্যোধনাদির প্রবেশ]

দুর্য্যো। তবে কেন অন্ধ পুত্রের মঙ্গলে,
ছন্দভাষী দাসী পুত্র ভাষে ?

ভীষ্ম। উত্তম—উত্তম গান্ধারদৌহিত্র !
দাসীপুত্র ক্ষত্তা ; তবে কৃপাবশে পোষ্য অবশ্য এ-ভীষ্ম ?

শকুনি। কৌরবপ্রসাদভোজী হয়েছে শকুনি,
গান্ধারতনয়, ভাগিনার ভদ্রতায়।

দুর্য্যো। কোথা একদিন কি হয়েছে কথা,
মাতুলের মনোব্যথা থেকে থেকে ফোটে।

শকুনি। তা ফোটে !
স্নেহের তুফানে ওঠে স্মৃতির কঙ্কাল ভেসে।
শুধাও এ অঙ্গরাজে, অর্জ্জুনের ব্যঙ্গ
সেই সুদূর অতীতে অস্ত্রশিক্ষা রঙ্গভিতে ;
বলো—দাতাকর্ণ কৃপণের স্বর্ণ সম
পুঁতেতো রেখেছ চিতে সেই বাল্যশ্লেষ !

কর্ণ। তোমায় আমায় হবে অন্যত্র আলাপ।

ধৃত। শান্ত হয়ে শোনো দুর্য্যোধন ;
তোমার মঙ্গল চাহে ক্ষত্তা চিরদিন ;
স্বার্থশূন্য অর্থশাস্ত্রবেত্তা এই পুরে।
যবে হইল রটনা দৈবদুর্ঘটনা,
পাণ্ডুপুত্রে করেছে নিহত অগ্নির উৎপাতে ;
করেছিল সন্দ কোনো-কোনো জন—

দুর্য্যো। পুরোচন, চীনাচারী মায়াবী অনার্য্য,
চৌর্য্যবৃত্তি করিতে কৃতার্থ,
অর্থলোভে অগ্নি দেছে কুন্তীপুত্র-গৃহে।

ভীষ্ম। ভৃত্যকর্ম্মে ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভুরে পরশে।
দুর্য্যোধন, দুর্য্যোধন!
শিরের ভূষণ নয় রাজার মুকুট;
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে শুদ্ধ-শক্তিখাদে
গঠিত সে রাজ-অলঙ্কার;
অহঙ্কারে কলঙ্কের চিহ্ন ধরে সেই স্বর্ণে।
'আমি' শব্দ ভূস্বামী না করে ব্যবহার।
সংখ্যার সমষ্ঠি করি সমস্ত প্রজার,
হয় যেই যোগফল, নাম তার রাজবল।
বৃত্তিভোগী ভৃত্য, সৈন্য নামধারী,
বারনারী প্রায় নায়কে জানায় প্রেম।
রাজ্যের প্রকৃতি প্রজা, সতি-সম পতি সনে
চিতা পরে করে আরোহণ।
কিন্তু আছে কি স্মরণ, দুর্য্যোধন,
সেই সতীশাপে ছাগমুণ্ড দক্ষ-প্রজাপতি।
শক্তি ঋণে ঋণী রাজা প্রজার দুয়ারে,
দীপের আলোক যথা অগ্নিকণা পাশে।
ফুৎকারে প্রদীপ নিভে,
বহ্নির বর্দ্ধিত বল অনিল-সহায়ে।

দুর্য্যো। উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব দেখি
পিতামহদত্ত বচনমালায়;
কিন্তু গুণবন্ত নহে এ-সন্তান,
সঙ্কেত বুঝিতে কিছু।

ভীষ্ম।　ইঙ্গিত গ্রহণে যদি যথার্থ অক্ষম,
স্পষ্ট করে কহি তবে ;
জতুগৃহ দৈবদুর্ব্বিপাক কেহ না বিশ্বাস করে।

দুর্যো।　কেহ কে ? কেহ কে ?　আপনি স্বয়ং ?

ভীষ্ম।　তদুপরে পাণ্ডব-প্রকাশে হতাশ্বাস
হইয়াছে দুর্য্যোধন, শুনে যদি জনগণ—
জিজ্ঞাস জনকে তব ফলিবে কি ফল।

[একজন রাজ-অনুচরের প্রবেশ]

দুর্যো।　বিনা অনুমতি—

অনুচর।　অতি শুভ সমাচার দেব,
তাই করেছি নিয়ম ভঙ্গ।

দুর্য্যো।　কর নিবেদন।

অনুচর।　নরনাথ, হে রাজন্. ভীষ্ম মহাশয় !
এইমাত্র ছত্রাবতী হ'তে বার্ত্তা লয়ে
ফিরিয়াছে যাত্রী কয়জন ;
রাজা যুধিষ্ঠির আর চারি বীর জননীর সনে
পলায়নে অগ্নির অনিষ্ট হতে পেয়েছেন রক্ষা।
কি আনন্দ, কি আনন্দ আজি সবাকার !
দুর্জ্জয় অর্জ্জুন—

দুঃশাসন।　রাখ তব বিশেষণ ; সাঙ্গ কর সমাচার।

অনুচর।　লক্ষ্য ভেদে জয়ী—

দুর্যো।　ব্রাহ্মণ ভিখারী এক, যাও।

অনুচর।　নাহি ভেরীর ঘোষণা, ভট্টের রসনা,
বাজে নাই রাজডঙ্কা তোরণশিখরে ;
শিহরে নগরী যেন উঠেছে আনন্দে।

শরণি বিপণি গোচর চত্বর মন্দির কি মঠ,
পাণ্ডব-পাণ্ডব রবে মুখরিত সব।
গাহিছে গায়িকা নাচে নাগরিকা—

দুর্যোধন। দুঃশাসন, শীতল বাতাসে মর্ম্মরআসনে,
শয়ন করায়ে দাও সম্ভ্রান্ত এ-ক্ষত্রসুতে।
[অনুচরকে সঙ্গে লইয়া দুঃশাসনের প্রস্থান।]

ভীষ্ম। প্রজ্ঞাচক্ষু তুমি, দেখিলে কি
প্রজার মানসচিত্র বচনের বর্ণপাতে।
সুপাত্র বলিয়া খ্যাত ওই অনুচর,
সভাজনযোগ্য শিষ্টাচারে অভ্যস্ত সতত ;
আনন্দে আপনহারা।

ধৃতরাষ্ট্র। আনন্দিত—আনন্দিত—দুর্যোধন !
কি বলো সঞ্জয় ?

দুর্যোধন। অদ্ভুত, অদ্ভুত ! অদ্ভুতের নামে
ভূতগ্রস্তপ্রায় উত্তেজিত হয় জনসঙ্ঘ।
ইতর যে নারীনর,
সতত কাতর অদ্ভুত ঘটনা লোভে।
এ-নয় পাণ্ডব ভক্তি, পার্ব্বণের অবসর মাত্র।

ধৃতরাষ্ট্র। দুর্যোধন, প্রজানুরঞ্জন কর্ত্তব্য রাজার জেনো।

দুর্যোধন। প্রকৃতি, বিকৃতির নামান্তর মাত্র।
কোন্ রাজা কোন্ যুগে হয়েছে সক্ষম,
তুষিতে প্রজার মন, মিটাইতে সীমাহীন আশা তার ?
আকাঙ্খার দুর্ব্বার ঝঙ্কার,
রাজনিন্দা-সন্ধানের অভিসন্ধি
সদা জাগে প্রজামনে। শ্রীরাম আপনি,

প্রজাতরে পদে পদে দিয়ে আত্ম-বলিদান,
বিঘ্নকারী কৃতঘ্নের পূতিগন্ধপ্রাণ
করিতে নির্ম্মল, হয়েছেন শক্তিহীন।
জানকীর অপবাদ প্রজাগণ করিল রটনা।

ধৃত। প্রজামধ্যে বিদ্রোহ উৎপাত—

দুর্য্যো। বজ্র মুষ্ট্যাঘাতে হবে দূর !
ভয় বিনা ভক্তি, যুক্তিহীন উক্তি।
বিদ্রোহ দমন হয় লৌহ-হস্ত করিলে বিস্তার।
প্রভুত্ব হারায় সত্ব দাঁড়ালে দুর্ব্বল পদে।

ধৃত। বৎস দুর্য্যোধন, একটু স্থিরচিত্তে কর বিবেচনা ;
রাজগুণে মণ্ডিত তোমার মন ;
স্নেহ পাত্র সকলের, বক্ষের পঞ্জর মম ;
বিদুরের অভিপ্রায় শ্রেয় বলি
স্বীকার করেন ভীষ্ম,
কুরুকুলে অমঙ্গল বারণের তরে
জীবন ধারণ যাঁর।

দুঃশাসন। পূজনীয় পিতামহ চিন্তিত যে অহরহ,
হস্তিনার সিংহাসন রাখিবারে অক্ষয় অটল ক'রে।
"হস্তিনার সিংহাসন"—
এই অষ্টাক্ষর ত্যাগযোগে বীজমন্ত্র তাঁর।
আজন্ম কৌমার-ব্রত সিংহাসন রাখিতে কুশলে।
কৌরব পাণ্ডব কিম্বা নিকট বান্ধব অন্য,
তার জন্য ভীষ্মদেব ভাবিত অধিক নন ;
পাছে সিংহাসন শূন্য হয়, এই ভয়ে,
এই ভয়ে শুধু পিতামহ ভীষ্ম—

ভীষ্ম।　　পৌত্রের দৌরাত্ম্যে করে মাত্র হাস্য !

ধৃত।　　তবে কি জানো সঞ্জয়,
পাঞ্চাল সহায়,—পাঞ্চাল সহায়—সবান্ধবে।
দ্বন্দ্ব-গন্ধে মেতে ওঠে প্রজাবৃন্দ ;
কি বল সঞ্জয়, এই মন্দমতি যারা ;
তাই ভাবি, তাই ভাবি, বুঝেছ সঞ্জয়—
ঐ যে কি বলে, বলে—সর্ব্বনাশে সর্ব্বনাশে,
বলোনা সঞ্জয়'।

শকুনি।　　সর্ব্বনাশ সূত্রপাত দেখিলে সম্মুখে,
অর্দ্ধেক করিবে ত্যাগ পণ্ডিতের যুক্তি।

ধৃত।　　ঠিক্ ঠিক্— কি বলো সঞ্জয়, অর্দ্ধেক করিবে ত্যাগ,
পণ্ডিতের যুক্তি ; এই—ঠিক্ ঠিক্।

দুঃশাসন। বাগ্‌জীবী অক্ষরলেখক ব্রাহ্মণপণ্ডিত,
কুটীরে জটিল প্রশ্ন করুন মীমাংসা ;
রাজকোষ নহে শব্দকোষ,—সিংহাসন নহে ব্যাকরণ !

ধৃত।　　ভাল শুনি তোমার কি ইচ্ছা ?

দুর্য্যো।　　প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য আমার—
কোন্ শাস্ত্রমতে, কোন্ সম্বন্ধের সূত্রে,
কুন্তীপুত্রে দায়াদ সুবাদে কুরু করিবে স্বীকার ?
নাম-গোত্রহীন ক্ষুধায় কাতর বনচর বালক গুলারে,
পিতামহ ভীষ্মের নির্দ্দেশে,
পোষ্য বলি পিতামাতা করেন গ্রহণ।

ধৃত।　　কুতর্ক ! কুতর্ক !
সতর্ক হইয়া কথা কহ দুর্য্যোধন !
কি বল সঞ্জয় ; আছে কুলাচার,

আছে কুলাচার—পাণ্ডব নামের যোগ্য;
পাণ্ডুর কুমার এরা, মম ভ্রাতার তনয়।

দুর্য্যো। তাও যদি হয়, রাজার তনয় নয়।
জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ, জনক আমার!

ধৃতরাষ্ট্র। শিষ্টাচার, দুর্য্যোধন—শিষ্টাচার!
সিংহাসনে অধিকার নাহিক আমার,
কেমন সঞ্জয়—না, চক্ষুহীন ব'লে? [বিদুরের প্রবেশ]

বিদুর। ক'রে দিলে দূর আর যাবেনা বিদুর,
কল্যাণভাজন বৎস দুর্য্যোধন;
এসেছেন ইষ্ট মোর শ্রীকৃষ্ণ এ-পুরে;
করি চরণ-দর্শন ভাগ্য যতক্ষণ।
[শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ]
(দুর্য্যোধন ব্যতীত সকলের উত্থান। শ্রীকৃষ্ণের প্রথমে ভীষ্ম পরে ধৃতরাষ্ট্রকে ভুমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম, দুর্য্যোধন ও কর্ণকে অলিঙ্গন ইত্যাদি)

ধৃতরাষ্ট্র। কেশব, কেশব, আসিয়াছ বাসুদেব!
অ-সঞ্জয়, সঞ্জয়—
কৃষ্ণগন্ধ নাসারন্ধ্রে পশেছে আমার;
কোনো বনফুলে নাই এমন মধুর গন্ধ।
অন্ধ আমি যদুমণি;
গন্ধে মাত্র, রবে আর ঘ্রাণে মাত্র পরিচয় অনুভব।
কও কথা, তাত-তুল্য তব আমি;
কও কথা;—করেছি শ্রবণ,
বাঁশরীর রব যেন তোমার বচন।

শ্রীকৃষ্ণ। হউক শান্তির রাজ্য এই আর্য্যাবর্ত্ত,
যাচি বর চরণে তোমার ;
কর আশীর্ব্বাদ, বিবাদ বিদায় হোক
ধর্ম্মক্ষেত্র ভারত হইতে।

ধৃতরাষ্ট্র। অ—সঞ্জয় ; বোসেছে কেশব ? কেউ দিয়েছে আসন ?
দুর্য্যোধন ! কুটুম্ব, কুলীন, রাজা, অতিথি তোমার,
কুলের হিতৈষী সদা।

দুর্যোধন। পিতা, কৌরব-গৌরব রক্ষা ন্যস্ত যার করে,
সে জানে অর্ঘ্যের যোগ্য বলভদ্রভ্রাতা।
যাদপ-পাদপ-শাখা হলে-ও পাণ্ডবসখা—

শ্রীকৃষ্ণ। সখ্যের আশায় আসে কৌরব-সকাশে।
কৌরবের পতি !
বুঝিলাম প্রীত তুমি অতিশয়,
শুনি ভ্রাতার তনয় মৃত্যুমুখ হ'তে পাইয়াছে রক্ষা—

ধৃতরাষ্ট্র। দৈবের কৃপায়, দৈবের কৃপায় ;
কি বলো সঞ্জয় ?

শ্রীকৃষ্ণ। লক্ষ্যভেদি ধনঞ্জয় করেছে দ্রৌপদী-লাভ ;
কৌরবের গৌরবের এ-শুভ সংবাদ,
আনন্দ-হিল্লোলে উছলিত করিয়াছে
তব সভাস্থল, হৃদয়ের তল হতে আমার বিশ্বাস।

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়, সঞ্জয়—আমি বলিনা—
আমি বলি—কত মিষ্ট, কত শিষ্ট কৃষ্ণের বচন।

শ্রীকৃষ্ণ। একে সোদরের সুত, তা'য় পিতৃহারা ;
কোলে ক'রে পালনের ভার অপার স্নেহের বশে,
কৌরব-ঈশ্বর করেন গ্রহণ আনন্দে আপন স্কন্ধে,
সে যশে ভাস্বর আজো ধার্ত্তরাষ্ট্র গোষ্ঠী।

ধৃতরাষ্ট্র। শোনো দুর্য্যোধন,
শোনো কৃষ্ণমুখে তোমার যশের কথা !

শ্রীকৃষ্ণ। ভীষ্মমহাশয় অবিদিত ন'ন,
শুনি পাণ্ডবের মৃত্যুবার্ত্তা,
শোকের কি আর্ত্তনাদ উঠেছিল হস্তিনার অন্তঃপুরে।
দূরে দ্বারকায় যাদবসভায়,
ধন্য ধন্য পড়েছিল, শোকধ্বনি সনে
শুনে সেই মমতার সমাচার।

দুঃশাসন। অতি-শিষ্টাচার অত্যাচারে হয় পরিণত
সময়-বিশেষে ; রাজার কুমার মোরা,
সুশিক্ষিত রাজ-আচরণে। প্রজার শাসন
নহে গোচারণ বাঁশরী বাজায়ে ব্রজে।

শ্রীকৃষ্ণ। শুনেছিনু, দুঃশাসন প্রাণে করেনা পোষণ,
রোষ বই অন্য কিছু দুর্ব্বলের দোষ ;
তাঁর মুখে শুনে রসাভাষ, হতেছে বিশ্বাস,
লুকায়ে নিঃশ্বাস ফেলে কত কুলবালা,
মালা দিতে হেন অনুরাগী পাগলের গলে !

দুর্য্যো। অতিথি রূপেতে মাত্র হেথা আগমন,
কথার রীতিতে না হয় প্রতীতি তা'তে।
শুনি বহু নামে বহুস্থানে তব পরিচয় ;
কহ কি-নাম ধরিয়া এবে করি সম্বোধন ?

শ্রীকৃষ্ণ। 'সখা'-সম্বোধন প্রিয় মম অতি ;
রাজসখা ব'লে যদি গৌরব বাড়াতে
না থাকে বাসনা, 'দীনবন্ধু' ব'লে
ডাকো মোরে রাজা দুর্য্যোধন।

বিদুর। দীনবন্ধো—দীনবন্ধো !

দুর্যো। দ্রবীভূত খুল্লতাত যাঁহার কথায়,
পাণ্ডব-সহায় তিনি নাহিক সংশয়।

শ্রীকৃষ্ণ। যতক্ষণ অসহায় ;—অসহায় যতক্ষণ,
পায়-পায় ফিরি তার। যখনি আপনি চলে
হাঁটি-হাঁটি-হাঁটি,—অমনি আমার ছুটী।

ধৃতরাষ্ট্র। ছুটী ! না—না—কৃষ্ণ, তিষ্ঠ ক্ষণকাল।
সঞ্জয়—সঞ্জয় !
কৃষ্ণেরে বিদায় দিতে প্রাণ নাহি চায় !

শ্রীকৃষ্ণ। বেঁধে রাখ কৃষ্ণে তবে আপন প্রাসাদে,
প্রসন্ন নয়নে চেয়ে পাণ্ডবের পানে
হে রাজন !

দুর্যো। প্রজা মাত্র কৃপাপাত্র কৌরবের দ্বারে।

শ্রীকৃষ্ণ। কৃপা ভিখারীর প্রাপ্য।
স্নেহের ভিখারী পঞ্চভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রপদে ;
জ্যেষ্ঠ বলি যুধিষ্ঠির তব সম্মানের অধিকারী।

দুর্যো। দুর্যোধন কৌরব রাজন !
রাজদৃষ্টিপাতে শ্রেষ্ঠ নহে কোনো জন।

শ্রীকৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির বিদ্যমানে,
সিংহাসন-সন্নিধানে স্থান তব দুর্যোধন।
(কর্ণ শকুনি ও দুঃশাসনের একত্র প্রতিবাদ)
বিদ্রোহ ! বিদ্রোহ !! বিদ্রোহ !!!

দুর্যো। কিবা অধিকার যাদবের,
কৌরবের গার্হস্থ্যবিধানে করে হস্তক্ষেপ।

শ্রীকৃষ্ণ। বিস্তীর্ণ এ আর্য্যাবর্ত্তে জন্মিয়াছে যাদব কৌরব,
সনাতনধর্ম্মপন্থী যতেক মানব আর।
বিবাদের ঘূর্ণাবর্ত্ত সমুত্থিত হ'লে কোনো-কূলে,
দুলে যাবে ভারত ভূখণ্ড।
স্থান-ভ্রষ্ট একটি ইষ্টক হ'লে,
বিশাল দেউল হয় দৃঢ়তা-বিহীন।
তুমি আমি ভাই নই
বৈবাহিক সম্বন্ধ-স্থাপনে মাত্র ;
যেই জন্মভূমি জননী তোমার,
অকলঙ্ক অঙ্কে তাঁর আমি-ও পেয়েছি স্থান।

ভীম। গার্হস্থ্য ! গার্হস্থ্য কথা সত্য দুর্য্যোধন।
কিন্তু বাস্তব অস্তিত্ব কোথা রহিবে কাহার,
বিপক্ষের হস্তগত হইলে ভারত
গৃহ-বিবাদের সূত্রে।
বৃথা গর্ব্ব অস্ত্রবল রণের কৌশল ;
মেঘের আড়ালে বসি শূন্যে ব্যোমরাজ্যে,
অসহ্য আগ্নেয় বাণ করিত বর্ষণ,
দেবেশ-ধর্ষণ সেই রাক্ষস-নন্দন ;
কোথা' গেল বল তার, কোথা' বা কৌশল ;
সবংশে রাবণ ধ্বংস বিভীষণ-অপমানে।

ধৃতরাষ্ট্র। গৃহভেদ—গৃহভেদ,
আত্মীয়বিচ্ছেদ—সাংঘাতিক ব্যাধি ;
কি বলো—কি বলো—সঞ্জয় ?

শ্রীকৃষ্ণ। সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রজাগণ মাঝে বাধিলে বিবাদ,
রাজদ্বারে আসে তারা সুবিচার আশে।

সিংহাসন ল'য়ে কিন্তু হইলে কলহ,
রণ বিনা নাহি তার অপর মীমাংসা।
সহজে না যুদ্ধে যায় বুদ্ধিমান রাজা ;
জনক্ষয়, ধনক্ষয়, সতত সংশয় ;
এই জয়োল্লাসে অগ্রসর,—
ধর-ধর-রব পরক্ষণে পশ্চাৎ হইতে।
ঘরে-ঘরে হাহাকার!
অনাথ অনাথা পতিহারা করে আর্ত্তনাদ ;
দুর্ভিক্ষ বুভুক্ষু-গ্রাসে উদরে উপাসী ভরে ;
শ্মশানে সৎকার-ধূম সতত উত্থিত ;
যমের রাজত্ব চলে রাজা গেলে রণস্থলে!

দুর্য্যো। করেছি শ্রবণ, সুচতুর কোনজন,
স্বপনে দেখিয়া রণ,
ঘুচায়ে মথুরাবাস, সিন্ধু মধ্যে দ্বীপে বসি,
শান্তিতে শ্যামল-কান্তি করেন চিকণ।

শ্রীকৃষ্ণ। সত্য কথা বলিয়াছ রাজাদুর্য্যোধন ;
শ্বশুর সুবাদে ছিল জরাসন্ধ সনে
কংসপুরে দ্বন্দ্ব-অধিকার।
জগতে শান্তির তরে হ'লে প্রয়োজন,
দ্বারকা ডুবাতে পারি সাগরের জলে।
শান্তি শান্তি—শান্তি মম জীবনের মূল মন্ত্র।
যাচি জীবন করিতে ধন্য,
হিংসাহীন মানব-মানস হেরি।
শান্তি-ভিক্ষা তরে তোমার দুয়ারে কুরু,
কৃষ্ণ আজি দুষ্ট কথা শুনিছে দাঁড়ায়ে।

ধৃতরাষ্ট্র। না—না-বাসুদেব ;
তুষ্ট কথা তোমারে কে কহে !
ব্যঙ্গ-প্রিয় যুবাজন, তাই দুর্য্যোধন—
কি বলো সঞ্জয় ?

দুর্য্যো। বাণ-মুখে ব্যঙ্গ রাখে চতুরঙ্গপতি দুর্য্যোধন।

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়—সঞ্জয়—

শ্রীকৃষ্ণ। জেনো মনে, পঞ্চভাই নহে হীনবল।
ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির, কর্ম্মকালে করে
বর্ম্ম পরিধান ; নিহিত অসীম শক্তি
ভীমের বাহুতে ; অর্জ্জুনের ধনুর্গুণে
আগুন ঠিকরে ; প্রকুল নকুলবীর,
সহদেব সহ সমরে অটল ; তদুপরি
কৌরবের চির অরি সমগ্র পাঞ্চাল শক্তি
হইলে মিলিত, যে দুর্দ্দৈব ঘটন সম্ভব,
মনে হ'লে শিহরে শিহরে উঠে প্রাণ।

দুর্য্যো। শিহরে আহিরী-কোলে লালিত যে-জন ;
গান্ধারীর দুগ্ধে পুষ্ট অস্থিপেশী মোর।

শকুনি। মাতুল শকুনি নিজে দক্ষ দূরলক্ষ্যে,
মন্ত্রণার কক্ষে,—আর—আর অক্ষে।

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়,—সঞ্জয়,
করোনা নিরস্ত শকুনি-বাতুলে।

শকুনি। মাতুলে বাতুল বলেছিল একদিন—

ধৃতরাষ্ট্র। আ—া—া—া—ঃ

শ্রীকৃষ্ণ। অনিষ্টের সৃষ্টি হবে তিষ্ঠিলে এ-স্থানে।
বিদায় চরণে, নমি' ভারত-গৌরব কৌরবপ্রধান ;

উদ্বোধিত ক'রে নিজ বুদ্ধি, চিত্ত-শুদ্ধি,
বিবেকের বল,
অটল বিশ্বাস জগত-জনক নামে,
ধর্ম্ম-বর্ম্মে করি নিজ কর্ম্ম-শক্তি আচ্ছাদন,
সোদর-তনয়ে করুন আশ্রয়-দান
অর্দ্ধরাজ্যে দিয়ে অধিকার।
হইবে কল্যাণ—কল্যাণ—কল্যাণ! নহে—

দুর্য্যো। নহে?

শ্রীকৃষ্ণ। বহে কৃষ্ণ দুর্ব্বলের ভার।

দুর্য্যো। (ঈষৎ হাস্যে) দধি-দুগ্ধ ভার!

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ, যশোদার দুগ্ধ;
একে গোয়ালিনী, তা'য় জননী আমার।

[শ্রীকৃষ্ণ ও বিদুরের প্রস্থান।]

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়—সঞ্জয়!

ভীষ্ম। করো আপনারে জয়—আপনারে জয়;
শোনো কৃষ্ণবাক্য-প্রতিধ্বনি সঞ্জয়ের শ্বাসে।
উপাসী কেশব বুঝি ত্যজিবে হস্তিনা;
ভদ্রতা আমারে দ্বারে করে আবাহন। [ভীষ্মের প্রস্থান]

দুর্য্যো। ক্ষুদ আছে বিদুরের ঘরে!

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়, সঞ্জয়—
সুরায় হারায় জ্ঞান ইতর মাতাল;
মদিরা অধিক উগ্র রোষের গরল;
মহামানী জন ভুলে যায়
অপযশ-ভয়, রোষের নেশায়।

দুর্যো। আমার মর্য্যাদাহানি অভিষ্ট যাহার,
তাঁর সনে শিষ্টাচার—

ধৃতরাষ্ট্র। মর্য্যাদাহানি !

দুঃশাসন নিশ্চয়, নিশ্চয় !
কৌরবে করিতে ইচ্ছা পাণ্ডব-অধীন।

ধৃতরাষ্ট্র। অধীন ? হ্যাঁ সঞ্জয়,
কে বলেছে অধীনতা করিতে স্বীকার !

দুর্য্যো। দিয়ে অর্দ্ধরাজ্য-উপায়ন,
সম্বোধন সমান বলিয়া,
এ-হ'তে হীনতা কিবা আছে আর ?

ধৃতরাষ্ট্র। কর্ণের কণ্ঠের স্বর যেন শুনেছি শ্রবণে।

কর্ণ। আজ্ঞাধীন উপস্থিত সিংহাসন তলে নরনাথ।

ধৃতরাষ্ট্র। কৌরবের হিতচিন্তা অন্তরে তোমার চিরদিন।

কর্ণ। রাজা, দুর্য্যোধন ভারতের ছত্রতলে ;
রাজা, এই গোত্রহারা অভাগার অন্তঃস্থলে।
অমানীরে দিয়া মান, সখা বলি করি সম্বোধন,
মহত্ত্বের উচ্চতম শিখরে আরোহি,
কর্ণে যে স্ববর্ণ বলি প্রেমে দেছে আলিঙ্গন,
তাহার কারণ এ জীবন ;
ধর্ম্ম ভিন্ন জীবনের অন্য সব কর্ম্ম
মনে-মনে করেছি উৎসর্গ।

ধৃতরাষ্ট্র। সাধু—সাধু—কর্ণ !
দেবতার যোগ্য তব এই কৃতজ্ঞতা ;
বর্ণাশ্রম হ'তে অতি উচ্চে তব স্থান।

শোন মতিমান—ইন্দ্রপ্রস্থ দানে,
পাণ্ডুপুত্রে আত্মীয়তা সূত্রে করিব বন্ধন,
করিয়াছি স্থির। তুষ্ট হবে যদুবীর ;
তাহে তুষ্ট অধীর প্রজার মন ;
শিষ্টতা করিবে লক্ষ্য,
সখ্যভাবে পাণ্ডবেরে ভাবে যত রাজগণ।

দুঃশাসন। ইন্দ্রপ্রস্থ! বিস্তৃত সে পতিত প্রান্তর!

ধৃতরাষ্ট্র। হাঁ—পতিত প্রান্তর।
নাহি লোকারণ্য, ঘন বনাচ্ছন্ন,
ভয়াল ভীষণ পশুর আবাস,
নাগের নিঃশ্বাসে দগ্ধ দশদিক,
শার্দ্দুল-ভল্লুক-শূকর-শল্যকী
মহিষ-গণ্ডার সাহসে দিবসে করে বিচরণ।
প্রবোধের জন্য হেন খাণ্ডব-অরণ্য,
পাণ্ডবে করিতে দান অপমান কোথা ?

দুর্যোধন। অপমান—অধিকার করিতে স্বীকার।
অপমান—ন্যায্য ব'লে গ্রাহ্য করা প্রস্তাব তাহার।
অপমান—ত্যাগপত্র করিতে অঙ্কিত,
রাজহস্ত কলঙ্কিত করি। রাজধর্ম্মে,
শত্রুর শাসন তরে অসি নহে একমাত্র অস্ত্র ;
অসির আঘাতে হ'লে অস্থিভেদ,
আয়ুর্ব্বেদে আছে যোগ্যবিধি আরোগ্য করিতে ক্ষত।
কিন্তু,
ভেদমন্ত্র নামে আছে এক যন্ত্র, মন্ত্রণা-আগারে ;
শলাকার ফলা যা'র সিক্ত তীব্র বিষে ;

রিষের আকারে বিষ পশিলে হৃদয়-রক্তে,
মুক্তি নাই মানবের জীবন থাকিতে।

শকুনি। এতক্ষণে,—এতক্ষণে ভাগিনা আমার,
মানব-চরিত্র-চিত্র ক'রেছে বিকাশ।
ভুজবল—ভুজবল!
এবে ভুজে-ভুজে যুঝে কয়জন?
মানবের আদিতে সম্বল ছিল ভুজবল;
পরে দেখি বন্যজন্তু,—শৃঙ্গী নখী দন্তী,
অনুকৃতি-ছলে দারুতে প্রস্তরে লৌহ-অস্ত্রে
প্রস্তুত করিল শক্তি,
ভ্রাতৃহন্তা হ'য়ে পেতে বীরের উপাধি।
পিশাচ শিখালে শেষে নিক্ষেপ করিতে বাণ,
অলক্ষ্য অন্তরে রহি। অস্ত্রাগার হ'তে শ্রেষ্ঠ
মন্ত্রণা-আগার। কিন্তু, রাজতন্ত্র-চক্রান্তের যন্ত্রে,
বিধাতা দেছেন বুদ্ধি মানব-মস্তকে,
করিবারে আবিষ্কার অস্ত্র চমৎকার;
লৌহ, হুতাশন, রসায়ন, যন্ত্রের কৌশল,
হয় হীনবল, ছল কপটতা চাতুরীর যাদুমন্ত্রপাশে।

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়—সঞ্জয়!
কপটতা-চাতুরীর ছল পুরুর পুরীতে!
সত্যব্রত ভীষ্মের সংসারে!
বিচিত্রবীর্য্যের কার্য্যক্ষেত্র কুরুসভাতলে!
দুর্য্যোধন, হস্তিনা তোমার, রাখ পূর্ণ অধিকার।
গৌরবে কৌরব নাম ধরিবে তোমার বংশ।
অর্দ্ধ-অংশ ব'লে খাণ্ডব-অরণ্য

পাণ্ডবে দিলাম দান ; যশের বাখান ইথে
জগতে ঘোষিবে তব।
কুশলে উভয় শাখা হ'লে সমধিক বলবান,
দিকে-দিকে বিজয়-নিশান উড়াইবে কালে।
(শকুনির প্রতি)
তব সোদরার শ্রেষ্ঠ পুত্র কুরুরাজপুত্র,
রাখিও স্মরণ ভাই।
কোথা অঙ্গরাজ দান্ত কর্ণবীর ?
একান্ত তোমার প্রিয় কুমার আমার,
সোদর-সমান স্নেহে শান্ত কোরো তাঁরে।
সন্নিধক !
[সঞ্জয়ের হস্তধারণ]
ওঃ—সঞ্জয়—সঞ্জয়—
[সঞ্জয় কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্র অন্তরে নীত]

দুর্য্যোধন। সপিণ্ডে সম্পত্তি দিতে আছে তব অধিকার পিতা ;
অন্তর আমার কিন্তু নহে কারো আজ্ঞাধীন।
প্রীতিতে পাণ্ডবে কভু না দেখিবে চক্ষুদ্বয়।
ভীমে ভালোবাসাবে আমায় !
বিরাগ-বর্জ্জিত হবো অর্জ্জুনের প্রতি !
ভূমিষ্ঠ হইব আমি যুধিষ্ঠির পায়।
স্পষ্ট নয় দুর্য্যোধন
গোষ্ঠপাল কৃষ্ণ-অঙ্গে বিষ্ণুতেজ করিতে দর্শন।

[শকুনি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

শকুনি। যুদ্ধ করে বুদ্ধিহীন জন,
পেশীবল পশুর সম্বল।

রাজনীতি বক্রপথে চক্র প্রয়োজন ;
চক্র অতি যন্ত্র চমৎকার ;
চক্রের ঘূর্ণনে দুগ্ধ তক্রে পরিণত ;
ঘন ননীসার করে অধিকার
চক্র যে চালাতে জানে।
চক্র বক্রপথে চালাইব দুর্য্যোধনে।
নিধনের পথে প্রপ্লাতের বেগে পাঠাব তোমায় ;
শাখায় দেখায়ে জয় মূলক্ষয় করিব অচিরে।
উপজীবী কৌরব-কৃপার আমি ?
আমি ? আমি ! গান্ধারকুমার !
আমি শকুনি সর্ব্বগুণে গুণী,
পাপের পাথারে নামিবার প্রথম ধাপেতে
দাঁড়াইবে তুমি পাশার সহায়ে।

পটক্ষেপ

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[ইন্দ্রপ্রস্থ নগরোপকণ্ঠ, গিরিমালা বনরাজিশোভিত প্রাকৃতিক দৃশ্য]

[ব্যাস। সহজ-সৌন্দর্য্য তব প্রকৃতি সুন্দরী,
লজ্জা আনে সুসভ্য নয়নে।
উলঙ্গিনী উন্মাদিনী মেদিনীর রঙ্গ,
পাষাণ-তরঙ্গ-লীলা গিরিমালা তা'র ;
দর্পেতে উন্নত-শির পাদপ আতপ-হর ;

ঝর-ঝর নির্ঝরের বারির কল্লোল ;
উল্লোল লতায় তোলে শ্যামল হিল্লোল ;
অরণ্যে অগণ্য বন্যজন্তুর উল্লাস ;
নাগের নিঃশ্বাস ; আকাশেতে ভাসমান
বিহঙ্গ-বিহার ; সমাজ-মর্জ্জিত চক্ষে
পল মাত্র লাগে ভাল পর্য্যটন কালে।
কিন্তু আবাসের অনাটন, অর্থার্জ্জন প্রলোভন,
কুঠারের প্রয়োজন জাগায় অন্তরে তা'র।
আশ্চর্য্য মাৎসর্য্য এই মানব-মনেতে ;
প্রকৃতি সেবিকা তার শক্তির প্রভাবে ;
পরাজিতা শক্তিমাতা নরবুদ্ধি বলে।
আরে ভ্রান্ত মানবক !
ধরণীর তনুশিহরণে অনুপলে
রসাতলে যেতে পারে, পাথরে নির্ম্মিত তোর
লৌহ-সংযোজিত দন্তদীপ্ত স্তম্ভযুক্ত সৌধের শিখর।
একটি হিক্কার মাত্র অভাব কেবল,
হৃদয়-স্পন্দন তোর করে দিতে রোধ।

শ্রীকৃষ্ণ। (একান্তে প্রবেশ) অহো শুভ দরশন ;
মহাকবি ঋষিবর ব্যাস !
কাশ-কুসুমোত্তম কম-কেশরাশি
ন্যস্ত অংসোপরে ;
যৌবন-বাঞ্ছিত প্রাচীন নয়নোজ্জ্বল ;
নহে লোল গণ্ডস্থল বরষ-পরশে ;
দীর্ঘ আয়তন ছাদিত যতনে কৌষেয় বসনে ;
হাস্যাধরে ঝরে প্রতিভার ভাতি ;

কটিবন্ধে মসীপাত্র লিপি-শর দ্বন্দ্ব,
সরস্বতী-সেবা প্রবন্ধ-প্রকাশে।
কবিতা—জ্যোতির খনি ভারতের ব্যাস,
উদ্দেশে শ্রীপদে তব প্রণমে শ্রীবাস।

ব্যাস। (দর্পনান্তে) নমো শ্রীকৃষ্ণায়—

শ্রীকৃষ্ণ। তিষ্ঠ তিষ্ঠ দ্বৈপায়ন;
কবির প্রণাম যায় সর্ব্বসুন্দরের পায়।
কবি কবি—বিশ্বকবি-প্রতিভূ ধরায়!
অহো! ভাবের আরাব-চিত্র অঙ্কিত অক্ষরে
প্রকৃতির অলঙ্কৃত পটে;
ধ্বনিত বীণার রবে ভারতের কণ্ঠস্বর
বাল্মীকি ও দ্বৈপায়ন মুখে।
বর্ত্তমান এই আর্য্যাবর্ত্ত বিবর্ত্তনে,
ভৌতিক উৎপাতে, বিপ্লবে বিবাদে,
হবে পূর্ণ পরিবর্ত্ত কালের প্রভাবে।
ভৌগোলিক দৃশ্যপটে ঘটিবে ঘূর্ণন বহু।
ভাষার ভাষণে, রাজার আসনে,
শাসনে, পোষণে, হবে নব নব অধিষ্ঠান।
কিন্তু মহাকবি!
যথা রবি শশী সমভাবে হইবে উদয়,
কবিত্ব-কিরণ-জ্যোতি তব প্রতিভার,
নাহি যাবে অস্ত কভু।
আর্য্যের নিজস্ব শস্য রবে চির অবস্থিত,
অক্ষরে তোমার, সাক্ষ্য দিতে নিত্য নিত্য,
নবীন নবীন চক্ষে ভারতের দৈবভাব,

পুণ্যকীর্ত্তি ভারত-গৌরব ;
বীরত্ব মহত্ত্ব জ্ঞানসত্ত্বা বিদ্যাবত্তা,
বেদান্ত দর্শন। অমৃত সমান জ্ঞানে
শুনিবে তোমার গান যত পুণ্যবান।

ব্যাস। নিশ্বাস আমার রোধ,
বন্দীবাস-বোধ ইষ্টকবেষ্টনী মাঝে;
তাই খুঁজে খুঁজে—
কিঞ্চিৎ হরিৎভূমি মাত্র পেয়েছি হেথায়।
কত ইন্দ্রজাল দেখাইল কাল ভাবিতেছিলাম তাই।
ভারত! ভারত!
ব্যাসের সাধের এই মহান্ ভারত।
ভাবি এই ভারতের ভাবী-ভবিতব্য।
কিরূপে বর্ণিব কাব্যে রক্তের অক্ষরে!

শ্রীকৃষ্ণ। মসীতে প্রকাশে লিপি রূপসী-লাবণ্য ;
রক্তসিক্ত মৃত্তিকায় বাড়ে দ্রাক্ষালতা ;
শান্তির শীতল কুঞ্জ অগ্নিকণাবর্ষী মরুঘূর্ণবাতে।

ব্যাস। শান্তিপথপান্থ তুমি, দূরদৃষ্টিধর
শ্যামকলেবর পুরুষ-উত্তম!
কি-উত্তম করিয়াছ কার্য্য,
যাদবে-পাণ্ডবে বাঁধি বৈবাহিকসূত্রে।

শ্রীকৃষ্ণ। সুভদ্রা ভগিনী মম বড় আদরের,
ভাগ্যবতী—

ব্যাস। (ঈষৎ হাস্যে) পার্ষতী-সতিনী!

শ্রীকৃষ্ণ। প্রকৃতির ধারাযন্ত্র উৎস এক আছে কিছু দূরে ;
চলিতে চলিতে,

আলাপের সাথে করি কবিত্বের চিত্র দরশন।

(অন্তরালে অপসরণ)]

[দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনিসহ যুধিষ্ঠির ও ভীমার্জ্জুনের প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির। অনৃতবচন কভু নাহি করে উচ্চারণ
রসনা আমার, জানো তুমি ভালমতে
ভাই দুর্য্যোধন। এই রাজসূয়যজ্ঞে,
ভাগ্যবান-ভোগ্য উপহার, রাজন্য-অরণ্য-শোভা ;
উৎসবে কৌতুকে, নৃত্যগীতসঙ্গে নাট্যলীলারঙ্গে,
আনন্দ আমারে দেছে যতোধিক ;
ততোধিক আনন্দ আমার,
বন্দনীয় জ্যেষ্ঠতাত-নন্দনগণের সাথে
একত্রে ভোজনপাত্রে করিয়া আহার।
আলাপ আরাম রঙ্গদরশন একসঙ্গে,
স্মরণ করায় পুনঃ,
সরল সে-বাল্যখেলা সুদূর অতীতে।

দুর্য্যোধন। পিতার আদেশে আসি তব নিমন্ত্রণে।

যুধিষ্ঠির। নিমন্ত্রণ! কেবা কারে করে নিমন্ত্রণ ?
নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা তুমি ;
গৃহস্বামী ইন্দ্রপ্রস্থে তুমি, হস্তিনায় যথা।
জিজ্ঞাসহ যজ্ঞেশ্বরে,
অই আসেন ব্যাসের সনে তোমারে হেরিয়া ;
জিজ্ঞাস যাদবে কাহার এ রাজসূয়।

শ্রীকৃষ্ণ। ভূয়সী প্রশংসা তব কৌরবরাজন,
জনমুখে হ'য়েছে রটনা।

সুন্দর ভাণ্ডার হেন দেখে নাই কেহ ;
অধ্যক্ষতা সাক্ষ্য দেয় রুচির দক্ষতা।

দুর্য্যোধন। প্রাপ্য যদি কিছু থাকে সুযশ আমার,
তোমারে কেশব করি তাহা সমর্পণ।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রেমের ভিখারী আমি, হস্তিনার স্বামী ;
যশোমান দান ল'য়ে করিবে কি ব্রজের রাখাল!

দুর্য্যোধন। (শ্লেষ-হাস্য)
রাখাল, পুতনাবধে, রক্তহ্রদে ভাষায় মথুরা!
অকালে বাদল আনে গোকুল ব্যাকুল করি ;
আরো কত চতুরালী
শিখায়েছে চতুরা গোপের বালা।

শকুনি। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ!
সুভদ্রা ভগিনী তব এবে কৌরবের বধূ ;
মধুর সম্বন্ধ বোধে ব্যঙ্গ করে দুর্য্যোধন,
হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ!

শ্রীকৃষ্ণ। অতুল শিষ্টতা মাতুল তোমার।
সুমন্ত্রণা দিও ধর্ম্মরাজে,
ক্রিয়াতে ত্রুটীর কিছু দেখিলে লক্ষণ।

শকুনি। ত্রুটি ? অবাক্! অবাক্! শকুনি অবাক্!
গান্ধারে কি হস্তিনায়,
হেন সুখের অস্বস্তি-ভোগ করিনি কোথাও!

শ্রীকৃষ্ণ। মহাবীর অঙ্গপতি,
সবে পুলকিত অতি তব সমাগমে।

যুধিষ্ঠির। যশোজ্যোতিঃ যাঁর বিক্ষিপ্ত ভারতে ;
পথের পথিকে যাঁর দান করে গান ;

সম্মানে আরতি তাঁর করি সভাসনে,
সন্তোষে হ'য়েছি ধন্য ;
মান্যবোধে আমোদিত ভ্রাতাগণ ;
সন্তোষে জননী কুন্তী শান্তি শান্তি ব'লে
কর্ণে ক'রেছেন আশীর্ব্বাদ।

কর্ণ। রাজরাণী মহাদেবী মাতার চরণে
করি সহস্র প্রণাম। আশ্চর্য্য কার্য্যের শক্তি
ব্যক্ত করে এই নগর-নির্ম্মাণ।

[দুর্য্যোধন। হস্তিনার জনসংখ্যা-হ্রাস নাহি বুঝা যায়,
নবীন নগরী, তবু পূর্ণ প্রজাবাসে।
হর্ম্ম্য সৌধ কুট্টিম কুটীর বীথি বর্ত্ম ;
পণ্যপূর্ণ বিপনির শ্রেণী, হট্ট পাঠাগার,
আরাম সরসী কূপ, গোচর চত্বর,
অতিথি-আশ্রম, সুন্দর মন্দির-রাজি
যেন রাতারাতি সাজায়েছে কেহ যাদুমন্ত্র বলে ;
পূর্ত্তের অপূর্ব্ব-কীর্ত্তি প্রশস্ত প্রাসাদ।]

যুধিষ্ঠির। সুন্দরী-প্রসূতা শিশু রূপসীকুমারী,
হস্তিনামাতার পুত্রী এই ইন্দ্রপ্রস্থ।
হস্তিনা-স্থাপত্যে বিন্যস্ত আর্য্যের হস্তে প্রত্যেক প্রস্তর ;
খোদিত ভাস্কর-কার্য্যে আর্য্যের গৌরব,
পুষ্ট দেহ তুষ্ট দৃষ্টি নরনারী-প্রতিমায়।
[খচিত গজের দন্তে, চন্দনের দ্বার বাতায়ন,
নয়নে দেখায়ে দেয় ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি।
কেশরী কুরঙ্গ দ্বীপী, নিজ নিজ চর্ম্ম দেছে
হর্ম্ম্য-শোভা বর্দ্ধনের তরে।

সুরঙ্গ বিহঙ্গপুচ্ছ বিচিত্র বরণ ;
চামরীচামরচয় নিদাঘ-তারণ,
ললিত লম্বন তুল্য প্রাচীরে দোতুল্য।
মৃত্যুহীন প্রাচ্য-ইতিবৃত্ত, অক্ষয় অক্ষরে,
অঙ্কিত ভিত্তির গাত্রে, বিজিত জাতির দত্ত
অসিপত্রে, পাষাণ-পরশু শাণে,
চীনজ অয়স ভল্লে, মল্লভূমিজাত দারুর গদায়।
সিন্ধুজ শম্বুক শঙ্খ প্রবালে প্রকাশে
বাণিজ্য-বিস্তার দুস্তরসাগরে।
বঙ্গের অঙ্গনা-শিল্প অঙ্গুলী-কৌশলে
কড়িতে জড়িত ঝাঁপি, নানারূপে অন্য শোভাধার ;
নয়ন-দর্পণে ধরে আর্য্যনারী
কারুকার্য্যে সহজ ঐশ্বর্য্য।]

শ্রীকৃষ্ণ। পৌরুষের পরমায়ু আসিছে ফুরায়ে ;
লালসা কলার বেশে হাসে খল-খল।
অদূরে উদিছে কলি বিলাস-বাহনে।
[শক্তিহারা ক্রমে ব্যক্তি শরীরের শৌর্য্যে ;
খর্ব্বকায়া গর্ব্বে না দেখাবে আর,
ভীম ভুজদ্বয়, সুবিশাল বক্ষস্থল,
লৌহ-নিন্দি দৃঢ়সন্ধি চরণ যুগল,
ব্রজনে যোজন পথ দণ্ডেকে সক্ষম।
কৃশ শরীরের লজ্জা আবরণ করিতে সজ্জায় ;
স্বদেশী সস্তার জম্বুর অম্বর,
একে একে হ'বে পরিত্যজ্য ;]
আলস্য করিবে দাস্যে বরণীয় ভাষ্য ;

অনার্য্য-সাহায্য ক্রমে হবে লোকপূজ্য।
এই রাজসূয়যজ্ঞস্থলে,
দৃশ্যশোভা ছলে জ্বলে দানব-গৌরব।
কৌরব-আশ্রয়ে 'ময়' লভিয়া জীবন,
বিচিত্র ভবন এই করিল নির্ম্মাণ,
দনুজ-কল্পনাজাত শিল্পের কৌশলে।
[কান্ত শান্তির নগর ; স্ফটিক-ঝমক চমকে নয়ন ;
রচিত মর্ম্মরে বিপিনের বিভা ;
চারুদারু কারুর আধার মাত্র।]
নহে ক্ষত্রিয়প্রাসাদ দৃঢ় দুর্গপুর।

শকুনি। না, না।
যোদ্ধা-চক্ষে আমি করেছি বিশেষ লক্ষ্য,
অমরা-আলেখ্য এই প্রোজ্জ্বল প্রাসাদ,
যক্ষপুর-দর্পচূর রতনকেতনচয়,
সমর-সন্ধান-দক্ষ স্থপতির দেয় পরিচয়।
কোমল রোমজ সাজে যথা ভীম মহাশয়,
প্রফুল্ল প্রচ্ছদে তথা এই বীরাশ্রম ;
ভ্রম হয় অবল বলিয়া দানবী-কৌশলে।

শ্রীকৃষ্ণ। ইন্দ্রজাল—ইন্দ্রজাল—
রাজসূয়-যজ্ঞ-যোগ্য উৎসবভবন।
[হস্তিনা-আদর্শে গড়া দ্বারকা দেউল
নির্দ্দেশে আমার। কৌরবের বাস্তু হস্তিনায় ;
ইন্দ্রপ্রস্থ তন্দ্রার আবাস,
ইন্দ্রিয়ের আরাম-মন্দির।]

শকুনি। (আত্মগত) বটে ! বটে !

হে কৃষ্ণ তোমারে চিনেছি আমি,
আর যত থাকুক দুষ্টামি।

ভীম। দুর্ভেদ্য দেউলে আছে কিবা প্রয়োজন ;
অর্গল-আবদ্ধ পুরে রবে না পাণ্ডব,
বৈরী-মুণ্ডপাত অকস্মাৎ আবশ্যক হ'লে।
[ছিল দিন পৃথিবীতে সুপ্রাচীন যুগে,
স্বরাটে বিরাটপ্রাপ্ত মানবমানস ;
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছিল সবাকার।
দুর্গ কোট্য স্কন্ধাবার হয়নি গঠিত ;
কঠোর কুঠার করে রক্ষিত প্রত্যেক নরে
নিজ নিজ কুটীরের দ্বার।
রাজসিংহাসন, শাস্ত্রের সৃজন,
শস্ত্রের মর্য্যাদা যবে করেনি হরণ।
বিধি-বাঁধা বর্ত্মে বদ্ধ বন্দী প্রায়,
সে-বীরসমাজ চলিত না সংহিতা-শাসনে।
বারিবারে নিন্দা অত্যাচার, হাতে-ভল্ল বীরমল্ল
গৌরব অর্জ্জন তরে প্রদেশে প্রদেশে করিত ভ্রমণ।]
ভ্রম বিধাতার ভীমের সৃজন,
এই শয়ন ভোজন ব্যজনের দিনে।

[অর্জ্জুন। তুমি-আমি দেব, বর্ব্বর যুগের সেই
গরবের শিক্ষা দৈববশে করিয়াছি লাভ।
জন্ম বনভূমে, বাল্যখেলা—
পশুরে অসুরে করি অরণ্যে তাড়না ;
শিখরে শিখরে লম্ফ পর্ব্বতপ্রদেশে ;
গগন-পরশি তরু আরোহণ কৌতুক রহস্যে।

দ্বাদশ বরষে আমি দেখেছি তোমায়,
পাড়িতে পাহাড়, উপাড়িতে দ্রুমদল।

যুধিষ্ঠির। সত্য সত্য ;
প্রস্তর-আস্তরে হায় করিয়া শয়ন,
স্বাস্থ্যের আবাস হয়ে গেছে অস্থিপেশী সবাকার ;
ঝঞ্ঝা ঝটিকায় উপাসে না বাসি ভয় অভ্যাসের বশে।]

শকুনি। হইল স্মরণ ;
দুর্য্যোধন, প্রতিনিমন্ত্রণ নিবেদন
শ্রেয়ঃ তব রাজা যুধিষ্ঠিরে।
যেই স্নেহহস্ত করিয়া বিস্তার,
সাদরে সোদরসহ ইন্দ্রপ্রস্থে
তোমারে গ্রহণ করেছেন ধর্ম্মরাজ,
সেই মত যজ্ঞশেষে যাজ্ঞসেনী সনে
পাণ্ডব-গমনে কেন না হস্তিনা ভুঞ্জিবে সৌভাগ্য ?

দুর্য্যোধন। অবশ্য অবশ্য ;
রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তে কর্ত্তব্য আমার।

যুধিষ্ঠির। না করিলে প্রণিপাত শ্রেষ্ঠ গুরু জ্যেষ্ঠতাত পদে,
যজ্ঞসিদ্ধি না হবে আমার।

ভীম। মন্ত্রণা শব্দের সনে বিবাদ আমার ;
মন্ত্রণার গন্ধ যেন বহে নিমন্ত্রণ।

শকুনি। বিষম এ-শ্রম-অবসানে বিরামের প্রয়োজন
বৃকোদর ; পূর্ব্বপুরুষের প্রাচীন আবাসে
নিশ্বাস ফেলিবে দুইদিন,
কৌতুকে বা রহস্যে আলস্যে।

ভীম। আলস্য—আলস্য !

আলস্য কুপোষ্য সম দেহ-গৃহকার্য্যে।
ক্লান্তিবোধ ব্যাধিসম গণে ভীম।

শ্রীকৃষ্ণ। বিদ্রোহীদেহের দাস্য আলস্য-আশ্রয় ;
বিশ্রাম তা নয়। ক্রমাগত একরূপ শ্রমে,
মনে আনে অবসাদ ; তাই বিশ্রামের নামে,
অঙ্গ ভিন্নরঙ্গে হয় সচঞ্চল।
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হ'তে স্বল্প নয় শ্রম কিম্বা শঙ্কা,
মৃগয়ায় শার্দ্দূলশিকারে।]
শান্তিতে-ও আছে বহু উদ্যমের কাজ,
জানতো মধ্যম।

ভীম। "উত্তম-মধ্যম" ভিন্ন
সামান্য উদ্যম শেখে নাই ভীম।
দহিয়া খাণ্ডববন রাখেনি অর্জ্জুন,
পৃষ্ঠে দিতে মুষ্ট্যাঘাত,
একটা গণ্ডার দন্তী বরা বা শার্দ্দুল।

শ্রীকৃষ্ণ। আর্য্য ভীমে কার্য্য আমি দিব আপাততঃ,
ল'য়ে যেতে এই অভ্যাগত জনে আপন ভবনমাঝে।

যুধিষ্ঠির। এস ভাই দুর্য্যোধন। [সকলে নিষ্ক্রান্ত]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সম্রাজ্ঞী যাজ্ঞসেনীর কক্ষ]

কৃষ্ণার গীত

জটায় গোপনে ক্ষেপা লুকায়েছ কারে।
ভুলিলে কি ভোলা গিরিবালা একাকী আগারে॥
যার তরে কোরে কামেরে শাসন,
গৃহী হ'লে হর ত্যজি যোগাসন,
পাষাণী বলিয়া ঈশান কি পাসরিলে তারে॥
দেখায়ে বুঝি বা তরল তরঙ্গ,
ভুজঙ্গ-ভূষণে মোহিল অনঙ্গ,
তাই আজিগো গঙ্গা-ছটা-ঘটা জটাভারে,
ভাল ভাল ভালবাসা মেশা ভাল হাড়-হারে॥

[মিত্রার প্রবেশ]

মিত্রা। মহাদেবী! অভিবাদন করি।

কৃষ্ণা। কিছু বল্‌বে?

মিত্রা। একটা সংবাদ দেব কি?

কৃষ্ণা। ইতস্ততঃ কর্‌ছ কেন?

মিত্রা। অপরাধ ক্ষমা করবেন, সংবাদটা কিন্তু তত—

কৃষ্ণা। সংবাদ আনাই তোমার ভার, 'কিন্তু-পরন্তু' বলা ত' তোমার কাজ নয়।

মিত্রা। অন্যায় করেছি, ক্ষমা করুন।

কৃষ্ণা। কি বলবার আছে?

মিত্রা। সুভদ্রাদেবী ইন্দ্রপ্রস্থে শুভাগমন করেছেন।

কৃষ্ণা। এইবার বেশ বলেছ, শুভাগমন করেছেন। তুমি এস, ভবিষ্যতে যখন সংবাদ আনবে তা'র উপর নিজ মতামত প্রকাশ করোনা।

মিত্রা। যে আজ্ঞে। [প্রস্থানোদ্যতা]

কৃষ্ণা। শোন মিত্রা, ইনি কৃষ্ণের ভগিনী না ? কি নাম বল্লে—সুভদ্রা !

মিত্রা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কৃষ্ণা। খুব রূপবতী ?

মিত্রা। আজ্ঞে, আমি—আমি—

কৃষ্ণা। তুমি রূপবতী তা' আমি জানি। আমি নূতন রাণীর কথা জিজ্ঞাসা করছি।

মিত্রা। (সলজ্জে) আমি বল্‌তে যাচ্ছিলুম যে—আপনার মত সুন্দরী—

কৃষ্ণা। জগতে আর নেই ; দর্পণ সাক্ষী।

মিত্রা। না আমরা সাক্ষী, সবাই সাক্ষী। রাজসূয়সভায় পৃথিবী এর সাক্ষ্য দিয়ে গেছে। ধৃষ্টতা কোরে অপরাধী হয়ে থাকি শাস্তি নিতে প্রস্তুত আছি।

কৃষ্ণা। অপরাধীকে শাস্তি না দিলে মহারাণীর মর্য্যাদা হানি হয় ; আয় এদিকে কাছে আয়—

(সস্মিত মুখে মিত্রার কৃষ্ণার নিকটে গমন কৃষ্ণার কণ্ঠহার উন্মোচন ও তাহা দ্বারা ক্রীড়াচ্ছলে আঘাত করিতে করিতে)

এক—দুই—তিন—চার,—আর আমায় সুন্দরী বলবি ?

মিত্রা। তা বলবো, সত্য কথা বলবো, যতদিন বাঁচব।

কৃষ্ণা। এঃ, মারে-ও শোধরালিনি ; তবে গলায় শিক্‌লি করে পর ; যতদিন না অনুমতি পাবি খুলবি-নি। এস ; হ্যাঁ শোন, সতর্ক করে দিও যেন যাদবেরা পাণ্ডবের গৃহস্থধর্ম্মের নিন্দা না কর্‌তে পারে। [মিত্রার প্রস্থান

কৃষ্ণা। নারী—নারী—নারী !

সরে যাও নারী, রাণীর হৃদয় হ'তে।

মহারাণী-মান, প্রেম-অভিমান,

একসঙ্গে নাহি পায় স্থান রমণী-অন্তরে।

ভালবাসা চায় আত্মবিসর্জ্জন প্রণয়ীর তরে।
সিংহাসনে প্রয়োজন আত্মবিসর্জ্জন
সাম্রাজ্যের হিতের কারণ।
এ-দুয়ের সম্ভাষণ একত্রে না হয় কভু।
কর্ত্তব্যের বর্ত্মে রাজত্ব চালিত ;
হিতাহিত নাহি জানে ভালবাসা।
ভালবাসা ! ভালবাসা
মাখান মায়ের কোলে, বাবার আদরে ;
লুকান খেলার বাণী ভাই-বোনে কাণাকাণি,
শৈশবের ভালবাসা গোপনে প্রকাশ।
অলক্ষ্যেতে ভালবাসা শিক্ষার শাসনে ব'সে।
যৌবনের আগমন, ত্যাগ তৃষা জাগরণ,
উন্মত্ত অন্তর-আত্মা
"আমি" দিতে বিসর্জ্জন পরের কারণ।
না না না ! কেন এ-ভাবনা আবার ?
আমি মহাদেবী, পঞ্চপতি-সেবী,
কুরুকুল করিবারে ক্ষয় উদয় ধরায়,
দ্রুপদ-দুহিতা রূপে।
[অর্জ্জুনের প্রবেশ]

অর্জ্জুন। এতদিন পর, ক্ষণ পেয়ে অবসর,
বিশ্রম্ভ-সম্ভাষে দেবী—

কৃষ্ণা। ইন্দ্রপ্রস্থে "মহাদেবী" উপাধি আমার।

অর্জ্জুন। যজ্ঞশ্রমে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণের ভার
কেশবের সনে—

কৃষ্ণা। ভদ্রা-আলাপনে !

অর্জ্জুন। দৃষ্টিতে তুষার বর্ষে,
স্পন্দহীন হৃদি ভেদি ছুরিকায় !

কৃষ্ণা। দ্বারকায় ফোটে শতদল, হৃদয় জুড়ায় যা'তে।

অর্জ্জুন। করুণা-ভিখারী কিসে পরিত্যজ্য আজি,
ভুজাশ্রয় হ'তে ?

কৃষ্ণা। প্রিয়তমা ভার্য্যা কাছে-কাছে যাঁর পরিচর্য্যা-তরে ;—
কার্য্য মম আছে গৃহান্তরে। [গমনোদ্যতা]
[সাগ্রহে পথরোধান্তর]

অর্জ্জুন। তুমি মহাদেবী—রাজরাজ্যেশ্বরী !
শাসন-আসনে সম অধিকার ধর্ম্মরাজ সনে ;
দীন প্রজা আমি দোঁহাকার।
রাজ-আজ্ঞা শিরে ধরি, মহাযজ্ঞে
রাজন্যবর্গের সেবাকার্য্যে ছিনু নিয়োজিত,
চিত্তে নিত্য করিয়া প্রতিষ্ঠা,
এচিত্তহারিণী এক রমণী-মূরতি।
[নতজানু] অর্জ্জুন-বিজয়ী মম মনোরমা,
সেই নারীকুলোত্তমা-পায়,
দণ্ডের আদেশ মাগে অভাগা ফাল্গুনী।
আজ্ঞা কর রাজ্ঞী পুনঃ যাই বনবাসে ;
যদি প্রাণনাশে হয় পরিতোষ,
যার প্রাণ সেই লবে, দাসের কি দায় তায়।
রাজ্ঞীর দণ্ডাজ্ঞা পারি সহজে সহিতে ;
প্রেমের অবজ্ঞা কিম্বা ঘৃণার আঘ্রাণ
প্রেয়সী-নিঃশ্বাসে, শ্বাসরোধ করে মোর !

কৃষ্ণ।　আগ্রহের ভুজপাশ গলায় লীলায় পরে
যেই দ্বারকায়, শোভা নাহি পায় তার,
হ'য়ে নতজানু চাপাইতে অকল্যাণ
ভিখারিণী শিরে। ওঠ সুভদ্রারঞ্জন—

আর্জ্জুন।　(উঠিয়া) আবার আবার তুমি কর তিরস্কার,
কাদম্বিনী সম ওঠ গর্জ্জিয়া আবার !
উন্মত্ত এ-চিত্তে যদি থাকে মলিনতা,
পরিষ্কৃত হয়ে যাক গঞ্জনা-মার্জ্জনে।
কেশব আদেশে আমি স্বসারে সখার—

কৃষ্ণ।　সখা ! সখা !
আমারে-ও সখি তিনি বলেন কৃপায়।
কি অভিবাদন সে-বংশীবাদন-চরণে জানাব আমি,
স্বামী-সেবা-ব্রত-ঘরে,
সুধাংশু-আননী-অংশী প্রদান কারণ ;
অজ্ঞ নারী আমি,
নাহি জানি কি ভাষে প্রকাশি কৃতজ্ঞতা,
সতিনী-দাতার পায়।

অর্জ্জুন।　সতিনী ! সতিনী-বা কে ! কাহার সতিনী !
বিশ্বের অপূর্ব্ব সৃষ্টি এক নারীমূর্ত্তি,
ঈশ্বর-নিঃশ্বসে তা'তে সঞ্চারিত প্রান ;
হয় নাই কোন যুগে, নাহি হবে কোন যুগ-যুগান্তরে,
ভূলোকে দ্যুলোকে স্বতন্ত্র সৃজিত যার দ্বিতীয়া প্রতিমা ;
তাহার সতিনী কেবা !
সৌন্দর্য্যের জ্যোতিঃ যাঁর মহিমা উজলি,
রাজসূয়-যজ্ঞস্থলে ভারতের রাজরাজেশ্বরীরূপে,

পৃথিবীর ভূপে করায়েছে নতশির ;
সেই চিরারাধ্যা অর্জ্জুনের,—
কহ আছে কেবা হেন ভাগ্যবতী
সতিনীর যোগ্যা তার !

কৃষ্ণা। ভূজ-মুক্ত শক্তি বুঝি উক্তিতে প্রকাশ আজি ;
সরস্বতী নৃত্য করে দেখি রসনায়।

অর্জ্জুন। শুধাও হৃদয়ে তব সুধার আকর,
অন্তরে উলঙ্গ সত্য দেখে কিনা মোর।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ বেশে গিয়েছিনু স্বয়ম্বরে ;
করি লক্ষ্যভেদ, লক্ষ্মীরে লভিনু ভিক্ষা কৃষ্ণের কৃপায়।
সেইদিন ; মাত্র একদিন ; ভেবেছিনু মনে,
তন্বী শ্যামা শিখরীদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী কৃষ্ণা
অধিষ্ঠা ধরায়,
মিটাইতে অর্জ্জুনের জীবনের তৃষা।

কৃষ্ণা। (বিহ্বলা) একদিন ! মাত্র একদিন !

অর্জ্জুন। একদিন ;—অষ্ট প্রহরের তরে
ভুলেছিনু জননীর কষ্ট,
জ্যেষ্ঠের অদৃষ্টে নষ্টগ্রহের সঞ্চার।
ভুলেছিনু পিতৃরাজ্য, জন্মভূমি,
জাতিকুল, ক্ষত্রিয় কর্ত্তব্য।
ভার্গবকুলালগৃহ ভেবেছিনু হায় কৈলাসআলয় !
অন্নপূর্ণা-দ্বারে আপনারে ভিখারী ভাবিয়া,
তুচ্ছজ্ঞান করেছিনু ইন্দ্রের আসন !

কৃষ্ণা। হায় সেই—সেই কুলাল-কুটীর !
স্থানভ্রষ্টা নারী'—না-দুহিতা না-বনিতা,

দত্তা মাত্র উদ্ভট উপাধি।
বিনা পূর্ব্ব পরিচয়, কি নবীন সুখোদয়,
মলয় নিশ্বাস যেন পউষের শীতে,
নিমেষে পরশি অঙ্গ হিমেতে মিশায়।

অর্জ্জুন। ক্ষম অপরাধ ক্ষম অপরাধ ;
ব্যথা যদি দিয়ে থাকি কমলিনী-দলে,
এ-কর্কশ করে।

কৃষ্ণা। ক্ষমিব তোমায়! অক্ষমা যে নারী
রমিতে স্বামীরে যোগ্যউপহারে।
ভুলেছি কিশোর স্বপ্ন ; "আমির" আরাধ্য স্বামী,
প্রেমের কল্পনা, মুছে গেছে মন হতে।
কিন্তু ভুলি নাই, ভাই নামে দানিতে দেবত্ব,
লক্ষণে জিনিয়া জন্মেছে তৃতীয় পার্থ
পুনঃ এ-ভারতে।
ভুলি নাই আত্ম-বিসর্জ্জন, দাসীরে করিতে রাণী।

অর্জ্জুন। হ্যাঁ রাণী ;
পানির পরশে যার, প্রাসাদ খুলিল দ্বার,
পথচরে বসাইতে ভারতের একছত্র-ছায়াতে।
উদ্দেশ্য-বিহীন, নিদ্রিত-উদ্যম ছিল পাণ্ডবের মন।
শক্তি-আগমনে মুক্ত তার আশার উচ্ছ্বাস,
কর্ম্মের প্রয়াসে নব জাগরণ।
পুরুষের শক্তি রহে বিক্ষেপিত তার
সর্ব্ব অবয়বে ; রসনার রবে
অর্দ্ধক্ষয় করে তা'র কত শত জন।
কিন্তু চন্দ্রমুখী!

তোমাদের শক্তিসমুচ্চয় কেন্দ্রীভূত হয়
এক মাত্র প্রেমাধার প্রাণে,
কটাক্ষ-গবাক্ষ হতে দীপ্তি তার,
কভু সিক্ত করে তরুণ জীবনে অরুণ আভায়
কভু বা মধ্যাহ্ন-ভাস্কর-তেজে করে শক্তির সঞ্চার।
পুরুষ পদাতি মাত্র সংসারসমরে,
দুর্গ তার নারীপ্রাণ, অস্ত্রের আগার,
দুঃখ-দূরকারী আশ্রয়ের স্থল ;
দুর্গা নামে খ্যাতা তাই জগতের মাতা অভয়া আপনি।

কৃষ্ণা। কার অনাদর ভয়ে নাথ,
কয়দিন রেখেছ গোপনে তবে ভদ্রা—কুলবধূ ?

অর্জ্জুন। কেশব উৎসবকালে, যাদব-শিবিরে
দেবীরে দেছেন স্থান।
আছিল বাসনা মনে,
সঙ্গে আনি তব করে করিবেন ভগ্নী সমর্পণ।

(গোয়ালিনী-বেশিনী সুভদ্রা সহ শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ দেখি সখি,
হবে কি দ্বারকাবাসিনী এ যাদব-বালিকা
মনোমত সেবিকা তোমার ?

কৃষ্ণা। বাঃ বাঃ বাঃ !
দ্বারকাবাসিনী কোথা ?
এ-যে ব্রজবালা-বেশে আসে কোন্ যশোদা-দুলালী।
ধূসর-বসনে শশী মেঘের আড়ালে,
জড়ান কমল-কলি শৈবালের দলে,

কত মনোরম, জানে বুঝি তব প্রিয়তম ;
তাই গোয়ালিনী-সাজে রাজার কুমারী আজ
নব-বধূরূপে প্রবেশে পতির ঘরে।

শ্রীকৃষ্ণ। সত্যভামা-অনুরোধে, অনেক প্রবোধে আমি
করেছি সম্মত সখারে আমার,
তব স্নেহাশ্রিতা ক'রে দিতে শুভলগ্নে
আদরিণী এই ভগিনী আমার।
সচেষ্ট সতত কৃষ্ণ তোমাকে করিতে তুষ্ট কৃষ্ণা যশস্বিনী।

কৃষ্ণা। যশস্বিনী! যশস্বিনী আপনারে ভাবিবে আশ্রিতা,
সহাস্যে কেশব সদা সখী ব'লে করিলে সম্ভাষ।
গোকুল আকুল আজো বিরহে যাঁহার,
পাণ্ডবের শুভাদৃষ্টরূপে,
সেই কৃষ্ণ এবে দ্বারকার পতি।
সতি! আদরে সোদরা কভু লই নাই কোলে ;
'দিদি' ব'লে সুভাষিণী ডাকিবে আমায় ?

ভদ্রা। শুনেছি সোদর-মুখে,
সখা তিনি তব মহাদেবী—

কৃষ্ণা। (ব্যঙ্গাভিমানে) দেবি! প্রতিনমস্কার মম করুন গ্রহণ।

ভদ্রা। না না রাণী, ভগিনীরে কর ক্ষমা ;
মহিমার সম্মুখে তোমার
সলজ্জ সভয় এ ক্ষুদ্র হৃদয় মম।

কৃষ্ণা। সলজ্জ সভয়!
সারথি পার্থের রথে যেই ভাগ্যবতী
যাদব-সমরে, কহ নরোত্তম,

আশ্চর্য্য কি নয় সভয়া সে হয়,
বিশেষতঃ—

শ্রীকৃষ্ণ। অভয়-দায়িনী করুণা-নয়নী
পাণ্ডব-ঘরণী পাশে।

কৃষ্ণা। (ভদ্রাকে আলিঙ্গন করিয়া)
তবে বদ্ধ না করিলে পাশে,
হৃদি-বাসে হবে না বন্দিনী
অনিন্দ্য-সুন্দরী এই বহিনী আমার।

(গীত)

ভদ্রা। আজি যাদব-নন্দিনী হইল বন্দিনী,
পাণ্ডব-ঘরণী হৃদি-কারাগারে।
অই আদর-কাকলী ফুলের শিকলে
বাঁধিয়া রাখিল তারে॥
বহিনী বলিয়ে করিলে ভাষণ,
পদ্ম-শতদলে দিও গো আসন,
করিও পালন, সহিব শাসন,
শুধু ভেব সহোদরা, ভেব সহোদরা, নহ সহদারা :
পাণ্ডব-ভবনে মিলে দুই বোনে বহা'ব সুধার ধারা॥

শ্রীকৃষ্ণ। কি শিষ্ট ! কি মিষ্ট !

কৃষ্ণা। বহিনী যাদবী, নহে মাধবীর কুঞ্জ,
রঞ্জিত রাজাসন লো, যাহে প্রেম-সুধাধারা
বহে অনিবার। ঘেরি চারিধার,
অরি দুর্নিবার, ধরি খাঁড়া খরধার,
রাখে সতত সতর্ক, শয়নের কক্ষে
মহিষী-মণ্ডলে। আখণ্ডল-কোলে শচী
জাগ্রত যামিনী যাপে অসুর-উৎপাতে।

সুভদ্রা। ভুলিনি ভুলিনি দিদি,
হরণে হয়েছে মম বিবাহ-বরণ।
হইনি শিকল স্বামীর চরণে,
লজ্জাবস্ত্র আবরণে, সেই দিন রণস্থলে,
যাদবে প্রবোধ যবে দেন লক্ষ্যভেদী বীর।
হ'লে পুনঃ প্রয়োজন :—

(গীত)

আমি দ্বারকা-দুহিতা
কভু নহি ভীতা সমরে।
পতি-রথী সাথে সতত সারথি
সতী কশা-করে ॥
যদি বাধে রণ, হ'লে প্রয়োজন,
তব চরণের ধূলি,
(এই) শিরে দিদি তুলি,
আমি নারী—নারী, পারি দাঁড়াইতে
পতি-পাশে অসি ধ'রে ॥

তৃতীয় দৃশ্য

ইন্দ্রপ্রস্থ নগরীর উপকণ্ঠস্থ পথে নিজ নিজ বাসে প্রত্যাগমনশীল উৎসব-দর্শন-সমাগত জনতার মধ্যে কতিপয় গ্রাম্য স্ত্রীলোক।

বসন্তী। বোলিন্, হাম বোলিন্, সমঝলি মথরাকা মহতারী, হাম্ বোলিন্ না যাব। ফিন্ ওথিয়া আহিরিন্ কহলস্, বসন্তী তু না যাইলা

তো বড়ী বাৎ বনী ; পণ্ডোয়াকা মহতারী তুহার আপনা ভৌজী ভৈল—

রজন্তী। ভালা বসন্তী, কানহুয়াকা বাপ তো পথরকা কাম করিলা, অউর পণ্ডোয়ালোগ তো রাজা বাটন ; তো খুন্তিয়া ভৌজি কৈসে ভৈলন ?

বসন্তী। আরে রজন্তী, তু তো দাসকা বিটীয়া, অরিয়াকে ঘরকা চালচলন তু কি জানিলা ?

রজন্তী। চুপ মার যা বসন্তী—দাস, অদেব উ সব পুরাণা বাত সব ছোড় দে ; অব তুভি অরিয়া—হাম্ভি অরিয়া।

বসন্তী। আরে অরিয়া তো মান লৈলী ; পানিভি চলত বাটল,—মগর সাদী বিহাকা চলন—

রজন্তী। উ সাদীকা বাত মত কহিলা ; হমার ঘরকা বিটীয়া ম্লেচ্ছ্ কা ঘর কভি না বিহাওল, অউর তুহার ভি সাদী তো কুরু পাণ্ডোয়াকা ঘরমে না ভৈল—তো খুন্তিয়া তুহার আপনা ভৌজী কৈসে লাগিলা !

খুন্তিয়া। রজন্তী, তুহার মরদ ত নাউ বাটন ; বড়া বড়া অরিয়াকা ঘরমে কাম করত হৈঁ, ই সব অরিয়াকা চালচলন তুঝে কুছ না শুনৈলন। শুন, হাম্ বাতাই। ছোটা পাণ্ডোয়াকা মামা শলিয়াকা মহতারী যব সরোসতী তীরথ করে গৈলন, তব বসন্তী কা পরদাদীকি ঘর মট্টামোরামে তিন রাত ঠহরলন ; তো গাঁউ কি চলনমে ভৌজী ভৈলন, ই ন সমঝলি ?

রজন্তী। আরে যাবে দে বহিনী,—ভৌজী ভৈলন, কি ননদী লগলন— মগর খিলৈলন, পিনৈলন খুব ; সিধাভী খুব বাঁটলন। যো যো নেউতা রাখিলা, ভেদ বিচার কুছ না রাখলন। কা পলাশী হাম্ সচ কহিলা না ? —আরে তু যো বড়া চুপ-চাপ বাটন ?

বসন্তী। আরে পলাশী কা চিত গাঁও পর চল গৈলন; দেখ্, দেখ্, বহিনীয়া, পলাশী কি দিঠি উদাস—

পলাশী। তুহার মচ্—না বহিনী, গাঁও তো কল্ তুপহর তক পঁহুচব—উ বাত হাম্ না শোচিলা। দেখ বহিনী, কল্ ভর ইহাঁ কৈশা জমজমাওট বহল, কেতনা ডেরা, কেতনা রাজা, হাতী, ঘোড়া, সওয়ার, গানা বাজানা,—অউর আজ দেখ সব উদাস মারত হৈঁ—

রজন্তী। সচ বসন্তী, পলাশী ঠিক কহলস; জিউ আর তিল ভর ইহাঁ না টিকি—

গুথিয়া। হাঁ বহিন্—সূরযনারায়ণ ভি শির পর আ গৈলন—চল বহিন্ চল—

(সকলের গীত)

সূরযনারায়ণ—নমো সূরযনারায়ণ।
নীরজ-বন্ধো করুণা-সিন্ধো বন্দ্যো মুঝ মন॥
তুঁহি জ্যোতিজ্বাল, তুঁহি জগপাল,
কিংশুকবরণ তুঁহি অংশুমাল;
তুঁহি কাল আকাল বারণ, তুঁহি পচ্ছ অয়ন॥
　　তুঁহি আদি তুঁহি অন্ত, তুঁহি পন্থীপন্থ,
　　তুঁহি পূজে কাঙাল, তুঁহি পূজে ভাগবন্ত,
জানতহি সূরয, মানতহি সূরয, ভজতহি হো সূরয্ নারায়ণ,
নারায়ণ—নারায়ণ—নারায়ণ—সূরয্ নারায়ণ॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

ইন্দ্রপ্রস্থ—সুভদ্রার কক্ষ।

ভদ্রা।

ভদ্রা। অবসান মহা-সমারোহ; যজ্ঞ-শেষে,
আপন আপন দেশে চ'লে গেছে
রাজেন্দ্র-সমাজ; রাজপথ জনতা-বিহীন।
ধূ ধূ ধূ ধূ করিছে প্রান্তর, পট্টাবাসে
তুষার মন্দির-শ্রেণী সুশোভিত ছিল যাহা
কয়দিন আগে। হু হু হু হু করে প্রাণ,
শূন্যতা ছেয়েছে যেন প্রাসাদ-জীবন।

(গীত)

নিশির হাসি বাসি হলো, ফুরালো ললিত গান।
নীরব উৎসব-রব, প্রমোদের অবসান॥
মলিন মলিন যেন, রবির কিরণমালা,
কুসুম-সুষমা রসে ছায়ার তামস ঢালা,
বাতাসে বিষাদ শ্বাস র'হে র'হে বহমান,
ধূ ধূ ধূ ধূ হেরি ধরা, হুহু হুহু করে প্রাণ॥

কৃষ্ণা। (প্রবেশানন্তর) ক্ষণিকের পর্ব্ব এই গর্ব্বের জীবন।
বৃক্ষতলে আয়োজন বন-ভোজনের;
কোলাহল, হাসি খলখল,
বিরক্তি আভাস তিলেক ত্রুটিতে;
কাড়াকাড়ি হাঁড়ি-বেড়ি নিয়ে,
জড়াজড়ি প্রেমের আবেশে,
ছাড়াছাড়ি বিরাগে বিদ্বেষে।

ভাবে পান্থ নরনারী,
অনন্ত অস্তিত্ব যেন রবে এই তট-জটলায়।

ভদ্রা। অপরাধী আমি দিদি, বিষাদ-বাতাস তুলে,
ছি ছি কেন উদাস করিনু তব সহস্র-সন্তপ্ত-হৃদি।
ভাবি তাই তুমি ভাই, কখন কেমন থাকো
বুঝিতে না পারি। একাধার, এক মন,
ক্ষণে ক্ষণে ভাবান্তর তায়,
আশ্বিন আকাশ-ক্ষেত্রে বর্ণ-চিত্র যথা।
যে দেখেছে মহিমা, গরিমা, দীপ্তি,
তেজের ঔজ্জ্বল্য ভারত-মহিষী-মুখে
রাজসূয়-সভা-সিংহাসনে,
সে কি কভু করিবে প্রত্যয়,
বিনয়ে সে স্নেহময়ী, গৃহস্থ আচারে,
নিজহস্তে অন্ন-পরশনে ধন্য করে দাসদাসীগণে?
উদাসীন ওই আঁখি দুটি ফুটে কি উঠিয়াছিল
গত নিশাকালে মেলানি-মিলনে!

ভদ্রা। প্রমোদে মদিরা-পানে?
এই আবেগের স্বর বেহাগ-ঝঙ্কারে
নৃত্য-অলঙ্কারে বিমুগ্ধ করিয়াছিল
বিদগ্ধ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ;
কেমনে বিশ্বাস করি?

কৃষ্ণা। (উৎফুল্লা) সত্য—সত্য—সত্য সখি,
অমৃত বিস্মৃত হয়ে তিক্ত সিক্ত হতেছিল মন।
আহা শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ!

পাণ্ডব-জীবন কৃষ্ণ, কেশব গোবিন্দ শ্যাম,
পুরুষ-উত্তম বংশীধর ব্রজেশ্বর
কৃপা বিতরণে এ দীনারে সখী বলি
করেন সম্ভাষণ।　নিরানন্দ যায় দূরে,
সতত জগদানন্দে রাখি যদি হৃদয়-মন্দিরে।

ভদ্রা। সুন্দর প্রকৃতি তব অনিন্দ্য-সুন্দরী,
করিয়াছে বন্দী জিতেন্দ্রিয় ভ্রাতায় আমার।

কৃষ্ণা। বোন প'ড়ে আছে মন তাঁর চারু দ্বারকায় ;
সেথা দারাহার—

ভদ্রা। কারাগার নহে ওগো দাদার আমার।
(ঈষৎ হাস্য) হ্যাঁ দিদি,
আজ্ঞাবাহী ভৃত্য সম স্বামী
হ'লে পদানত লালসা নেশায়,
মাতাল যেমতি পথে পয়োনালে,
অবজ্ঞার চক্ষে তাকে দেখে না কি নারী ?

কৃষ্ণা। সতি, তুমি আমি ভাগ্যবতী পতিলাভ-ফলে ;
নারীর সম্মান, কৌরব গৌরব জ্ঞান করে চিরদিন।

ভদ্রা। কৌরব !

কৃষ্ণা। হ্যাঁ ভাই,
বংশের প্রশংসাস্থলে ভেদ নাই কৌরবে পাণ্ডবে।
স্ত্রী—কর্ত্রী এ সংসারে,
নহে—পতি'পরে শাসনের কর্ত্রী।
পুরুষের বীর্য্য, ধৈর্য্য রমণীর,
সমান মিলনে হয় সৃষ্টির মঙ্গল।

ভদ্রা। যাদব-পাদপ তলে মালতীর লতা যথা,
আশ্রিতা শ্রীমতী সবে।

কৃষ্ণা। [এ কুরু-পাঞ্চাল অঞ্চলে অঞ্চলে গাঁথা
সহযাত্রী সম ; আচারে ব্যাভারে,
ঋতুর বর্ত্তনে বিশেষ ভিন্নতা
নাহি দেখা যায় বলেছি তোমায়।
নীলসিন্ধু-মাঝে রাজে সে দ্বারকাদ্বীপ ;
মরু হ'তে বহুদূর নহে কুরুস্থান।
কোথায় কি ভাব তোমারে করেছে দান,—
প্রাণ খুলে বলো বোন্ শুনিব রহস্য।

ভদ্রা। অমরা স্বামীর ঘর, যেথায় সেথায় ;
অনুরাগে বিরাগে বা তাঁর সুখ দুঃখ অনুভব ;
নহে বিভবে অভাবে কিম্বা রৌদ্র বৃষ্টি হিমে !
তবে দিদি, এই দেশে, নিদাঘে প্রচণ্ড রৌদ্র-তপ্ত-নিশীথিনী,
তন্দ্রা নাহি আসে শুয়ে চন্দ্রশালা-তলে।
শীতে সবে হয় ভীত পরশিতে জল,
তুষার-বারণ তরে কৌষেয় নীশার-ঘেরা
প্রতি ঘরে ঘরে অলিন্দের সন্ধি।
তুলনায়, দ্বারকা-আলয় মলয় নিকটে,
হিম-হর অসীম সাগর-জল;
রবিকর প্রখরতা পুনঃ করে প্রশমিত।
আরো কিছু ?

কৃষ্ণা। বলো না, বলো না !

ভদ্রা। ব্যগ্র নয় কুরুকুল উগ্র সুরাপানে ;

মদিরার পাত্র অত্র সান্ধ্য সহচর,
প্রমোদ-প্রফুল্ল চিত্ত করিতে ঈষৎ।
উৎসবে আহবে যদুগণ মত্ত হয় মধুপানে ;
সীধু সেথা বিধুর উদয় অপেক্ষা না করে।
জান যাদবে অসুরে আছে আদান-প্রদান ;
ব্রজেতে পালিত কৃষ্ণ, শুধু মাধুর্য্য-আধার।
পিতৃগোত্রনিন্দা আনি মুখে পাপে যদি পড়ি,
প্রায়শ্চিত্ত-কড়ি তুমি দিও দিদি।

কৃষ্ণা। কৃষ্ণ-গুণগানে পবিত্র রসনা তোর।

ভদ্রা। কিন্তু]
দিদি, উৎসব-আনন্দে,
দ্বন্দ্ব 'পরে মিলন-মধুরগন্ধে,
ইন্দ্রপুরী মনে হয় এই ইন্দ্রপ্রস্থ ;
জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে সখ্য,
ঐক্য লক্ষ রাজা, ধর্ম্মরাজে দিতে কর,
যক্ষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রত্নের আগার ;
তুমি ভালবাসো ভালবাসে যদুবর,
আর ভালবাসে সে—
কত সুখ, কত সুখ !

কৃষ্ণা। এত সুখে মাখামাখি,
কিছু না রহিল বাকি,
এ এক নূতন ফাঁকি,
মজাইতে বিষয়-বাসনা-যুক্ত মানবের মন।
[এত সত্বরেতে উত্তরণ প্রাপ্ত পারে ;

মোহে হয়ে ভ্রান্ত, শ্রান্তি বোধ ভোগে,
রোগ ব'লে মনে হয় মম।
এ-জীবন রমণীয় অতি—সমতায়।
ভীমা মূর্ত্তি ধরে সীমা নয়নে আমার,
অজ্ঞাত কি অন্ধকার আছে সে আলোর পারে,
ভাবা তার দাঁড়ায়ে দীপ্তির মাঝে।
দেখ ভগ্নী,
অগ্নি-শিখা না হ'লে অধিকা, অন্ধকার করে দূর ;
মৃদু তেজে সে-যে অন্ন করে পাক ;
সেই বহ্নি হয় বিপদ-আকর,
ধূ ধূ যদি জ্বলে' ওঠে।
মধ্যাহ্ন-গগন-তলে ভাস্কর-প্রখর কর,
পরে পড়ে ঢ'লে অস্তাচলে রবি।
ভয় বাসি মনে আমি
নেহারিলে পূর্ণিমানিশির
হাসি শশী করি কোলে ;
মসীর নিশান তুলে ক্ষয় যেন ঘোষে নিজ জয়
গোপনে প্রবেশি পাশে।

ভদ্রা। শুনিনু নূতন নীতি আজি তব মুখে,
ঐশ্বর্য্যের সুখে আশ্চর্য্য আতঙ্ক !

কৃষ্ণা। ঐশ্বর্য্য অসহ্য হয়, অতিশয় ভোগে।
ভ্রমে শ্রমজীবী সুখী ভাবে ধনিগণে।
সেই বুঝে পার্ব্বণের মর্ম্ম,
যেই করে ঘর্ম্মসিক্ত কলেবরে অন্ন উপার্জ্জন।

ভদ্রা। রাজার কুমারী, আজি সম্রাজ্ঞী এ-রাজ্যে,
ত্যজ্য কি তোমার কাছে ঐশ্বর্য্যের তুষ্টি ?

কৃষ্ণা। তুষ্টি ! তুষ্টি কোথা এই অশান্ত তৃষ্ণায় !
চেষ্টা অবিরাম রক্ষিতে সঞ্চিত ;
চেষ্টা দিবানিশি, মসীতে অসিতে
শোণিতে সিঞ্চিত করিয়া ধরণী,
তরণী করিতে পূর্ণ হরণের ধনে,
বিকারের তৃষ্ণা আনে স্বর্ণের শীকার ;
কষ্টের সংসারে আছে তুষ্টিতে মিষ্টতা।

ভদ্রা। কে জানে !

কৃষ্ণা। জানে এই ভগিনী তোমার।

ভদ্রা। তুমি !

কৃষ্ণা। কয়দিন মাত্র ছিনু ভার্গবের ঘরে ;
ভিক্ষায় বঞ্চেন কাল পঞ্চজন তথা ;
দিবসে উপাসী প্রায়, সন্ধ্যায় রন্ধন
কি আনন্দে করিতাম ; সেবা হ'লে সমাপন,
যাইতাম শ্বশ্রূমাতা-পাশে শুশ্রূষা করিতে তাঁর,
করিলে বারণ, অবাধ্য এ বধূ ছাড়িত না পাদপদ্ম।
আনন্দরূপিণী এক কুলাল-দুলালী-"নন্দা" নাম তার,
সন্ধানে-সন্ধানে ফিরিত আমার ;
কর্ম্ম-অবসরে কোনো মতে ধ'রে মোরে
করিত তাহার খেলার সঙ্গিনী।
শিশু কুরঙ্গিণী সম বেড়াইত ছুটে ছুটে ;
চুরি করি আনিত পুতুল আমার কারণ।

দিদি, সে অতুল-দান, ব্রাহ্মণীর বধূতরে
দুখিনীর সে-স্নেহের টান পাবে কি লো এ জীবনে
স্বর্ণ-সিংহাসনে বসি। রাজেন্দ্র-প্রেয়সী,
অঙ্গের ভূষণ করি,
অঙ্গনারঞ্জন মণিহার উপহার !

ভদ্রা। আহা ! এত সম-ব্যথা,
এতই মমতা তব ব্যথিতের 'পরে ?
মনে হয় যেন কৃষ্ণের মতন
সতৃষ্ণ তোমার মন দারিদ্র্যের কষ্ট নিবারণে।

কৃষ্ণা। দারিদ্র্যের রসে সিক্ত মম বিবাহ-হরিদ্রা ;
ভিখারী ধরিল কর মৎস্য বিন্ধি শরে।

ভদ্রা। আমারো বরণে মেশা সন্ন্যাসীর উপন্যাস।

কৃষ্ণা। উপন্যাস ! স্বেচ্ছায় রচিত এক পর্য্যটন-ব্রত ;
নহে অনাটনে তাড়নে বা বিরক্ত বৈরাগ্যে।
স্বয়ম্বরে মলিন অম্বরে,
ভিক্ষার প্রয়াসে ব'সে একপাশে দ্রৌপদীর বর।

ভদ্রা। আহা !

কৃষ্ণা। আহা !
স্বাহায় ঋষির স্বস্তি, গৃহীর "আহায়।"
[শুনি নাই "আহা" কথা কত দিন।
না—না—শুনেছিনু ভানুমতী-মুখে—
"আহা" হ'তে ভয়ানক এক অভিশপ্ত "আহা"।
এবে মহা মহা মহা—কর্ণে অহরহ।
"মহাদেবী" "মহাশূর" "প্রাসাদ মহান্"

"মহোৎসব" "মহোল্লাস" "মহানস"
"মহীপ" "মহিষী" ;—
মহা-মোহে ঘিরেছে আমায় 'মহা' 'মহা' রবে।]
পুনঃ এসেছে ভাবনা,
পাবো না নিকটে আর কৃষ্ণচন্দ্রে,
দৃষ্টি যাঁর পাণ্ডবের ইষ্টে।
চ'লে গেলে হায় যদুরায়,
কার পানে চা'বো, শুধাবো কাহায় ;
কৃষ্ণ চ'লে গেলে পাণ্ডবের কি হবে উপায় !

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ যায় কৃষ্ণা-করে পাণ্ডবেরে করিয়া অর্পণ।
অপরাধী অবিধি প্রবেশে, তবে যাবো নিজদেশে,
শেষের সাক্ষাৎ এই চাহিতে বিদায়।

কৃষ্ণা। (সজল-নয়নে) বিদায়, বিদায় !
ও—কথা যে কাঁদায় আমায়,—
বোলো না—বোলো না—

(অশ্রুজল মার্জ্জনা)

ভদ্রা। দাদা—দাদা—
কাঁদায়ো না দিদিরে আমার।
কি জানি কি হৃদে আজি তাঁর,
অশ্রুভার ভরা ছিল বুকে,
তাই ধারা ঝরেনি নয়নে।
সুখের বাসরে, হাসি অবসর

নেয় নাই আদরে অধরে নিশিতে যাঁহার,
আজি ভার-ভার মুখ প্রভাত হইতে।
ও-দাদা, যেয়ো না যেয়ো না ;
তুমি গেলে দিদি কাঁদিয়ে আকুল হবে,
আমি না—আমি না—

শ্রীকৃষ্ণ। সাধে কি বিদায় চাই,
ছেড়ে চ'লে যাই তোমা সবে দেবী ;—
ভদ্রা আর্দ্র চোখে লজ্জায় লুকায় মুখ,
বুকে নিয়ে সখি, শান্ত করো ওকে।
সাধে কি বিদায় চাই ;
পঞ্চ ভাই সনে বসি একাসনে,
যাচে মন জীবন যাপন
দ্রৌপদী-রন্ধিত অন্ন করিয়া ভোজন।
পুরজন পরিজন প্রিয় পুরুষের,
কিন্তু প্রয়োজন প্রভু তার ;
তাই সে আবার—খুলি দ্বারকার দ্বার,
বার বার ডাকিছে আমায়।
হেথা প্রয়োজন তর্জ্জনী তুলিয়ে
কার্য্যের ইঙ্গিত করে ধর্ম্মরাজে।
উৎসবের রঙ্গে ছিনু আমি সঙ্গে ;
সিংহাসন প্রয়োজন জানায় এখন।
কার্য্যে পূর্ণ মন দিতে নারে পঞ্চজন, যতক্ষণ রহি আমি সাথে।,
তাই প্রয়োজন যাত্রা আয়োজন
করিতে আদেশ দেছে প্রভুশক্তি ধ'রে।

কৃষ্ণা। আর ক'টা দিন পরে—ক'টা দিন পরে—

শ্রীকৃষ্ণ। ক'টা দিন পরে হস্তিনানগরে
যেতে হবে তোমা' সবে নিমন্ত্রণ-রক্ষাতরে।
সুব্যবস্থা ইন্দ্রপ্রস্থে—

কৃষ্ণা। (সোৎসুকা) নিমন্ত্রণ! নিমন্ত্রণ!
কেন এই নিমন্ত্রণ? কেন এই নিমন্ত্রণ?
ব্যস্ত হ'য়ে হস্তিনায় ত্রস্ত আবাহন!
হে কেশব! হে কেশব! এ সব কি-সব?
এত অধিক বিনয় ভালো নয়,
হিংসার আশ্রয় চিরশত্রুব্যবহারে।
দূরে দেখে ব্যাঘ্রে চক্ষু-অগ্রে
লোকে হয় সাবধান, কিম্বা বাণে বিঁধে
বধে তার প্রাণ। কিন্তু পাপ জন্তু সাপ
মাটীতে মিশায়ে আসে, গৃহ ছিদ্রে লভিতে প্রবেশ;
নিঃশেষ করিতে আয়ু অলক্ষ্যে গরল ঢালি।
(ভীতিবিহ্বলকণ্ঠে) কালি!—কালি!—কালি!—
কালি এক কালীমূর্ত্তি দেখেছি স্বপনে।—
যেন অমানিশা ঘনায়ে নির্ম্মিতা;
বদন-করাল লোচন বিশাল,
ভৈরবী-রসনা রক্তে লেলিহান,
শ্রবণে কুণ্ডল মস্তক-মণ্ডল,
মুণ্ডমালা দোলে গলে,
বিবসনা বামা, রসনার ছলে
পরে কটিতটে নরকর-হার,

করে করবাল যেন ধরে কাল,
বিশ্ব-বিকম্পিত হুহুঙ্কার নাদে,
লম্ফে ঝম্পে শ্মশানে করিতে নৃত্য !
হা কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ ! হে গোবিন্দ—গোপীনাথ !
এই কি মৃত্যু—এই কি মৃত্যু ?
মৃত্যু কেন নৃত্য ক'রে গেল নিদ্রিত নয়ন-অগ্রে ?

শ্রীকৃষ্ণ। অই মৃত্যু—অই মৃত্যু !
ভাগ্যবতী সতী তুমি দেখেছ স্বপনে,
কালের সে গোপন-রহস্য।
নবীন ভবনে বাস যবে যাচে এ-জীবন ;
চলে না যৌবন-রঙ্গ জরাজীর্ণ-অঙ্গে ;
জীবের শিবের তরে মৃত্যুরূপী মিত্র, ল'য়ে যেতে আসে তারে
সারল্য-সুরভি-পূর্ণ শৈশব-শরীর-কক্ষে পুনরায়।
আবার আরম্ভ তথা নব অভিনয় ;
শান্ত হাস্য বীর মধুর করুণ রৌদ্র রসের সঞ্চারে।
যে-রূপ হেরিয়ে তুমি হয়েছ সভয়া,
আধিব্যাধি আদি বৈরীচয় পলায় সে-মূর্ত্তি দেখি ।
চাও নাই চক্ষে, তাই দেখো নাই,
অভয়া অভয় কর প্রসারিত দক্ষে।
মাটীর মানবে দেখে গগনে নীলিমা,
বর্ণহীন ব্যোমে কিন্তু ভ্রমে গ্রহ-জ্যোতিঃ।

কৃষ্ণা। বড় অসহায়—বড় অসহায়, সখা ভাবি আপনায়,
"কৃষ্ণ চ'লে যায়"—এই কথা যবে হৃদয়ে উদয় হয় ;
নিশ্চিন্ত পাণ্ডব—বিশ্বাস না হয় মোর।

শ্রীকৃষ্ণ। নিশ্চিন্ত !

নিশ্চিন্ত কে বল সখি এ-বিশ্ব সংসারে ?

চিন্তামণি চিন্তিত আপনি জীবন্ত জগৎ তরে।

আত্ম-নির্ভরতা শক্তির আকর ;

আদেশে আদেশে, নিত্য পরামর্শে,

আপন আদর্শ গড়ে' নিতে নাহি পারে

উচ্চকর্ম্মে ব্রতী জনে।

তুমি সতী, রাখিও স্মরণ,

পাণ্ডব-জীবন রাখিতে জাগ্রত, সৃজন তোমার।

পঞ্চজনে একতা-কাঞ্চন-সূত্রে করিয়া গ্রথিত,

উৎসর্গীতে স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি

জননীর পায়, নারীরূপে এসেছ ধরায়,

সহ্য, ধৈর্য্য, বীর্য্য, শক্তি, দ্রৌপদী-উপাধি ধ'রি।

তুমি সেবা দিবার বিভায় ;

নক্ষত্রের ভূষা তুমি শান্তির উষায় ;

মঙ্গলপ্রদীপপ্রায় বন্দিত সন্ধ্যায় ;

আশার আলোক নিশা-তমসায় ;

মধুর গুঞ্জন গীত ঝটিকাঝঞ্ঝায়

ভীতচিত করিতে রঞ্জন।

নারী সেবা-অধিকারী ;

মনে রেখো, অধিকারী, নহে আজ্ঞাকারী।

অধিকার প্রেয়সীর, অধিকার মহিষীর।

আজ্ঞা মাত্র বহে দাসী,

যন্ত্র সম কার্য্য করে প্রেম-মন্ত্রহীন প্রাণে।

সতী কয়ে পতিসেবা, সে-সেবা প্রেমের আভা,
ভক্তিছলে শক্তির সঞ্চার ;
প্রণয়-কুসুম ঘ্রাণে প্রাণে পশে সেবার আশ্রয়ে।

ভদ্রা। দাদা, নিত্য শুনি নিত্য শিখি সেবা-ধর্ম্ম,
মর্ম্ম সতীত্বের গৃহকর্ম্ম-অবসরে,
ব'সে এই দেবী-পদতলে।

কৃষ্ণা। দেবী !

ভদ্রা। দেবী !—হ্যাঁ—দেবী !
দিদি, তবু দেবী, রাণী বলি নয় ;
দেবের আরাধ্যা তুমি, দেবী এ-ধরায়।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে আসি।

কৃষ্ণা। ভদ্রা ! বোন্ !

ভদ্রা। দাদা—দিদি—

শ্রীকৃষ্ণ। আমি "আসি" বলি' পশি রথে,
তুমি হাসিমুখে "এস" বল সখি ;
যখনি ডাকিবে তখনি দেখিবে ;
আমি ত্বরা হেথা হবো উপনীত ;
এই পীতবাসচিত মিতা-হিত-তরে
আকুলিত চিরকাল।
গোপাল-জীবনে রাখালের সনে,
বনে বনে চরায়েছি গাই।
পদে পদে পড়েছি বিপদে,
ঝাঁপ দিছি হ্রদে দলিতে কালীয়নাগে।
কংস-অত্যাচারে পিতা-মাতা কারাগারে ;

সেই সে-অসুরে করিয়াছি শেষ ;
নিজের কারণ কখনো করিনি রণ ;
তাই নিন্দা ধরি শিরে যাই সিন্ধুতীরে,
জরাসন্ধ-করে মথুরা অর্পণ করি।
শুনে শতাধিক ভূপে রাখে অন্ধকূপে
একচ্ছত্র দাপে পাপে পূর্ণ প্রাণ ;
আর্ত্তের ত্রাণের তরে
মগধে ভীমের গদা বধি[illegible] দুর্ব্বোধে।
সহিয়াছি অত্যাচার যার কতকাল,
সেই শিশুপালে দেখি যজ্ঞবিঘ্নে ব্যগ্র,
ভীষ্মের করিল কুৎসা, ধর্ম্মরাজে দিল গালি,
তাই অন্ত্যেষ্টি-অনল তার জ্বালিনু উৎসবে।

ভদ্রা। একমাত্র রক্তপাত বৃহৎ ব্যাপারে।

শ্রীকৃষ্ণ। ভদ্রা, কিছু রক্ত দিতে হয় শক্তির তুষ্টির তরে।

কৃষ্ণা। অন্ধকারগ্রস্ত হবে ইন্দ্রপ্রস্থ,
ব্রজ-শশী হেথা হ'তে হ'লে পরে অস্ত।

শ্রীকৃষ্ণ। হা—রে ভদ্রা! বল, কেন চোখে জল ?
কি বলিবে লোকে, আঁচল আপন চোখে ;
পাঞ্চালী চঞ্চলা, বিহ্বলা সে শোকে,
তাকায়ে না দেখ' তার পানে!

ভদ্রা। দিদি, দিদি!

কৃষ্ণা। কৃষ্ণ চ'লে যাবে, কি হবে কি হবে!
এই ভাবনায়, ব্রজরায়, এই ভাবনায়,
ভদ্রা, এই ভাবনায়—

শ্রীকৃষ্ণ। কেঁদো না কেঁদো না,
সহিতে না-পারি রোদন-বেদনা
বিদায় বলিতে দলিছে হৃদয়,
নিঠুর নয়নে উঠিতেছে জল।
গোকুলে একদা এমনি ব্যাকুল করেছিল গোপীকুল :
আজি পুনরায় চোখে নদী বয়,
দ্রৌপদী যে চায়——

কৃষ্ণা। মুচেছি মুচেছি নয়নের জল ;
তুমি চ'লে চল রথে, আমি যাই কিছু পথ :—

(কৃষ্ণা ও ভদ্রার গীত)

কৃষ্ণা। তুমি রথ হ'তে দেখো পাছু পথে ফিরে ফিরে।
আমি হাসিব কেশব ভাসিব না আঁখি নীরে ॥

ভদ্রা। (তুমি) বিরসবদনে যেয়ো না যেয়ো না,
সজললোচনে চেয়ো না চেয়ো না ;

কৃষ্ণা। আমি ব্যথা বহিবারে পারি, ব্যথা হেরিবারে নারি,
জান তো হে কানু—আমি নারী ;—

উভয়ে। নারী সহে ধীরে ধীরে ॥

ভদ্রা। (ওহে) দ্বারকার পতি রথে হও রথী,
পাণ্ডবজীবনে তুমি হে সারথি,

কৃষ্ণা। তব যোগাযোগে আমি ভাগ্যবতী,
যে-পথে চালাবে তুমি তার গতি,

উভয়ে। জ্যোতি দেখিব তিমিরে ॥

কৃষ্ণা। (যবে) র'বে এ জীবন
যাবে এ জীবন,
তোমার চরণ,
যেন হে কখন,
নাহি হই সখা পলে বিসরণ,
রেখো হে স্মরণ, সখী আকুল দাঁড়ায়ে
অকূল সাগরতীরে ;

উভয়ে। করুণার আশে, সে হাসে গো হাসে গো,—
ভাসে প্রেম-আঁখিনীরে ॥

সুভদ্রা। ওহে যদুকুলপতি,
হ'য়ে দারুরথে রথী
লহ বিদায়-আরতি
দুজনের জেনো মনের মিনতি,
জেনো হে মোদের মনের মিনতি জেনো হে,
মোদের মনের মিনতি জেনো হে।
হ'লে হৃদিরথে সারথী শ্রীপতি
এ জীবন-রণরথ যাবে না বিপথে
ভ্রমে মোহ-তিমিরে।

পটক্ষেপ

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(দর্শন-সভা)

ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, বিদুর, ভীষ্ম, শকুনি ও কর্ণ।

ধৃতরাষ্ট্র। কি বিনয়! কি বিনয়!
কি বল, সঞ্জয়?

সঞ্জয়। দেব!

ধৃতরাষ্ট্র। এই যুধিষ্ঠিরের কি বিনয়!
আজ-ও যেন সেই বালকের প্রায়।

বিদুর। জ্যেষ্ঠতাত মুখে রটে এ-হেন প্রশংসা
অপার আনন্দে মগ্ন হবে পাণ্ডুপুত্রগণ।

ধৃতরাষ্ট্র। আর দ্রুপদদুহিতা, অতি সুলক্ষণা!
দৃষ্টি নাই চক্ষে লক্ষিতে রূপের ছটা;
কিন্তু স্পর্শে, ঘ্রাণে, কণ্ঠস্বর শুনিয়া শ্রবণে
বুঝিয়াছি সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্য তাঁর, প্রায় অনুপম।
বধূর মধুর মুখে মুগ্ধা মহাদেবী;
স্নেহচক্ষে দেখে মম শতস্নুষা।
দেখ ক্ষত্তা ভাই,
আর কোনো নিন্দা নাহি সাজে দুর্য্যোধনে;
আমার ইঙ্গিতে নয়,
স্বেচ্ছায় মুছিতে যত অতীতের স্মৃতি,
আপনি এ-পুরে আনিয়াছে দিয়া নিমন্ত্রণ,
অন্তরঙ্গভাবে ভ্রাতাগণে বধূর সহিত।

পাণ্ডবের আরামের তরে
কয়দিন অবিশ্রাম ব্যস্ত বৎস—না সঞ্জয় ;—

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

উঁঃ—উঁঃ !
গন্ধপাষাণের বাস আসে কোথা হ'তে ?
কার পদশব্দ ? এ কি দুর্য্যোধন !
চলে গেছে বিভাসের বেলা,
করোনি চন্দন-সেবা ?

দুর্য্যোধন। চন্দনে কি ফল ? অন্তরে অনল জ্বলে—

ধৃতরাষ্ট্র। অহো অনল ! অন্তরে অনল !
কেবলি অনল নয়, হিংসা ঈর্ষা রোষ,
ঘ্রাণে যেন আমি করি অনুভব।
লক্ষ্য করি দেখ তুমি প্রিয়পুত্র চক্ষে,
দেখ না সঞ্চয়—
হিংসা ঈর্ষা রোষ কিম্বা হীন বৃত্তি অন্য কোনো
মিশেছে অনলে ;
নহে গন্ধকের গন্ধ কেন মম শ্বাস রুদ্ধ করে ?

ভীষ্ম। কি হয়েছে দুর্য্যোধন, কোথা যুধিষ্ঠির ?
ভীম কি অর্জ্জুন কেহ নাহি সঙ্গে কেন তব ?

দুর্য্যোধন। বিদরে হৃদয় তব না দেখি যাদের মুখ,
ক্ষণেক বচন যার না শুনি শ্রবণে,
শুথায় পিতার বুক ;
সুখে আছে তারা, সুখে আছে তারা ;

অতি সুখে, মুখোমুখি ভ্রাতায় ভ্রাতায় ;
তুলনা কথায় কথায় ইন্দ্রপ্রস্থ সনে হস্তিনার !

বিদুর। অসম্ভব !
ঐশ্বর্য্যে-মাৎসর্য্য-বোধ অসম্ভব যুধিষ্ঠির-প্রাণে।

দুর্য্যোধন। না না দীন ; অতিদীন যুধিষ্ঠির ;
ক্ষম অপরাধ—ধর্ম্মরাজ !
অতি দীন ধর্ম্মরাজ ;
অবনতশির মুকুটের চাপে ;
ভেঙ্গে পড়ে মেরুদণ্ড রত্নের ভাণ্ডারভারে।
উজ্জ্বল কৌরবকুলে রাজপুত্র আমি ;
ঐশ্বর্য্যের দৃশ্যে মম নয়ন অভ্যস্ত ;
কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থে যে সমস্ত দেখিনু আশ্চর্য্য,
কারুকার্য্য চারুতায় মণি-মাণিক্য-বিভায় ;
বিস্ময়ে বিহ্বলচক্ষু জ্ঞানহারা করিল আমায়।
অন্তর্মুখী আঁখিজল ঝরিল হৃদয় দলি।
অসহ্য সবার 'পরে মাৎসর্য্য ভীমের।
মনুষ্য-মহিষ ওই পাণ্ডুকুলাধম ;
খল-খল হাসে খল,
কুল্লজলে পতিত দেখিয়া মোরে আঁখির বিভ্রমে।

ধৃতরাষ্ট্র। অন্যায়, অন্যায়, এ বড় অন্যায় ;
ভীমের অন্যায় বড়,—না সঞ্জয় ?

ভীষ্ম। তখনি তো সহদেব করেছে তোমার সেবা,
অতিযত্নে দুর্য্যোধন !
কদম্বক্রমের দন্ত হয় কি মলিন,

পার্শ্বের সরসীজলে
কমলদলের হ'লে প্রসারের বৃদ্ধি ?
কেন ক্ষুদ্রচক্ষে কর ইন্দ্রপ্রস্থে দৃষ্টি ?
উৎফুল্ল নয়নে চাহি দেখ ধরিত্রীর পানে ;
তুচ্ছ সবে ভাবে আপনারে,
রাজসূয়ে হেরি এই কৌরব-গৌরব ।

দুর্য্যোধন । কৌরব ! কৌরব !
পরিচর্য্যা কার্য্যমাত্র যজ্ঞে কৌরবের ।
পাণ্ডব, পাণ্ডব, পাণ্ডবের জয়গান সতত সর্ব্বত্র ।

শকুনি । এই জন্য মান্য গণ্য প্রাচীন পুরুষে
বুদ্ধিহীন বলে যুবাজনে ।
পাণ্ডব কৌরব কেন ভাব ভিন্ন ?
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ধৃতরাষ্ট্র নিজে মহারাজ
কথায় কথায় এ-কথার করেন রটনা ।
একে ধর্ম্মরাজ, তাহে পাঞ্চাল-জামাতা, মাথার মাণিক তিনি ।
বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ বলি যুধিষ্ঠির অঙ্কমধ্যে গণ্য ;
তুমি দুর্য্যোধন শূন্যরূপে বসিলে দক্ষিণে,
দশগুণে বৃদ্ধি হবে এ কুলের মূল্য ।
একঅঙ্গে দুই বাহু পাণ্ডব-কৌরব ;
পাণ্ডব দক্ষিণ ভুজ, প্রয়োজন ভোজনে গ্রহণে,
শাসনে অধীনে যাচকে তুষিতে দানে ।
বাম বাহু—

দুর্য্যোধন । কত ক্লেশ বাড়াবে মাতুল,
শ্লেষবাক্য প্রয়োগে তোমার ।

আশীবিষ-বিষে জ্বলে যার দেহ,
কি করিতে পারে তার ভ্রমর-দংশন।
মান—মান—মান মম জীবনের মূলমন্ত্র।
বিনা প্রাণ বিসর্জ্জন,
হতমান দুর্য্যোধন না দেখে উপায় কিছু।
হে মাতুল! বাতুল হইব আমি জীবন রাখিলে।
গরল গরল, গতি নাহি মম বিনা বিষপান।

ধৃতরাষ্ট্র। অ সঞ্জয়—অ সঞ্জয়!
এ কি কথা কয় দুর্য্যোধন?
বৎস, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তুমি
এ-কৌরবকুলে; জন্ম মহাদেবী গান্ধারীর গর্ভে;
কেন এ বিদ্বেষ ভাব?
দ্বেষ্টা জন নষ্ট হয় নিজ কর্ম্মফলে।
তোমার না হিংসা করে কভু যুধিষ্ঠির।
কেমন, বল না সঞ্জয়,
বলো—বুঝাও কুমারে,
হিংসা যার প্রবেশে অন্তরে,
জ্বালা তার কভু না জুড়ায়।
বিষের নিঃশ্বাসে উড়াইয়া দেয়
সাধুপ্রবৃত্তিনিচয়; তিক্ত করে মন,
বিরক্তি স্বজন-সঙ্গ;
নিজ দারা-পুত্রে প্রতিপক্ষ দেখে হিংসকের চক্ষু,
চোরে করে পরধন গ্রহণের ইচ্ছা—নহে রাজা।
রাজ-প্রাপ্য উপহার পেতে যদি সাধ,

নির্ব্বিবাদে কর সপ্ততন্তু যজ্ঞ-আয়োজন ;
কি বলেন কর্ণ মহাশয় ?
হ্যাঁ সঞ্জয় ?

কর্ণ। অঙ্গরাজ্যে রাজা আমি কুরুকৃপাবশে।
সখা-সম্ভাষণে অচ্ছেদ্য বন্ধনে
বেঁধেছে আমায় রাজা দুর্য্যোধন।
কি বুঝিবে এই ক্ষুদ্রজন, যজ্ঞের যোগ্যতা।
কর্ণ জানে একমাত্র নীতি, রাজ-ব্যবহারে রীতি ;
শক্তি রাখিতে দৃঢ় আপন আয়ত্তে,
নিত্য চাই অসি-পরিষ্কার।
ধনুতে না দিলে গুণ ঘুণ ধরে বংশখণ্ডে।
দর্পচূর্ণ তূর্ণ প্রয়োজন,
সীমান্তে অসীম বল হ'লে আয়োজন।
পাণ্ডব—কুটুম্ব, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, জন্ম-মৃত্যু উৎসবসময়।
পাণ্ডব গাণ্ডীব গদা সদা রাখে আপন শিয়রে।
জাতিতে ক্ষত্রিয়, রাজা, ছত্রপতি,
জানে কাপুরুষবৃত্তি এই চিত্তের সন্তোষ।

দুর্য্যোধন। সাধু, সাধু সখা !
সন্তুষ্ট থাকিতে যদি পিতৃদত্ত ধনে,
আমার না হ'তো তা'তে কিছু অপমান।

কর্ণ। কিন্তু অতি উচ্চে তুলিয়াছে শির।
নহে কমলের দল কদম্বের ছায়ে ;
পর্ব্বতে প্রোথিত অশ্বত্থ বিশাল।
রাজসূয়-অবসানে,

ঐশ্বর্য্য-সুলভ বিলাস-বাসনা,
প্রবেশ ক'রেছে এবে পাণ্ডুপুত্র-মনে।
নহে আর মৃগচর্ম্মে ধর্ম্মরাজ ;
যুধিষ্ঠিরে হৃষ্ট করিবারে নৃত্য করে নর্ত্তকীর গোষ্ঠী।
যষ্ঠীরূপ-দাসী গাঁথে ফুলমালা,
দ্রুপদ-বালার কেশে করিতে ভূষণ।
অন্যমন আর চারি জন।
অতর্কেতে আক্রমণ আমরা যদ্যপি—

ধৃতরাষ্ট্র। ধিক্—ধিক্—এ কি কথা!
হ্যাঁ সঞ্জয়, এ-কি কথা!
কাল করিয়াছি রাজ্যদান ;
আক্রোশেতে আজি গিয়ে তাই আক্রমণ!

কর্ণ। কৌরব-ঈশ্বর, গতি এই পৃথিবীর।
যেই হস্তে দৈব করে দান,
সেই হস্তে করে তা হরণ।
যেই সূর্য্যালোকে লোকে লভে দৃষ্টিশক্তি,
স্পষ্টচক্ষু নষ্ট হয় খরতাপে তার।
অনুমতি দিন মহারাজ! অজ্ঞাতে সাজায়ে সেনা—

ধৃতরাষ্ট্র। না—না, না সঞ্জয়।
না—না ;
শকুনি, শকুনি, করো নিবারণ।

শকুনি। হ'লে প্রয়োজন পারি রণ করিবারে।
তবে বুদ্ধির প্রভাবে যদি কার্য্যসিদ্ধি হয়,
শকুনি না যুদ্ধে যায়।

তবে মাতুল কহিলে কথা,
ব্যথা লাগে ভাগিনার প্রাণে।

দুর্য্যোধন। অভিমান, অভিমান,
পদে পদে অভিমান মাতুলের মনে।

শকুনি। বৎস!—রাজেন্দ্র!

দুর্য্যোধন। বৎস, বৎস, বলো বৎস;
ভর্ৎসনা লাগে না ভালো!

শকুনি। দুর্য্যোধন!
আছে অভিমান সমগ্র মানবমনে।
একমাত্র সিংহাসনে আবাস নহেক তার।

দুর্য্যোধন। ক্ষমা কর; যুক্তি যদি থাকে কিছু কহ ত্বরা।

শকুনি। আছে রাজাচার, যুদ্ধে হ'তে দ্বন্দ্বী,
কিংবা দ্যূতে প্রতিদ্বন্দ্বী করিলে আহ্বান,
প্রত্যাখ্যান নিমন্ত্রণ কভু নাহি করে কেহ।
অক্ষে অতিশয় দক্ষ, যুধিষ্ঠির করে অভিমান;
দক্ষতার পরিমাণ হোক প্রত্যক্ষ পরীক্ষা আজি।

দুর্য্যোধন। হেন অন্ধবুদ্ধি গান্ধার ব্যতীত
কুত্র আর না হয় উদ্ভব।
পেয়েছে পাণ্ডব গুপ্তধন, রাজভেট বিলক্ষণ;
বাকি আছে কৌরবের সর্ব্বস্বহরণ,
মাতুলের অকস্মাৎ হইল স্মরণ।
স্থিরবুদ্ধি যুধিষ্ঠির, অক্ষবীর ব'লে খ্যাত;
আমার চঞ্চল করে কভু নাহি পড়ে দান;
উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শতগুণ ক'রে বসে পণ।

কর্ণ। অক্ষে নাহি মম পক্ষপাত ;
আছে বক্ষ, আছে বাহু, দক্ষমাত্র ধরিতে ধনুক।

শকুনি। কে ব'লেছে খেলিতে তোমায় ?
ভূপতি-প্রতিভূ হবে আত্মীয় মাতুল।
তুমি দায়ী মাত্র দিতে পণ, দুর্য্যোধন,
হ'লে মম পরাজয়।

দুর্য্যোধন। চমৎকার! চমৎকার! অভাগা ভাগিনা
প্রাণ ত্যজিতে নিমেষে খুঁজিতেছে বিষ,
হরিষে সরস মন মাতুল চতুর,
পাশার নেশায় চায় আলস্য করিতে দূর।

শকুনি। পাণ্ডবে প্রবোধ দিতে অসির সংকারে
শক্ত নহ এবে ;
মাতৃরক্ত মাতুলে না করহ বিশ্বাস ;
তবে রুদ্ধ-দ্বারে লহ বাস, ফেল দীর্ঘশ্বাস,
কর হা-হুতাশ ; পেলে অবকাশ,
কর্ণ মহেষ্বাস পাশে ব'সে করাবে বিশ্বাস,
ভারত-আকাশে তব যশের উচ্ছ্বাস।

কর্ণ। এক বর্ণ মিথ্যা কভু কর্ণ নাহি করে উচ্চারণ।

দুর্য্যোধন। মাতুল! মাতুল! গান্ধার-কুমার!
মাতার কথায় তুমি
দিতেছ লবণ বুঝি সদ্যঃক্ষত অঙ্গে।

শকুনি। কৌরব-লবণ কিছু গিয়াছে উদরে,
অভাবে কি ভাবে বিচারের নাহি প্রয়োজন ;
দিতে চাই প্রতিদান তার।

দেখ এই করতল, দেখ এ-অঙ্গুলিচয়,
পর্ব্বে পর্ব্বে অঙ্কিত ইহাতে মঙ্গল তোমার।
ইষ্টের দক্ষতা এর দেখাব তোমায়
অক্ষপার্ষ্টি করিয়ে চালনা।
গান্ধারী-সন্ধান শিখে নাই অ-বন্ধুরবাসী।
যে পাশা খেলিব আমি, কৌরব-সভায়
অমর অক্ষরে রবে কাহিনীতে গাঁথা,
ভারতের অক্ষয় পাতায়।
পাশায়—পাশায়—
পাশায় আশাপূর্ণ করিব তোমার।
দ্যূতে বুদ্ধিযুদ্ধ—নাহি রুধিরের রঙ্গ।
বিনা সূচীর আঘাত—
বিনা রক্তপাত
হাসিতে হাসিতে দেবো পাণ্ডবে ভিখারী ক'রে।

ধৃতরাষ্ট্র। এ কি কথা! এ কি কথা কহিছ শকুনি!
অ্যাঁ—সঞ্জয়!

দুর্য্যোধন। জাগালে, জাগালে মাতুল, জাগালে আমায়;
মূর্চ্ছাগত মনে পুনঃ দানিলে চেতনা।
পিতা, এ সুহৃদ্-দ্যূতে চাহি অনুমতি।

ধৃতরাষ্ট্র। ভেবেছিনু হয়েছি নিশ্চিন্ত;
সঞ্জয়—সঞ্জয়!
ভেবেছিনু অন্তরের মলা গেছে ধুয়ে;
পাণ্ডবে এনেছে বাসে
প্রিয়ভাবে করি সম্ভাষণ নিজে দুর্য্যোধন,—

দুর্য্যোধন। ধোয়াতে চরণ তার ভেবেছিলে পিতা ?
মিতা ব'লে করিব আদর, বুঝি করেছিলে মনে ?

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়—সঞ্জয়—কোথায় বিদুর ?

বিদুর। চরণের তলে দাস ;
মুখে ভাষা আনিতে সাহস কোথা বিনা অনুমতি।

ধৃতরাষ্ট্র। বল ভাই, মন্ত্রণাকুশল তুমি কুরুকুলবৃহস্পতি ;
গতি কোথা এ-অন্ধের তুমি না দেখালে পথ !
দ্যূতে কি মত তোমার ?

বিদুর। লক্ষ্মীর বিপক্ষ এই অক্ষ চিরকাল ;
দানবের মায়াজাল মজাতে মানবে।
তীব্রতর সুরা হ'তে পাশার এ-নেশা,
বাড়ায় পিপাসা অর্থনাশ-সনে।
হারে বারেবার, আবার আবার,
দ্বিগুণ দ্বিগুণ পণ, সর্ব্বস্ব হারায়।
পরিধেয় বস্ত্র, ব্যস্ত তাও ফেলে দিতে জুয়ার জোয়ারে।
দ্যূতভূতগ্রস্ত লোকে যদি স্থিরমতি
ক্ষিপ্ত তবে কোন্ জন ?

শকুনি। লিপ্ত যেই রাজকার্য্যে ব্রহ্মচারী ভাণে।
দ্যূতদ্বন্দ্ব কভু নহে নিন্দনীয়,
বন্দিত জনের বাসে।
কৌতুকের উত্তেজনা,
পাশায় ভাসায় মন আনন্দ সাগরে।
নিন্দিত ইতর ব'লে পথের জুয়ারী,
দণ্ড পায় রাজদ্বারে ধূর্ত্ত অপরাধে।

অক্ষক্রীড়া ক্ষাত্রধর্ম্ম শাস্ত্রের আদেশে।
রাজশাস্ত্র—রাজশাস্ত্র,
তণ্ডুলকণায় অন্নে লিখিত তা নয়।

ধৃতরাষ্ট্র। গান্ধার! গান্ধার!
সঞ্জয়—সঞ্জয়, শকুনিরে কর নিবারণ।

দুর্য্যোধন। হয় রণ,—নয় অক্ষ! হয় রণ,—নয় অক্ষ!
নহে উজান যমুনা বহে; সুশীতল তল;
মানহীন জীবনের জ্বালা করিতে নির্ব্বাণ।

ধৃতরাষ্ট্র। বাছা! অন্ধ পিতা তোর;
বুকের পাঁজর তুই তার!
মনে কর্ দশরথকথা,
বনে দিয়ে রামে তখনি নিধন।

দুর্য্যোধন। মান—মান—মান! পিতা—মান!
স্নেহ, মায়া, প্রেম, ভক্তি, অনুরক্তি, সংসারবন্ধন,
তুচ্ছ দুর্য্যোধন-মনে;
বিন্দুমাত্র মানে তার লাগিলে আঘাত।
নহে নারী আমি, চিত্তের বিকারে,
'মরিব মরিব' বলে মুখের ফুৎকার।
সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, নাম ধর্ম্মরাজ;
সত্যবাদী দুর্য্যোধন, নাম কর্ম্মবীর।
পাণ্ডবনিধন, কিংবা প্রাণ বিসর্জ্জন।

ধৃতরাষ্ট্র। না না—না না—অসহায় অন্ধ আমি!
অ সঞ্জয়, অ সঞ্জয়!
বিদুর, বিদুর, সুমন্ত্র সুধীর!

পুত্রহারা ক'রো না আমায়,
বলো দ্যূতে দিতে অনুমতি।
ঐক্য হ'য়ে সখ্যভাবে খেলিবে ক্ষণেক,
তাতে কিবা দোষ?

বিদুর। কিন্তু—

ধৃতরাষ্ট্র। "কিন্তু"র চিন্তার আর নাহি অবসর;
অভিমানী পুত্র মোর,
কি জানি কি করে নিরাশায়!
সঞ্জয়—সঞ্জয়,
রঙ্গশালা খুলে হোক দ্যূতসভা তথা।
ভাগ্যবশে প্রাসাদে অতিথি
কৃতহস্ত বিবিংশতি রাজা সত্যব্রত
আর চিত্তসেন—দক্ষ দুরোদরে,
পক্ষপাতশূন্যচক্ষে ক্রীড়ায় রাখিবে লক্ষ্য।
দিনু অনুমতি দুর্য্যোধন, ত্বরা কর আয়োজন।
নিয়ে চল সঞ্জয় আমায় যুধিষ্ঠির-পাশে।

(দর্শন-সভাবসান)

ভীষ্ম। দৈব, দৈব! বিদুর, দৈব বলবান্।

বিদুর। নহে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনি করিতেন সাবধান,
যুধিষ্ঠিরে নিতে এই নিমন্ত্রণ!

[প্রস্থান।

শকুনি। ভগবান্ সাবধান করেন সতত;
কিন্তু "আমি" এসে হ'লে ব্যবধান,
কয়জন অবধানে শোনে সে ইঙ্গিত?

বেত্রাঘাতে কোনো ছাত্র হয় সংশোধিত,
অন্ধ আত্মগরিমায় অন্যে যায় অধঃপাতে।
বলবান্, ধনবান্, ক্ষণিক ক্ষমতা করি
আপন আয়ত্ত, দৌরাত্ম্য যখনি করে
সাধুশান্ত প্রজার উপর,
শাসনেতে শান্তিরক্ষা তরে
ত্বরা ভূপতি প্রেরণ করে সৈন্য সেনাপতি।
উৎপাত অধিক হ'লে টলে সিংহাসন,
নিজে নরপতি তথা করে গতি,
দুষ্টশক্তি করিয়া দমন, মুক্তি দিতে পীড়িত প্রজায়।
বিচিত্র স্বরূপ ক্ষেত্রে কেন ভাবি তবে,
যদি বিশ্বপতি জগৎ-ঈশ্বর, নররূপে ধরাধামে হন আবির্ভাব;
পৃথিবীতে প্রকাশিতে ধর্ম্মের প্রভাব,
দুঃখীরে করিয়া রক্ষা,
দানব-প্রকৃতিগত মানবে দমন করি।
আকৃষ্ট যত্তপি কৃষ্ণ মেদিনীর পৃষ্ঠে বৃষ্ণিবংশে
অবতার রূপে সাধুজনে দিতে পরিত্রাণ,
শোণিত-পিপাসী সর্ব্বগ্রাসী অসিজীবী জনে করিয়া বিনাশ।
আমি অস্ত্রমাত্র চক্রধারি-করে,
ল'য়ে যেতে ধ্বংসপথে কুরুবংশ-পাংশু নিজ ভাগিনায়।
মান! মান!
অভিমানে হতমানকারী বরিষ্ঠ শিষ্টের।

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

(গুপ্ত-সংবাদগ্রহণে আদিষ্টা চেটী-কতিপয়ের অতি ধীরপদে প্রবেশ ও প্রাচীরছিদ্র-গবাক্ষ, তিরস্করণী প্রভৃতি অন্তরাল হইতে দৃষ্টিক্ষেপে অক্ষগৃহের অভ্যন্তরদর্শন ও ইতস্ততঃ লুক্কায়িত রহিবার প্রচেষ্টা)

(গীত ও নৃত্য দ্বারা উক্ত ভাবাদি অভিনয়)

ঠারে-ঠারে ক’য়ে কথা
　　আড়ে-আড়ে দেখে যাই।
চুপি-সাড়ে তাড়াতাড়ি
　　এ-বাড়ী এসেছি তাই ॥

(নেপথ্যে বহুকণ্ঠে-হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ—হাস্য)

ওমা, একি হাসি—কা’রা হাসে !
মাগো, হাসি যেন খেতে আসে।
দেখিস্, আশে-পাশে কেউ না আসে,
তরাসে বুক কাঁপে লো পাছে ধরা পড়ি ছাই ॥

(নেপথ্যে পুনর্ব্বার হাস্য)

আবার অই হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।
উহুঃ, কাঁটা দিয়ে ওঠে গা,
ধর্ম্ম বুঝি সব হারালে—যাঃ,
মামা মাৎ ক’রেছে বাজি দিতে জানাইগে ভাই ;
পা টিপে-টিপে স’রে প’ড়ে ছাড়ি পাপ ঠাঁই ॥

[প্রস্থান।

[ভীমার্জ্জুনের প্রবেশ]

অর্জ্জুন। চিরস্থির যুধিষ্ঠির আজি ছন্নমতি ;
কোথা সে-জ্ঞানের জ্যোতি, ধর্ম্মের বিভূতি ;
উন্মাদের প্রায় রক্তবর্ণ চক্ষু,
বিস্ফারিত আঁখিতারা ;
বঙ্গজে-রঞ্জিত মঞ্জু নাসিকার শেষ,—
উগ্র সুরাপানে যথা।

(নেপথ্যে হাস্যধ্বনি)

ভীম। অই, অই, হারিল হারিল, পুনঃ হারিল পাণ্ডব।
বৃথা দিগ্বিজয়—বৃথা বলক্ষয়,
বৃথা এ সঞ্চয়শক্তি, রাজ্যের বিস্তার।
হাসিতে হাসিতে যেন হরে' নিল সব,
যত্নেতে রক্ষিত যত রত্নের ভাণ্ডার,
অস্থিতে অক্ষের রেখা করিয়া গণনা।
কেন এলো এ ঐশ্বর্য্য, মাৎসর্য্যের ধৈর্য্যহারী বীজ।
জ্যেষ্ঠতাত অনুমতি ! কোন্ ধর্ম্ম রক্ষা হয়
পাপকর্ম্মে অনুমতি করিলে পালন ?

[অর্জ্জুন। অক্ষে পাপ ব'লে নাহি করে গণ্য রাজার সমাজ।

ভীম। লোভের তাড়নে প্রবোধিতে মনে,
ভদ্রতার আখ্যা পেলে দ্যূতের এ উপদ্রব।
একগুণ ঋণ দিয়ে শতগুণ বৃদ্ধি নিলে
ধৃতরাষ্ট্র পাশার পাট্টিতে]
নষ্ট ভণ্ড দৃষ্টিহীন পূর্ব্বজন্ম দুষ্কৃতির ফলে।

অর্জ্জুন। গুরুজন—গুরুজন ভাই !

ভীম।　তথাপি দুর্জ্জন।
ভিখারী করিতে চায় ভ্রাতার তনয়ে।

অর্জ্জুন।　পূর্ব্বে ঘুরিয়াছি পথে পথে,
ল'য়েছি আশ্রয় বৃক্ষপাদমূলে,
দুঃখিনী জননী সনে পঞ্চভাই মিলে।
এবার কাঁপিছে বুক স্মরি যাজ্ঞসেনী-মুখ;
চির সুখী রাজার দুহিতা!
লজ্জায় লুকাবো কোথা তারে সাথে লয়ে।

ভীম।　অর্জ্জুন!—অর্জ্জুন!
ভুলে যাব শিষ্টাচার, কনিষ্ঠের কর্ত্তব্য ব্যাভার;
বহাবো রক্তের নদ ভেসে যাবে সব সভাসদ তায়।
ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরাদি যুধিষ্ঠিরে না করিব ক্ষমা।

(নেপথ্যে হাসি)

এ কি হাসি খল খল,
অনল-উত্তাপ আসে হাসির বাতাসে!

অর্জ্জুন।　স্থির হও, স্থির হও, আর্য্য!
[নহে বীর কার্য্য প্রভুত্বশক্তির হত্যা!
ব্যক্তির ক্ষতির তরে যুক্তি নয়
সমাজবন্ধন ক'রে দিই ছিন্ন।
প্রভুত্বে প্রতিষ্ঠা মোরা করিয়াছি জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরে;
আজ্ঞাবাহী তাঁর সত্যের রক্ষণে।]
চল যাই, দেখি গিয়া কি হয়েছে এতক্ষণ!
হা কৃষ্ণ, পাণ্ডব-জীবন!
তব দূরদৃষ্টি করে'নি কি লক্ষ্য অক্ষ উপলক্ষে এই সর্ব্বনাশ!

[ভীম। পরীক্ষক সদা পক্ষপাতহীন।
বিশেষতঃ দীনের সহায় কৃষ্ণ ;
রাজা হবে শক্তিমান্ আপনা রক্ষিতে।
দরিদ্র-কুটীরে প্রথম উদয় কৃষ্ণ
পাণ্ডবে ভেটিতে।]

[ভীমার্জ্জুনের প্রস্থান।

(ভীষ্ম ও বিদুরের প্রবেশ)

[বিদুর। প্রথমেতে ধর্ম্ম কিছু হয়নি সম্মত
অক্ষদ্যূতে হইতে প্রবৃত্ত ;
কিন্তু প্রজ্ঞা-চক্ষু বার বার নিজ আজ্ঞা
করিলে প্রকাশ, গুরুবাক্য লঙ্ঘিবারে
না হ'ল সক্ষম। বিশেষতঃ—
ভীরুতা-কলঙ্কভয় করে ক্ষত্র মাত্র ;—
ভীষ্ম। অক্ষপ্রিয় চিরদিন পাণ্ডুর প্রথম পুত্র।
অক্ষের দক্ষতা দেয় বুদ্ধি-পরিচয়
সচিবনিচয় কয় চিরদিন।
দ্যূতের দৌরাত্ম্য অতি মস্তিষ্কমাঝারে,
মত্ততা খেলায়ে যবে আনে পরাজয়।
নষ্টপণ করিতে উদ্ধার, বুদ্ধির বিচার,
হারায় প্রভুত্ব তার মনের উপর।
সর্ব্বস্ব হারালে তত ক্ষতি নাই ;
কিন্তু যুধিষ্ঠির আত্মহারা ;
সত্য বলি ক্ষত্তা—যুধিষ্ঠির আত্মহারা,

এ দেখে যে কি ব্যথা বেজেছে বুকে,
মুখে তা' বলিতে নারি।]

(নেপথ্যে হোঃ হোঃ হোঃ হাসি ও জিতং জিতং শব্দ)

শকুনি চীৎকার করে অতি অমঙ্গল !
[ভীম ভুজবল, অর্জ্জুনের ধনুকটঙ্কার,
শঙ্কার কারণ বটে বিপক্ষের পক্ষে ;
কিন্তু মূলধন পাণ্ডবের—
অক্ষয় অমূল্য দান বিধাতার,
অবিচল ধর্ম্মবুদ্ধি যুধিষ্ঠির-মনে।
সে হোলো চঞ্চল—
হায়, সে হোলো চঞ্চল, চঞ্চলার অঞ্চল-দোলনে।

বিদুর। অথবা—
দুর্জ্জনে দমিতে বিধি উর্দ্ধে তোলে তারে,
পাতনের আঘাতেতে ক'রে দিতে চূর্ণ।]

ভীষ্ম। দক্ষিণ কি বাম পাঁজর ভাঙ্গিবে মোর
একের পতনে।
আরো কত দৃশ্য ভীষ্ম দেখিবি নয়নে
মৃত্যু-ইচ্ছা বীতরাগে আসিবার আগে।

বিদুর। যাবেন কি সভাভাগে ?

ভীষ্ম। এস—কিঞ্চিৎ নিঃশ্বাস ছেড়ে আসি বিমুক্ত বাতাসে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

সুসজ্জিত রঙ্গশালা

(মধ্যে সিংহাসনে উপবিষ্ট ধৃতরাষ্ট্র, পার্শ্বে—সঞ্জয়, দক্ষিণে—দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি সচিববৃন্দ ; বামভাগে—দ্যূতাধ্যক্ষগণ—সভাসদ্গণ নগরবাসীগণ উভয় পার্শ্বে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট। কক্ষতলে পাশাখেলায় নিযুক্ত যুধিষ্ঠির ও শকুনি এবং উভয় পার্শ্বে যথাস্থানে অন্য চারি পাণ্ডব ও দুর্য্যোধন কর্ণ বিকর্ণ প্রভৃতি— যথোপযুক্ত দ্বাররক্ষক ব্যজনকারী ও অন্যান্য পরিচারকবর্গ যথাস্থানে দণ্ডায়মান)

যুধিষ্ঠির। কি হেতু নিবৃত্ত হবো ?
অযুত প্রযুত পদ্ম অর্ব্বুদ নিখর্ব্ব—
অসংখ্য অসংখ্য ধন আমার ভাণ্ডারে।
এইবার বুঝিব তোমায়।
পুর-জনপদ-ভূমি এক লক্ষ অষ্ট শত
সুবর্ণ-পূরিত কুম্ভ অগণ্য হিরণ্যরাশি
করিলাম পণ।

শকুনি। ভাল, কর নিরীক্ষণ ;
কৃতহস্ত, বিবিংশতি, রাজা সত্যব্রত,
দ্যূতাধ্যক্ষগণ, ভাল ক'রে কর নিরীক্ষণ।
চাতুরীর অক্ষ নয়, করের দক্ষতা।
এই—এই—এই জিতিলাম।

(দুর্য্যোধন ও সপক্ষবর্গের উল্লাস ও হাস্য)

ধৃতরাষ্ট্র। (সোদ্বেগ) কিং জিতং কিং জিতম্ ?
এ্যাঃ—সঞ্জয়।

সঞ্জয়। কুরুরাজ দুর্য্যোধন।

ধৃতরাষ্ট্র। ভাল, ভাল ; না সঞ্জয় ?
দুর্য্যোধন ধর্ম্মপরায়ণ ;
না সঞ্জয়, তাই দেবতা সদয় সদা
মম প্রিয় পুত্রের উপর।

বিকর্ণ। যুধিষ্ঠির-পরাজয়ে আনন্দ অপার,
দেখি অনেকের মনে।

ধৃতরাষ্ট্র। না—না—কারো পরাজয়ে নয়, কি বল সঞ্জয় ?
অক্ষের এ-রীতি কভু জিতে এক পক্ষ কভু বা অপর।

বিকর্ণ। প্রেতের অস্থিতে গড়া পাষ্টি মাতুলের,
এক পক্ষে চক্ষু আছে করিয়া বিস্তার ;
ভূতে লুটে আনিতেছে পাণ্ডব-ভাণ্ডার।
না হোলে লোহার কায়া কেবা রাখে ছায়ার এ-মায়া দান !

ধৃতরাষ্ট্র। এ্যাঃ—সঞ্জয় !—কি বলে বিকর্ণ ?
বিকর্ণ না—াঃ—াঃ ! বালক—বালক !
যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন ভিন্ন কি আমার চক্ষে ?
যুধিষ্ঠির কিংবা দুর্য্যোধন, ইন্দ্রপ্রস্থে যে হোক রাজন্.
একই কথা, একই কথা, না সঞ্জয় ?
আর হস্তিনায় দুর্য্যোধন, দুর্য্যোধন ;
চলুক চলুক খেলা ; বেলা বুঝি অবসান !

সঞ্জয়। সন্ধ্যার বন্দনা-গান হয়ে গেছে কিছুক্ষণ।

ধৃতরাষ্ট্র। শুনি নাই—শুনি নাই, ছিনু অন্ধ-মন ;

জিতং জিতং রবে চিত্তহারা হ'তে হয়,
কি বল সঞ্জয় ? হাঃ হাঃ—প্রদীপ্ত প্রদীপ এবে ;
তৈলের সুঘ্রাণ পশিছে নাসায়।
সন্ধিক্ষণে ভাগ্য ফেরে ;
আমার স্নেহের ধর্ম্ম জিনিবে এবার।

যুধিষ্ঠির। প্রণিপাত, প্রণিপাত জ্যেষ্ঠতাত !
হারি-জিনি নাহি জানি পণ ক'রে যাই।
পণ—পণ—পণ ;
সিন্ধুপারে আছে মম রজত-কাঞ্চন,
মাণিক্য রতন—

শকুনি। বহুক্ষণ, বহুক্ষণ, বহুক্ষণ,—
দুর্য্যোধন জিনেছে সে-সব।
গজ বাজী রথ আসিয়াছে একপথে কুরু অধিকারে।
স্থির কর মতি, ভূমিশূন্য হে ভূপতি !
(দুর্য্যোধনের প্রতি)
ঐশ্বর্য্যের ভোজ্য দিছি প্রচুর প্রচুর ;
জীর্ণ কর, জীর্ণ কর, রাজা দুর্য্যোধন।
আবার, আবার খেল, আবার আবার ;
আশার উদর নাহি পূরে কদাচন।
মদিরা-সমান এই কাঞ্চন-অর্জ্জন,
পানের উপরে পান বাড়ায় পিপাসা ;
চেতনা এ-দেহে থাকে যতক্ষণ—
কাঞ্চন—কাঞ্চন ; পরে—

দুর্য্যোধন। কে জানে কি হবে পরে দূর দুরান্তরে ;

বর্ত্তমান—বর্ত্তমান ;—
মূর্ত্তিমান্ মহানন্দ ভোগের ভাণ্ডারে বসি
ভিখারীরে হেরি।

দুঃশাসন। মাঝে মাঝে মাতুলের আসে ধর্ম্মজ্ঞান।

কর্ণ। মুখোমুখি ব'সে কি না ধর্ম্মরাজসনে!

শকুনি। মজ্জাগত ব্যাধি বৎস, মজ্জাগত ব্যাধি।
লজ্জায় মরমে মরি ; এত সাধুসঙ্গ যোগে
রোগের না হোলো উপশম।
তবে কি খেলায় ক্ষান্ত দেবে ধর্ম্মরাজ ?

যুধিষ্ঠির। কি আর করিব পণ ; কিছু তো আসে না মনে ;
কিছু তো আসে না মনে—
গিয়াছে গজতা ;
শূন্য অশ্বশালা ; গাভীর গোয়াল ;
রত্নের ভাণ্ডার, বস্ত্র অলঙ্কার ;
দাস দাসী রাজ্য, ইন্দ্রপ্রস্থ-বাস।
কাঙাল ক'রেছি অনুজ ক'জনে ;
নাহি পর্ণশালা,
জীর্ণবাসে নিদ্রাপাশে ভুলিতে ক্ষুধার জ্বালা।

কর্ণ। অসিদ্বন্দ্ব অক্ষদ্বন্দ্ব যুদ্ধ সমতুল।
সৈন্যের বিনাশে, সেনাপতি কবে
নিভায়ে যশের জ্যোতি, প্রাণ ল'য়ে করে পলায়ন ?

যুধিষ্ঠির। মম প্রাণ প্রয়োজন ?

দুর্য্যোধন। কিছুমাত্র নয়, বৃথা সৎকারের ব্যয় ;
অশৌচগ্রহণ হেন শুভগ্রহ সঞ্চার সময়ে।

ভাগ্যের লক্ষণ ফিরে ক্ষণেক্ষণ ;
পাশা কি দেয় না আশা হৃদয়ে তোমার ?
একদানে রাজ্যধন পুনঃ পার জিনে নিতে।

যুধিষ্ঠির। পারে কি অর্জ্জুন, তব অগ্নিবাণ করিতে সন্ধান,
শুভগ্রহ মম আছে লুকায়ে কোথায় ?
ভাল, কিছু নাই, কিছু নাই আমার বলিতে।
করিলাম আত্মপণ।

সভাস্থ সকলে। (সবিস্ময়ে) আত্মপণ ! আত্মপণ !

যুধিষ্ঠির। হ্যাঁ-হ্যাঁ—আত্মপণ !
যদি কিছু নাই এ-জগতে আমার বলিতে,
এখনো তো আছে যুধিষ্ঠির ;—
সেই যুধিষ্ঠির পণ এইবার।

ভীম। কিছু নাই, কিছু নাই, কিছু নাই আমার বলিতে ?
কারে কবে বিক্রয় ক'রেছ ভীমে ?
অর্জ্জুনে দিয়েছ দান ?
কতদিন মাদ্রীসুত হ'য়েছে তোমার পর ?

যুধিষ্ঠির। ভাই—ভাই—কাঙাল করেছি, পথে বসায়েছি,
আর কেন—আর কেন আর কেন শাস্তি দাও
এই দ্যূতভূত-গ্রস্তে ?

সহদেব। আর্য্য ! অতি সত্য তত্ত্ব উচ্চারিত মধ্যমের মুখে।
জ্যেষ্ঠ ব'লে শ্রেষ্ঠ তুমি,
সেবা-অধিকারী অনুজ সবার ;
যথা যুধিষ্ঠির তথা ভ্রাতৃচতুষ্টয়।

যুধিষ্ঠির। কিন্তু, কিন্তু এ-কি পণ ?

নহে মুকুতা মাণিক্য স্বর্ণ, মেদিনীর মাটী
নহে গজবাজী, দাসদাসী সেবার জীবিত যন্ত্র !
এ-কি পণ ! এ-কি পণ ! মানব—মানব !
প্রণবে পবিত্র আত্মা ক্ষত্রিয়-সন্তান, রাজপুত্র—

ভীম। হয়ে যাক বলি সমাপন ; অকারণ চিন্তা এই—

যুধিষ্ঠির। স্থির হও, স্থির হও ভাই !
হ্যাঁ—হ্যাঁ, ভাই, ভাই স্নেহের পিপাসী মাত্র,
অন্য কোনো অধিকার নাই ; তবে শান্ত, হে সুজন,—
নগণ্য পণ্যের প্রায় পাশায় করিব পণ ?

অর্জ্জুন। ক্ষান্ত হোন ক্ষান্ত হোন প্রভু,
কানাকানি করে অন্য পক্ষ ;
চাপে না শ্লেষের হাসি রাধেয়-অধরে।
খেলা ফেলে চ'লে গেলে যদি অপমান,
করুন অনুজ সহ ধর্ম্মরাজে দান।

যুধিষ্ঠির। ঠিক—ঠিক—(অর্দ্ধোন্মত্তভাবে)
ভাল, গেছে রাজদণ্ড প্রতাপ প্রচণ্ড,
লুণ্ঠিত ভাণ্ডার—

(নেপথ্যে ভীষ্ম ও বিদুরের প্রবেশ)

সপাঞ্চালী পাণ্ডব এবার পণ।
যাক—সব শেষ হোক হাড়ের এ-খড়-খড় রব।

ভীষ্ম। এ কি ! এ কি পণ ! সত্য এ-কি পণ !

ভীম। অনৃত বচন ধর্ম্মরাজ
কখনো কি করিয়াছে উচ্চারণ ?
ফেল পাষ্টি, যুধিষ্ঠির-তুষ্টগ্রহ শকুনি মাতুল।

ধৃতরাষ্ট্র। অঃ সঞ্জয়—অঃ সঞ্জয় !

শকুনি। (পাশা ফেলিয়া)
জয়—জয়—কৌরবের জয় !
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব তোমার ;
যথা ইচ্ছা কর দুর্য্যোধন !

দুর্য্যোধন। মাতুল ! মাতুল ! অতুল মহিমা তব।
কৌরবে গৌরব দিতে তোমার সৃজন !

শকুনি। অতুল মহিমা মম ? ঠিক,—অতুল মহিমা মম।
(একান্তে) হ্যাঁ—আমার সৃজন
তোমারে পাঠাতে কোনো প্রসিদ্ধ প্রদেশে।

দুর্য্যোধন। সখা, আজ্ঞা দাও জঘন্য প্রহরিগণে
ল'য়ে যেতে ভীমে নগরসীমার পারে ;
ডুবাতে মহিষমুণ্ড দুর্জ্জাত দাসেরে
গোজলের কুণ্ডে ; জীবিকার তরে পরে
সেবায় ভজিবে রাজগজাজীবে।
যুধিষ্ঠির—ধর্ম্মরাজ, দাও ধর্ম্মকাজ ;
গোশালার জঞ্জাল করিবে দূর।
এবার অর্জ্জুন—বহুগুণ, বহুগুণ !
বিনা সব্যে দিব্যতূণ ;
আর কোন্ কাজে
নিপুণ আমার দাস পাঞ্চালীবল্লভ,
জান কিহে সখা ?

কর্ণ। তোমার এ ভৃত্য শুনি নৃত্য করে চমৎকার ;
আঁখি ঠারে নারী নাকি হারে !

রাজপুর বারাঙ্গনাগণে রঙ্গ-শিক্ষাভার
জিতেন্দ্র গাণ্ডীবচন্দ্রে করিলে অর্পণ—

দুর্য্যোধন। সাধু, সাধু, কর্ণ বিনা কর্ণে মম
হেন মধু কেবা ঢালে আর ?
ব্যর্থ বিদ্যা নাহি হবে পার্থ ;
সত্ত্ব দিব সপ্ততন্ত্রী মুরজ মন্দিরা।
কুলের মুকুল দু'টি নকুল ও সহদেব,
কাঞ্চন-করঙ্ক মম পানপাত্র আর,
বহনের ভার দোঁহার উপর।

ভীম। হেন হীন জন্মে ভদ্রকুলে !
হা ধিক, পালিত দাসী-উরুদেশে বাল্যে,
নহে গান্ধারী মাতার কোলে।
আর কর্ণ! স্বর্ণ-গর্ভজাত তুমি নাহিক সংশয় ;
নহিলে হ'তে না খ্যাত দাতাকর্ণ নামে ;
কিন্তু দুগ্ধদোষে মুগ্ধ তুমি প্রভুত্বের প্রেত-প্রেরণায়।
মানী দুর্য্যোধন! মানী দুর্য্যোধন! কর সবে নিরীক্ষণ ;
এক জন্মদাতা দুজনের জনকের,
দুজনেরই পিতা করিয়াছে একগর্ভে বাস ;
কর নিরীক্ষণ, অই ভৃত্যের ভ্রাতায়।

(দুর্য্যোধন প্রভৃতির উচ্চহাস্য)

এই পাপের আনন্দ হাসি
একদিন শ্বাসরোধ ক'রে দেবে তোর।
জ্যেষ্ঠতাত, কতদিন লিখেছেন
"সেবকশ্রী" অই তনয়ের পায় ?

কর্ণ। গোত্রগর্ব্বছলে সূতপুত্রগলে একদিন
মালা দিতে অবহেলা করেছেন যিনি,—
সেই গরবিণী পাঞ্চাল-নন্দিনী এবে
কি ভাবে তোমার সেবা করিবে রাজন্ ?

অর্জ্জুন। হীনমতি! প্রতিহিংসা নারীর উপর !

কর্ণ। রাজস্বগ্রহণকার্য্যে স্মৃতিজাগরণ,
সচিবের ধর্ম্ম চিরদিন।

ভীম। স্বধর্ম্ম করিয়া রক্ষা কৌটিতক্ষ-কর্ম্মে
হ'তে যদি দক্ষ, দারু চিরি কারুকার্য্য
করি সমাধান, শিল্পী বলি পাইতে সম্মান ;
গৃহসজ্জা-উপাদান করিয়া নির্ম্মাণ,
সমাজের কাজে আজি হইতে সহায়।
নির্ব্বাণ হয়েছে বুঝি ক্ষত্রভুজতেজ,
তাই সূত্রধর করে ধরে ধনুর্ব্বাণ,
রাজন্যসমান বসে
পাত্র-পরিচ্ছদে করি গাত্র আবরণ।

দুর্য্যোধন। বর্ণ-অভিমানে কর্ণে করি অপমান,
বুদ্ধিমান্ ব'লে বড় দিছ পরিচয়।
ধৃতবক্ষে বিধিকৃত বীরের কবচ,
ভূমিষ্ঠ ভূষিত হ'য়ে রাজটীকাভালে,
অঙ্গরাজ ব'লে যাঁরে ক'রে আলিঙ্গন,
দৃষ্টিমাত্র সখা ব'লে মিষ্ট সম্ভাষণ
করিয়াছে দুর্য্যোধন, তাঁকে কি চিনিতে পারে,
বন্য সম গণ্য দৈন্য-মন জন।

মানব-বিজ্ঞানবুদ্ধি করি উপহাস্য
অদ্ভুত রহস্য যেন সময়ে সময়ে,
দেখান বিধাতা বুঝি সৃষ্টিমাঝে তাঁর।
শশাঙ্কে কলঙ্ক তাই পঙ্কেতে কমল ;
শুক্তিগর্ভে মুক্তা ফলে সুযুক্তি-বিরোধী ;
শিখী করে কেকারব, কোকিল কুহরে।
ধীবরী পীবরীগর্ভে ব্যাসের জনম ;
সুশিষ্টা সুন্দরী নয় বশিষ্ঠজননী।
বলো সখা, কিবা মম প্রাপ্য ?
আর কিবা প্রাপ্য, স্মরণ না হয়।

কর্ণ। চির ধর্ম্মময় যাঁর পরিচয়,
সুধাও তাঁহারে সখা,
একা কি পাণ্ডব-পণ ?
কিম্বা অন্য প্রিয়জন নাম উচ্চারণ করি
সভার্য্যা সানুজ নিবেদন করেছেন আপনায় ?

সভাস্থ সকলে। (সবিস্ময়ে) সে কি ! সে কি !

শকুনি। হ্যাঁ—হ্যাঁ—যেন—যেন—
হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ'তেছে স্মরণ।
না—না—যুধিষ্ঠির—
বলেছিলে "সপাঞ্চালী-পাণ্ডব এবার পণ—"

ভীম। এ কি কথা জ্যেষ্ঠ ?

যুধিষ্ঠির। তৃষ্ণা—তৃষ্ণা—পানীয়ং দেহি মে।

[অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের শুশ্রূষা]

কর্ণ। সাক্ষ্য ভীষ্মদেব—
পণ উচ্চারণকালে সভাস্থলে প্রবেশ যাঁহার।

ধৃতরাষ্ট্র। না—না—পিতা, পিতা, এ কি কথা ?

ভীষ্ম। কোনো কথা কেহ নাহি জিজ্ঞাস আমায়।
অক্ষেতে উন্মত্ত বাক্যে সাক্ষ্য দিতে
সত্যব্রত নাম নাহি ধরি।

(ভীষ্মের ও বিদুরের অপসারণ)

দুঃশাসন। যথেষ্ট যথেষ্ট ;
এ-অধিক কত স্পষ্ট আর প্রয়োজন।
আমি যাই দাসীরে আনিয়া দিতে রাজ-পদতলে।

[প্রস্থান।

ভীম। রাজার নন্দিনী রাজ্যেশ্বরী যাজ্ঞসেনী,
দাস-দাসী গজ-বাজী সনে
তাঁর পুণ্যনাম করেছে কি উচ্চারণ
উন্মত্ত রসনা ওই পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠের ?
অর্জ্জুন ! অর্জ্জুন ! এ-কথা কি বিশ্বাস্য তোমার ?

অর্জ্জুন। পিতামহ প্রতিবাদে হইয়া অশক্ত,
বিরক্তিতে ত্যজিলেন সভাতল।

ভীম। পুরুষ বলিয়া দিই পৃথিবীতে পরিচয় ;
নারী-নির্য্যাতন এ নয়ন দেখিবে না কভু।
পরিচর্য্যা-প্রত্যাশায় করি নাই ভার্য্যারে গ্রহণ ;
রক্ষণের ভার তার বিপদে বিপাকে,
পীড়নে কি অত্যাচারে অর্পিত পতির 'পরে।

অসহ্য হ'য়েছে পার্থ,
ক্ষত্রনাম ব্যর্থকারী জ্যেষ্ঠের এ নষ্ট আচরণ;
অগ্নিকুণ্ড করি' প্রজ্জ্বলন,
দগ্ধ করি' দিব অক্ষক্ষেপ-পটু ওই ভুজযুগ।

অর্জ্জুন। কেন ভুলে যাও দেব, কেন ভুলে যাও,
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ চিরদিন।

ভীম। আর উচ্ছিষ্ট কি ধর্ম্মপত্নী সংসারের রত্ন?

যুধিষ্ঠির। অতি সত্য যুক্তি তোমার এ উক্তি মধ্যম আমার!
করো দগ্ধ এই দুরাচারে।

(দ্রৌপদীকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক দুঃশাসনের প্রবেশ)

কৃষ্ণা। ছিঃ! ছিঃ! ছাড় ছাড়, এ যে সভা!
পুরুষের চক্ষু চারিধারে।
কি লজ্জা! কি লজ্জা! বিগলিতা সজ্জা স্খলিতা কবরী,
বিনা আবরণ, দেখে গুরুজন, পারিষদগণ।
ছাড়, ছাড়, ছেড়ে দাও হাত;
দেবর আমার তুমি সোদর সমান।
কুরু-কুলবধূ আমি—

দুঃশাসন। দাসী! দাসী! দাসী!

কৃষ্ণা। (হস্ত ছিনাইয়া) দাসী! দ্রুপদ-দুহিতা! পাণ্ডব-মহিষী,
দাসী আমি! কে সাহসী হেন সম্বোধনে?

দুর্য্যোধন। পণে তোরে হারিয়াছে যুধিষ্ঠির;
দাসী তুই এবে, দাস পঞ্চপতি তোর;
পঞ্চপতি—পঞ্চপতি—বুঝিলে পাঞ্চালী?

কৃষ্ণা। পণ! দ্যূত! কে করিল বুদ্ধিচ্যুত ধর্ম্মরাজে?
দ্যূতে কে প্রবৃত্তি দিল?

ভীম। মৃত্যু হ'তে শক্র তাঁর সত্য-অনুরাগ।

অর্জ্জুন। শান্ত, শান্ত, আর্য্য!

দুঃশাসন। কি আদেশ নর-রায়;
আর্য্যা ভানুমতী-পায়, পাণ্ডব-জায়ায়,
করিব কি সমর্পণ সেবার কারণ?

(কৃষ্ণার হস্তধারণ)

কৃষ্ণা। (হস্ত ছিনাইয়া) তিষ্ঠে কে, কেশরীপৃষ্ঠে বিনা দুর্গা দশভুজা,
শ্যামা বই দেবী কই দাঁড়াতে শিবের বক্ষে!
শমনশাসনপটু বীর দশানন
ক'রেছিল জানকীহরণ বলে;
কিন্তু, পারে নাই সীতারে করিতে ভীতা,
অথবা নমিতা, চেড়ী-বেত্রাঘাতে।
শিশু-গোষ্ঠীমাত্র যেই ষষ্ঠীর অধীন,
মার্জ্জার বাহন তাঁর।
দ্রুপদ-দুহিতা আমি পাণ্ডব-বনিতা,
সক্ষমা কি কি ভানুমতী সহিতে আমার সেবা?
হীনশিলা ফেটে যায়,
তেজস্বী ব্রাহ্মণ যদি পূজা দেয় তায়।
ভেসে যায় ঐরাবত জাহ্নবীর বেগে;
বিজলীর আলিঙ্গনে আর্ত্তনাদে কাঁদে মেঘ,
অশ্রুজলে ভিজায় ধরণী।

বিকর্ণ।　(ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি)
তাত ! তাত ! এ-উৎপাত কর নিবারণ !
জ্ব'লে যাবে সিংহাসন নারী-নির্য্যাতনে।

ধৃতরাষ্ট্র।　সঞ্জয়, সঞ্জয় ! বল দুঃশাসনে—

দুর্য্যোধন।　রাজার আসনে রাজ-উরু'পরে
বরাঙ্গীরে বসাব আদরে ;
সামান্যা সেবিকা সম না রাখিব দাসী-বাসে।

ভীম।　জালে-বদ্ধ কেশরী সমান
এই অপমান-বাণী শুনিছে শ্রবণ !
রাখিও স্মরণ, রাখিও স্মরণ, ইন্দ্রপ্রস্থ-অধীশ্বরী !
যে-দর্পে দেখালে উরু এই কুরুকুল-কৃমি,
সে-দর্প করিব চূর্ণ,
ভগ্ন করি' ওই উরু গুরু-গদাঘাতে,
বিধির ইচ্ছায় দিন পাব যবে ;
ভুলো না ভুলো না—রাখিও স্মরণ।

কৃষ্ণা।　স্মরণ !
অদ্ভুত স্মরণশক্তি নারীর সম্পত্তি ;
নহে মসীতে লিখিত লিপি জীর্ণ স্মৃতিপত্রে,
কালস্রোতে ধুয়ে মুছে যায়।
পাষাণে ক্ষোদিত পাঠ অক্ষয় অক্ষরে,
সাক্ষ্য দিতে রক্ষে তারা বক্ষে চিরকাল।
প্রেম কি বিদ্বেষ অমর রমণীমনে।

দুঃশাসন।　চল এবে রাজার সদনে।

[দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ)

কৃষ্ণা। ছাড়—ছাড়—বেদনা—বেদনা—

ভীম। কেঁদ না কেঁদ না, হবে ধর্ম্মকর্ম্মনাশ,
মর্ম্মব্যথা করিলে প্রকাশ।
পাণ্ডুর প্রথম পুত্র বিপ্রাচারী বীর,
হোমকুণ্ডে ঢালিয়া আহুতি
বিভূতি বাড়াবে তব লজ্জানিবারণে।

অর্জ্জুন। মধ্যম! মধ্যম!
জান কি এখনো, কেন নাহি করি আত্মহত্যা?
অগত্যা—অগত্যা—ভুলেছি আপন সত্তা;
শ্রেষ্ঠ বলি জ্যেষ্ঠেরে করিব পূজা প্রতিজ্ঞা সবার;
আর আছি শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অপেক্ষা করি।

কৃষ্ণা। সাক্ষ্য সূর্য্যদেব! সাক্ষ্য বংশপতি শশধর!
সাক্ষ্য ক্ষত্রিয়-সমাজ!
সাক্ষ্য হও অন্তরস্থ পরমপুরুষ!
বিগলিতা বেণী, রাজ্ঞী যাজ্ঞসেনী,
প্রতিজ্ঞা করিছে সত্য এই সভাতলে;
কাপুরুষ দুঃশাসন-রক্তে সিক্ত না করিয়ে কেশরাশি,
কবরীবন্ধন করিব না কভু থাকিতে জীবন।
পবন দুলাবে এই কুন্তলের জাল
কালের নিশান সম, যমদ্বার-পথে
আকর্ষিত কর্কশ-কঠোর করে,
তোরে ওরে দুঃশাসন, কুলের নাশন পুত্র
অন্ধ শ্বশুরের, পশু বলি সম্বোধিলে যারে,
হয় শূকরের অপমান;

তোমার সংহার বিনা এ বেণী-সংহার
নাহি হবে দ্রৌপদীর।

ভীম। যে ক্রোধ আজিকে কষ্টে করি সংবরণ,
সে রোষ রাক্ষসরূপে হইয়া প্রকাশ,
একদিন সর্ব্বনাশ-পর্ব্ব তোরে দেখাবে বর্ব্বর;
কেন ভীম কর্ব্বুরীর বর, বুঝিবে অমর-নর।
মুষ্ট্যাঘাতে ভেদি' দুষ্ট দুঃশাসন-বক্ষ,
করি অঞ্জলি অঞ্জলি তার তপ্ত রক্তপান
হীনতার প্রায়শ্চিত্ত করি আজিকার,
বাঁধিব তোমার বেণী দেবী যাজ্ঞসেনী,
সাজাইতে রাণীবেশে শোণিতের অভিষেকে।

সামন্তাদি। সাবধান সাবধান রাজা ধৃতরাষ্ট্র,
অতিষ্ঠ এ স্থান নারী অপমান যথা।

[বিকর্ণ ও সামন্তগণের প্রস্থান।

দুঃশাসন। রাজদণ্ডে মুণ্ডপাত হবে বিদ্রোহী দাসের।
যাজ্ঞসেনী, দ্রৌপদী, কি কৃষ্ণা বা পাঞ্চালী,
পঞ্চপতিবতী সতী,
আবরণ হরি তোর এই সভা মাঝে,
সমাজের ঘৃণ্য বলি প্রমাণ করিব আজি।

(বস্ত্রাকর্ষণ)

কৃষ্ণা। কেহ নাহি হেথা! কেহ নাহি হেথা!
রমণীর লজ্জা করে নিবারণ—হেন কেহ নাহি হেথা!

সঞ্জয়। কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য তব প্রজ্ঞাচক্ষু!
বন্দ দেব সেই ভগবানে অন্ধ তুমি যাঁহার কৃপায়।

গন্ধে তুমি করিছ কি অনুমান
কুলবধূ অপমান, বসন-হরণে !

কৃষ্ণা । হা কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ !
করুণা-কোমল চক্ষে চাহ পীতাম্বর !
সম্বরিতে নারে নারী অঙ্গের অম্বর ;
আর্ত্তের রোদন কৃষ্ণ ব্যর্থ কভু নহে
তব নিবিষ্ট শ্রবণে। হা কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ !
অদৃষ্টের এ কি পরিহাস ? পরবাসে,
একবাসা বিমলিনী বিগলিতা বেণী,
হাহাকারে কাঁদে অনাথিনী জগতের নাথ !
মহিষী মুকুট স্পর্শ করেছে যে কেশ,
দুষ্ট দুঃশাসন করে আকর্ষণ আজি সে কুন্তল দল।

দুঃশাসন । ডাক, ডাক, যত পার ডাক সেই গোয়ালার পূতে ;
থাকিলে থাকিতে পারে আনাচে কানাচে থাড়া
সৃষ্টিছাড়া কপট মায়াবী ।

কৃষ্ণা । রমণীর লজ্জাবাস নির্লজ্জ দুর্জ্জন,
করিছে হরণ ; মরণ অধিক ভয়
নারীর লজ্জায়। লজ্জা যায়, লজ্জা যায়,
লজ্জা রাখ লজ্জা-নিবারণ !
তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম, লজ্জা, মান, ভয়,
জীবের জীবন তুমি দেহ অভিমান ;
তুমি অন্ন, তুমি বস্ত্র, অবলার অস্ত্র তুমি হরি !
হৃতবাসা হই, সকাতরে কই,
পীতবাস কর এসে রক্ষা !

প্রেমেতে গঠিত শান্ত শ্যামল প্রতিমা ;
শিরে দুলে শিখি-পাখা আভাষে প্রকাশে
করুণার ধারা বরিষণ ; বাঁকা চোখে মাখা
দৃষ্টির মিষ্টতা আরই বারণে ;
অধরে মধুর সান্ত্বনার ভাষা বাঁশরী বুঝায় ;
চিত্র করে পবিত্রতা বনফুল সুরভি-কোমল ;
নূপুর সঙ্গীতে বুঝে সে ইঙ্গিতে,
যে জ্বলে যাতনায় ভোলে রাঙ্গা পায়,
কাছে কাছে আছে তার হরি—অহেতু করুণাময়।

(বিকর্ণসহ বস্ত্রাবরণাদি লইয়া গান্ধারীর প্রবেশ)

সভাস্থগণ। মহাদেবী ! মহাদেবী !

ধৃতরাষ্ট্র। রক্ষা কর, রক্ষা কর, মহাদেবী !

দুর্য্যোধন। অন্যায় এ-আচরণ,
স্ত্রীলোকের আগমন প্রকাশ্য সভায়।
যাও—যাও—

গান্ধারী। দূরে সর্ কুলাঙ্গার !
মা, মা, মা আমার,
এস মা মায়ের কোলে আঁচল-আড়ালে।
ভস্ম হবে কুরুকুল, দুকূল হারালে নারী দুরাচারী-করে।
পর মা বসন, পর মা বসন ;
চেও না অমন চোখে দুঃশাসনপানে ;
নিলাজ দুরন্ত, তবু গর্ভে দিছি স্থান।
দুর্য্যোধন !

সবংশে নিধন তরে ধূমধামে এত আয়োজন
করিতেছ কোন্ ভরসায় ?
ঈশ্বর কি নাই ? ঈশ্বর কি নাই ?
তাই দুর্ব্বল দলনে, অবলার অপমানে,
পুরুষের নামে করিছ কলঙ্কদান।

দুর্য্যোধন। রাজ-আচরণে পাপ নহে মৃত্যু দণ্ডাদেশ।
ভুজবলে বুদ্ধির কৌশলে—

গান্ধারী। কে দিয়েছে ভুজবল বুদ্ধির কৌশল ?
জন্ম পেলে ঐশ্বর্য্যের কোলে কাহার ইচ্ছায় ?
আহুতে আহুতি দিতে ধ্বংসের আগুনে,
দেছেন বাহুতে বল কাকেও কি ভগবান্ ?
বঞ্চিয়া বিশ্বাসী জনে নিঃশ্বাস ফেলিবে সুখে
নিশ্চিন্ত নিদ্রায়, আর্দ্র হ'য়ে মুদ্রার স্বপনে,
কথনো কোর না মনে।
সব জানে, সব জানে, অন্তর্য্যামী নারায়ণ।
এখনও এখনও কর অনুতাপ।
পাপেতে অর্জ্জিত ধন কর প্রত্যর্পণ,
ন্যায্য যার প্রাপ্য তায় ;—
কোথা সে শকুনি !

শকুনি। শকুনি-ভাণ্ডার-বর্দ্ধক নহে এক কপর্দ্দক,
সত্য কহি ভগিনী তোমায়।
মাতুলে বাতুল বলে অতুল ঐশ্বর্য্যপতি
জ্যেষ্ঠ পুত্র তব। আজ্ঞাবর্ত্তী অন্নভোজী
কুপোষ্য তোমার ভাই হস্তিনায় আজ।

গান্ধারী। তাই বুঝি নিলে প্রতিশোধ ?

শকুনী। প্রতিশোধ ! প্রতিশোধ !
কই না—অর্থ বোধ নাহি হয় মোর !

গান্ধারী। মা, বধূ, বধূ আমার,
পারিবি কি ক্ষমিবারে শ্বশুরের বংশে ?

কৃষ্ণা। ক্ষমা !
ক্ষমা তো মা সুষমা, রমণী-কোমল প্রাণে।
কিন্তু ভোলে কি অবলা কভু হৃদয় তুলিলে ?
নারী যদি ভোলে, সংসার না চলে,
জ্বলে যায় কুল, দুলালী করিলে ভুল।
স্নেহ প্রেম ভালবাসা, পোষা বুকে আমরণ,
যদি প্রয়োজন, প্রাণ দেয় বিসর্জ্জন প্রেমের কারণ।
হ'লে হতমান নতশিরে সহে,
দহে কিন্তু অন্তরেতে তুষের আগুন ;
গুমে গুমে পোড়ে, ঠোঁট নাহি নড়ে,
নারীর নিজস্ব বিদ্যা গোপনে সঞ্চয়,
করে না সে অপচয় বৃথা বাক্যব্যয়ে ;
প্রতীক্ষায় রহে, সময়ে পিশাচী হারে
হেরে প্রতিশোধ তরে তার ভয়ঙ্করী ভূতি।

গান্ধারী। সদ্য অপমান, এখনো জ্বলিছে প্রাণ।

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়—সঞ্জয়,
কর নিবেদন মহাদেবীপাশে,
আনিতে বধূরে স্নেহে নিকটে আমার ;
দিব বর যা যাচিবে সতী।

দুর্য্যোধন। পিতা, পিতা, আমারে করেছ দান এ হস্তিনারাজ্য,
কার্য্যে মম পূর্ণ অধিকার—

ধৃতরাষ্ট্র। কিন্তু করি নাই দান, স্বেচ্ছায় গরল পান
করিবার অধিকার। দিয়াছিনু রাজাচার ;
অনাচার আছিল কি কৌরব-ভাণ্ডারে ?
কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহারা উন্মাদের বুদ্ধি,
পুত্রে দিতে রাজছত্র সনে ?
দিয়াছি কি রাজদণ্ড, কুলধর্ম্ম পণ্ড করিবারে ?
পুত্রস্নেহ, পুত্রস্নেহ, ভয়ানক মোহ !
তারো সীমা অতিক্রম করিতেছ দুর্য্যোধন
নিজ কুলবধূ ধরি, করি অপমান।

সঞ্জয়। দেব! প্রণাম করেন পদে, দ্রুপদনন্দিনী,
সমাগতা বধূমাতা সতী মহাদেবী সাথে।

ধৃতরাষ্ট্র। চাহ বর, করি আশীর্ব্বাদ,
বরণীয়া তুমি কৌরবের অন্তঃপুরে ;
জনকসমান আমি শ্বশুর তোমার,
ভোল পশু-আচরণ মম মুখ চাহি,
ভ্রাতুষ্পুত্রে পুত্রজ্ঞান করে সাধুজন।

কৃষ্ণা। পতিরতা যে বনিতা,
দাসত্বমোচন চায়, সদা সে পতির।

ধৃতরাষ্ট্র। মুক্ত তব পতিগণ, আমার আদেশে।

কৃষ্ণা। করি তাত প্রণিপাত চরণে তোমার,
সুধাই সকাশে তব, কোথা গিয়া দিনপাত
করিবেন রাজপুত্র, মম স্বামী পঞ্চজন ?

ধৃতরাষ্ট্র। নিজ রাজ্যে, নিজ রাজ্যে, ভাগ্যবতী ভার্য্যা সহ,
পাণ্ডব খাণ্ডবপ্রস্থে রাজা চিরদিন।
নহে হীনমতি বৈশ্য মম পুত্র দুর্য্যোধন,
পরস্ব হরণ তরে খেলেনি সে পাশা ;
সুহৃৎ-দ্যূতেতে রাজ্যচ্যুত কেবা কবে হয় ?

দুর্য্যোধন। প্রত্যর্পণ, সর্ব্বস্ব অর্পণ !

শকুনি। (জনান্তিকে) অসময়—অসময় ;
এ সময় কোনো কথা নয়।

দুর্য্যোধন। বিনা স্থানচ্যুতি হব ধৈর্য্যচ্যুত।

শকুনি। (জনান্তিকে) ধৈর্য্য ধর—ধৈর্য্য ধর আসিবে সময়।

[দুর্য্যোধন ও কর্ণের প্রস্থান।

ধৃতরাষ্ট্র। রঙ্গসভা ভঙ্গ হোক আজ ;
রাজরাণী যাবেন শুদ্ধান্তে, বধূরে লইয়ে সাথে।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণা। রক্ষা হ'লো পতিরাজ্য ; লজ্জানাশ হয়েছে সতীর ;
(স্বগত) কবে হবে প্রতিশোধ !

[শকুনি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শকুনি। দুঃশাসন-স্পর্শদোষ না ধুয়ে শোণিতে,
আর কি বাঁধিবে বেণী দ্রুপদ-নন্দিনী !
পূর্ব্ব-রঙ্গ-শেষে এই যবনিকাপাত।
কৌরবপাণ্ডবনাট্যে আরো আছে পাঠ্য ;
পটের পালটে দেখি ভবিষ্যতে
অদ্ভুত কি দৃশ্য আরো প্রকাশিত হয় !

[যবনিকা]